হৃষিকেশ সাহা স্মৃতি
মেধা উৎসব ২০১৯
রবীন্দ্র ভবন, হল ২
৩রা আগস্ট, সন্ধ্যে ৬টা থেকে
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আমন্ত্রণপত্র পাওয়া যাচ্ছে আগরতলা শোরুমে

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক
জাগরণ
THE FIRST DAILY OF TRIPURA
গৌরবের ৬৫ তম বছর
অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

সিস্টার মশলা
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 5 August 2019 ■ আগরতলা, ৫ আগস্ট, ২০১৯ ইং ■ ১৯ শ্রাবণ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

স্বাবলম্বী হতে যুবক যুবতীদের ঋণ প্রদানে ব্যাঙ্কগুলির ভূমিকায় ক্ষোভ প্রকাশ মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ মে।। বেকার যুবক যুবতীদের আর্থিক ভাবে স্বাবলম্বি হওয়ার ক্ষেত্রে ঋণ প্রদানে ব্যাঙ্কগুলির ভূমিকায় গভীর উদ্বেগ ও অসন্তোষ ব্যক্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। যদিও, রাজ্য সরকার ব্যাঙ্কগুলিকে বারবার অনুরোধ করেছে যে বেকার যুবক যুবতীদের ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে যাতে জটিলতার সৃষ্টি না করে, বিশেষ করে গ্যারান্টার এর ক্ষেত্রে। কিন্তু, ব্যাঙ্কগুলি রাজ্য সরকারের আবেদন ও অনুরোধের কোন মর্যাদাই দিচ্ছে না। এখনো বেকার যুবক যুবতীরা ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ পাওয়ার ক্ষেত্রে চরম হয়রানির শিকার হচ্ছে। যেখানে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পে ব্যাঙ্কগুলিকে সহজ শর্তে ঋণ দেওয়ার কথা। কিন্তু, ব্যাঙ্কগুলি তা করছে না। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেছেন, স্টেট লেবেল ব্যাঙ্কার্স কমিটির তিনটি বৈঠক হয়েছে গত যোল মাসে। প্রতিটি বৈঠকেই এই বিষয়ে ব্যাঙ্কগুলির কাছে অনুরোধ করা হয়েছে। তারপরও আজও ঋণ নেওয়ার জন্য ব্যাঙ্কগুলিতে চক্কর কাটতে কাটতে নিরাশ হয়ে পড়ছেন আবেদনকারীরা।

আগরতলার কলেজটিলাস্থিত বিবেকানন্দ সংঘে আজ একদিনের স্বেচ্ছায় রক্তদান ও বিবাহ নিবন্ধীকরণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এতে ক্লাবের ২৭ জন সদস্য ও সদস্যা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। এছাড়া ৩৬ জন দম্পত্তির হাতে বিবাহ নিবন্ধীকরণ সার্টিফিকেট তুলে দেওয়া হয়। প্রদীপ জেলে এই শিবিরের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিক'তিতে পুপার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা 'াপন করেন।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রক্তদান মহৎ দান। রক্তদান জীবন দান। আজ রাজ্যে স্বেচ্ছায়

রক্তদানে বিভিন্ন ক্লাব, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, রাজনৈতিক দল ও সরকারি প্রতিষ্ঠান এগিয়ে এসেছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিবাহ নিবন্ধীকরণ ব্যবস্থাও একটা সর্বোত্তম ব্যবস্থা। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব তিন তালাক বিলের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেন, কোনও কিছু করার জন্য ব্যক্তির মধ্যে দ'ঢ়তা থাকতে হয়। স্বাধীনতার পর এ দেশ বহু দল শাসন করেছে। কিন্তু তিন তালাক বিল নিয়ে কোনও দল তেমনিভাবে ভাবেনি। তাই এই বিল পাশ হতে ৭২ বছর সময় লেগে যায়। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-র দ'ঢ়তার জন্যই এ বছর এই বিল পাশ হয়েছে। এ বিল পাশ হওয়ার ফলে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল ভারতীয় মহিলাদের নৈতিক জয় হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী চান সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা সাথ, সবকা বিশ্বাস। তিনি চান শেষ প্রান্তের ব্যক্তিটিও যাতে সরকারের সুযোগটি গ্রহণ করতে পারেন। এজন্য তিনি প্রশাসনকে সরলীকরণ করেছেন। মানুষের কল্যাণে চালু করেছেন বিভিন্ন যোজনা। এটাই পারদর্শী সরকারের পরিচায়ক। আমরাও রাজ্যে বেকারদের স্ব-নির্ভর করার উদ্যোগ নিয়েছি। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব বলেন, একমাত্র উদার মানসিকতার জন্যই জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী, প্রয়াত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল, প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি প্রমুখ দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান হয়েছেন। তাই নিজের জন্য নয়, মানুষের জন্য কাজ করুন। প্রতিদান চাইবেন না। তবেই আপনাদের অক্লান্ত শ্রম সার্থক রূপ পাবে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে ত্রিপুরা খাদি ও গ্রামোদ্যোগ পর্ষদের চেয়ারম্যান রাজীব ভ-াচার্য, ধলেশ্বরস্থিত রামক'ষ্ণ মিশন স্কুলের স্বামী জ্যোতিরানন্দজী ও বিবেকানন্দ সংঘের সভাপতি বিভূতি চৌধুরী বক্তব্য রাখেন। স্বাগত ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মনু নদীতে নিখোঁজ ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ আগস্ট।। আবারও কৈলাসহরের মনু নদীতে স্নান করতে গিয়ে এক যুবকের সলিল সমাধি ঘটল। ঘটনা কৈলাসহরের জুলাই গ্রামে।

কৈলাসহরের জুলাই গ্রামের ছয় নং ওয়ার্ডের বলেহর গ্রামের বাসিন্দা মাখন মালাকারের বত্রিশ বছরের ছেলে সঞ্জিত মালাকার প্রতিদিনের মতো শনিবার বিকালে বাড়ির পাশে মনু নদীতে গিয়েছিল স্নান করতে। নদীতে স্নানের সময় সঞ্জিতের স্ত্রীও সঙ্গে ছিল। স্ত্রীর স্নান শেষ হবার পর সঞ্জিত স্ত্রীকে চলে যাবার কথা বলে। স্ত্রী সে অনুযায়ী বাড়িতে চলে যায়। কিন্তু ঘণ্টা খানেক হয়ে গেলেও সঞ্জিত বাড়িতে না আসায় স্ত্রী-এর সন্দেহ হয়। এই সময়ের মধ্যে সঞ্জিতের ছোট ভাই বীরজিত দাসও নদীতে গিয়ে স্নান করতে যায়। বীরজিত নদীতে স্নান করার সময় সঞ্জিতকে দেখেনি। বীরজিত স্নান সেরে বাড়িতে যাবার পর সঞ্জিতের স্ত্রী বীরজিতকে জিজ্ঞেস করে তোমার দাদাকে নদীতে স্নান করতে দেখেছো কি?

এই প্রশ্ন করতেই বীরজিত বলে নদীতে দাদাকে দেখিনি। সঙ্গে সঙ্গে সঞ্জিতকে খোঁজাখুজি শুরু হয় এবং গ্রামবাসীরা নদীর জলে নেমেও খুঁজতে শুরু করে। কিন্তু কেউ সঞ্জিতকে খুঁজে পায়নি। সঙ্গে সঙ্গে কৈলাসহর থানায় এবং দমকল বাহিনীকে খবর দিলে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে দমকল বাহিনী ও পুলিশ। কিছুক্ষণ পর এনডিআরএফ-এর কর্মীরাও ঘটনাস্থলে গিয়ে অনেক রাত পর্যন্ত খোঁজাখুজি করে তার সন্ধান পায়নি। রবিবার ভোরবেলা এনডিআরএফ কর্মীরা আবার নদীতে তল্লাশি চালিয়ে প্রায় তিন ঘণ্টা পর সঞ্জিতের মৃতদেহ খুঁজে পায়। মৃতদেহ নদী থেকে উদ্ধার করে কৈলাসহর ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় ময়না তদন্তের জন্য। তবে, মৃত সঞ্জিতের ছোট ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্কুলের শিক্ষিক শিক্ষিকাদের জন্য করা হবে নির্দিষ্ট পোশাক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ আগস্ট।। রাজ্যের বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর চিন্তাভাবনা করছে স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকাদের জন্য নির্দিষ্ট পোশাক তথা ড্রেস কোড করতে। অন্যান্য পেশার লোকদের যেমন নির্দিশ্ট পোশাক রয়েছে, তেমনি শিক্ষক শিক্ষিকাদের জন্যও এমনটা করা প্রয়োজন বলে মনে করছে রাজ্য সরকার।

একটি সূত্রে জানা গিয়েছে বিষেয়টি নিয়ে রাজ্য সরকার দীর্ঘদিন ধরেই চিন্তাভাবনা করছিল। বিভিন্ন স্টাডি রিপোর্ট পর্যালোচনা করে সরকার মনে করছে একটি নির্দিষ্ট পোশাকে যদি শিক্ষক শিক্ষিকারা স্কুলে আসেন তাহলে ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবকরা আরও বেশী সাচ্ছন্দ অনুভব করবেন শিক্ষক শিক্ষিকাদের সাথে কথা বলতে। জানা গিয়েছে ইতিমধ্যেই দপ্তর প্রাথমিক স্তরের শিক্ষক শিক্ষিকাদের জন্য একরকম পোশাক, উচ্চ প্রাথমিক এবং উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকাদের জন্য অন্যরকম ও উচ্চামাধ্যমিক স্তরের স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকাদের জন্য পৃথক ড্রেস কোড হবে। সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, শিক্ষকদের জন্য থাকছে ফর্মাল শার্ট, পেন্ট, সুয়েটার, ব্লেজার (ডেনিম নয়), কলার যুক্ত শার্ট এবং শিক্ষিকাদের জন্য থাকছে শাড়ি, ব্লাউজ, সালোয়ার কামিজ এবং জুতো সহ চিরাচরিত পোশাক।

অসমে পাঁচদিনে আটক জেএমবি'র ছয় জেহাদি

গুয়াহাটি, ৪ আগস্ট।। গতকাল রাতের পর আজ রবিবার আরও দুই সন্দেহভাজন জামাত-উল মুজাহিদিন বাংলাদেশ (জেএমবি)-এর জেহাদিকে আটক করেছে সেনা ও বরপেটা পুলিশ। আসন্ন ৭৩-তম স্বাধীনতা দিবসের আগে, ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তিন-তিন জেহাদিকে পাকড়াওয়ের ঘটনা সেনা ও রাজ্য পুলিশের বিরাট সাফল্য বলে মনে করা হচ্ছে। প্রসঙ্গত, গত পাঁচদিনে এখন পর্যন্ত মোট ছয় জেএমবি সদস্যকে গ্রেফতার করেছে বরপেটা পুলিশ।

প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, জেহাদি সন্দেহে নিম্ন অসমের নলবাড়ি এবং হাউলি থেকে আজ আরও দুজনকে আটক করেছে পুলিশ। তাদের নাম সফিকুল ইসলাম এবং দানেশ আলি। নলবাড়ির কাপলবাড়ি ভেবলা বড়ো চকে একটি নার্সারি রয়েছে সফিকুলের। সফিকুলকে তার নার্সারির বিশ্রামঘর থেকে সেনার দল আটক করেছে। অন্যজন দানেশকে হাউলির ইটারভিটা গ্রামের বাড়ি থেকে পুলিশ আটক করেছে বলে জানা গেছে।

প্রসঙ্গত শনিবার রাতে জনৈক দিলোয়ার হুসেনের বছর ২৮-এর ছেলে মুস্তাফির রহমান নামের এক জেহাদিকে বরপেটা জেলার অন্তর্গত সরুক্ষেত্রী বিধানসভা এলাকার চতলা এলাকা থেকে আটক করা হয়েছিল। চতলায় তার একটি মোবাইল দোকান রয়েছে। ইতিমধ্যে ধৃতের কাছ থেকে বহু তথ্য উদ্ধার হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রের খবরে জানা গেছে। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সংরক্ষিত বনাঞ্চলের ৯৮৭ পরিবারকে উচ্ছেদের নোটিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৪ আগস্ট।। বিশালগড় ব্লকের অর্ন্তগত সাতটি গ্রাম পঞ্চায়েতের রিজার্ভ ফরেস্টে বসবাসকারী ৯৮৭ পরিবারকে প্রশাসনের তরফ থেকে ষাট দিনের মধ্যে রিজার্ভ ফরেস্টের জায়গা ছেড়ে উঠে যাবার নোটিশ জারি করা হয়। এই পরিস্থিতিতে নোটিশ পাওয়া তাদের বাস্তুভিটা ছেড়ে কোথায় আশ্রয় নেবে এনিয়ে দুশিন্তায় পড়েছে নোটিশ পাওয়া বসবাসকারীরা। তারা জানায় দীর্ঘ ৩৪ বছর কেউ বা ৩০ বছর যাবত ফরেস্টের জায়গাতে স্থায়ীভাবে বসবাস করছে।

নোটিশ পাওয়া গ্রামের মানুষদের সাথে শনিবার বিশালগড় জাঙ্গালীয়াস্থিত কালীটিলা কলোনিতে এক সভা ডাকা হয়েছে। এলাকাবাসীদের নিয়ে স্থানীয় বিজীত প্রার্থী নিতাই চৌধুরী এবং গ্রাম প্রধানকে নিয়ে আলোচনা সভা করা হয়। নোটিশ প্রদান করা হয়েছে বিশালগড় রাউৎখলা গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফ থেকে। এলাকার মানুষ রাউৎখলা গ্রাম পঞ্চায়েতের সেক্রেটারি বিরুদ্ধে বিভিন্ন রকম জালিয়াতির অভিযোগ তুলেছেন। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের জায়গায় বসবাসকারীদের যে নোটিশ দেওয়া হয়েছে তা সঠিক নয় বলেও জানায় নিতাই চৌধুরী। এলাকার মানুষ দুশ্চিন্তায় পড়েছে তবে নোটিশে তারিখ দেওয়া আছে ৪ঠা জুলাই ২০১৯ইং আয় পঞ্চায়েত সচিবের স্বাক্ষরে শীল মোহর দেওয়া তারিখ ১৫ জুলাই। তা নিয়েও জনগনের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

৪৮ লক্ষ টাকার ইয়াবা উদ্ধার গ্রেপ্তার দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ আগস্ট।। ধর্মনগরগামী যাত্রীবাহী ডিলাক্স বাস থেকে বাজেয়াপ্তকৃত ৪৮ লক্ষ টাকার ইয়াবা ট্যাবলেটের মূল দুই পাচারকারীকে পাকড়াও করতে সক্ষম হয়েছে বাজারিছড়া পুলিশ। ধৃতদের নিলামবাজার থানাধীন রতনপুর গ্রামের হুসন আলির ছেলে দুলাল আহমেদ (২৭) এবং পাথারকান্দির নয়াডহর গ্রামের প্রয়াত নেজাম উদ্দিনের ছেলে সোহেল আহমেদ (২৯) বলে পরিচয় পাওয়া গেছে।

বাজারিছড়া থানার ওসি বিএন মালসেম থিক জানান, গতকাল সকাল প্রায় ১১টা নাগাদ ৮ নম্বর জাতীয় সড়কের ডেঙ্গারবন্দ পাবলিক এমই স্কুল সংলগ্ন স্থানে শিলচর থেকে ধর্মনগরগামী অসম রাজ্য পরিবহণ নিগম (এএসটিসি)-এর অধীনস্থ বেসরকারি মালিকানাধীন এএস ২৪সি ৬০২৫ নম্এরের যাত্রীবাহী ডিলাক্স বাস থেকে প্রায় ৪৮ লক্ষ টাকার ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করেছিলেন। ইয়াবা ট্যাবলেটগুলোর আসল মালিক ফেরার হয়ে গিয়েছিল। তবে এগুলি পাচারে মদত দেওয়ার অভিযোগে বাসের চালক দিলোয়ার হুসেন (৪০) এবং সহ-চালক রিপন ঘোষ (২৭)-কে গ্রেফতার করা হয়েছিল। তাদের স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে গতকাল রাতেই শনিবার উদ্ধারকৃত ইয়াবাগুলির মূল পাচারকারী দুজনকে তাদের বাড়ি থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বালি বোঝাই ট্রাক পিষে মারল পথচারীকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ আগস্ট।। চিরতরে বিদায় নিল কৌশিক। আর কোনদিন ফিরে আসবে না বন্ধুবান্ধব কিংবা আত্মীয়স্বজনের কাছে। কৌশিক ছিল এলাকায় খুবই পরিচিত যুবক। সে যে চিরতরে পৃথিবী থেকে চলে গেল। রেখে গেল অশ্রু ভেজা বন্ধু বান্ধব সহ স্ত্রী আর ফুটফুটে একটি মেয়েকে। তার ইচ্ছে ছিল মেয়েকে পড়াশুনা করিয়ে বড় করে তুলবে। তাইতো তেলিয়ামুড়া এলাকার খাইশামঙ্গল এলাকায় আসাম রাইফেলস ক্যাম্পের একটি বেসরকারী ইংরেজী মাধ্যম বিদ্যালয়ে পড়াশুনার জন্য ভর্তি করে মেয়েকে। মেয়ে ভালভাবে পড়াশুনা করছে। কল্যাণপুরের বাতেখা গ্রামে তার নিজস্ব বাড়ি হলেও সে কাজের সুবাদে থাকত আগরতলা পিসির বাড়িতে। শনিবার দুপুর নাগাদ আগরতলা দূর্গাবাড়ি এলাকার সন্নিকটে একটি বালু বোঝাই গাড়ি তাকে চাপা দিয়ে চলে যায়। সাথে সাথে পথ চলতি লোকেরা তাকে উদ্ধার করে জিবিতে নিয়ে গেলেও চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেনে। ময়না তদন্ত শেষে রবিবার তার মৃতদেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। মৃতদেহ কল্যাণপুরে নিয়ে আসা হলে গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে।

হাওয়াইবাড়িতে ফাঁসিতে আত্মহত্যা করল এক যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ আগস্ট।। নিজ ঘরে ফাঁসি দিয়ে আত্মহত্যা করল এক যুবক। ঘটনা তেলিয়ামুড়া থানাধীন পশ্চিম হাওয়াইবাড়ি গ্রামে। তেলিয়ামুড়া থানাধীন পশ্চিম হাওয়াই বাড়ি এলাকার যুবক রাকেশ দাস পেশায় একজন দিনমজুর। দিনমজুরের কাজ করে পরিবার প্রতিপালন করত। বাড়িতে স্ত্রী-কন্যা সহ আত্মীয় পরিজনদের অনুপস্থিতিতে রাকেশ দাস নিজ ঘরে ফাঁসি দিয়ে আত্মহত্যা করে। ঘটনার পর খবর দেওয়া হয় তেলিয়ামুড়া থানায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে। মৃতদেহটি তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালের মর্গে নিয়ে যাওয়া হয় ময়না তদন্তের জন্য। এ ব্যাপারে মৃত যুবকের কাকা জানান, রাকেশ খানিকটা মানুষিকভাবে অসুস্থ ছিল। মানুষিক অবসাদ থেকেই সে আত্মহত্যার পথ বেঁছে নিয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

থানার নাকের ডগায় দুঃসাহসিক চুরি লুট কয়েক লক্ষ টাকার অলংকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ৪ আগস্ট।। আবারো কদমতলা থানাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান কালি বাড়িতে নিশিকুটুম্বদের দুঃসাহসিক চুরি কান্ড। কদমতলা সার্বজনীন বড় কালীবাড়িতে চোরের হানা। নগদ অর্থ সহ কালী মায়ের মূর্তিতে থাকা প্রায় ৩ লক্ষ টাকার সোনা ও রুপা নিয়ে যায় নিশিকুটুম্বদের দল। কদমতলা থানা থেকে মাত্র ৫০/৬০ মিটার দূরে কালী মন্দিরে চোরের সাফাই অভিযান। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, উত্তর জেলায় কদমতলী থানাধীন ট্রাফিক পয়েন্টের পাশে কদমতলা সার্বজনীন বড় কালীবাড়ি মন্দির। অনেক পুরনো, ঐতিহ্য ও জাঁকজমকপূর্ণ এই কালীবাড়ি

কদমতলা

মন্দির। কালী মন্দিরে প্রতিদিন মায়ের পূজার্চনা হয়ে থাকে।

তাই স্থানীয় অভিজিৎ ভট্টাচার্য নামে এক যুবক প্রতিদিন মায়ের পুজোর ফুল সংগ্রহ করে মন্দিরে দিয়ে যায়। প্রতিদিনের মত আজও সকালবেলা ওই যুবক মায়ের পুজোর ফুল নিয়ে মন্দিরে এসে দেখতে পায় মায়ের মন্দিরের ভেতরের জিনিসপত্র, কাপড়চোপড় সব এলোমেলো। মায়ের শরীরের সোনা রুপার অলংকার কোন কিছুই নেই। সঙ্গে সঙ্গে ওই যুবক মন্দির কমিটি ও মন্দিরের পুজারীর সাথে ফোনে যোগাযোগ করলে উনারা তড়িঘড়ি মন্দিরে ছুটে আসেন। মন্দির কমিটি ও মন্দিরের পূজারী কালী মন্দিরে এসে দেখতে পান কালী মন্দিরের পূর্ব দিকে কাঠের দরজার তালা ভাঙ্গা ও দরজাটি খোলা। কালী মায়ের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সীমান্তে নো-মেন্স ল্যান্ড জুড়ে চা চাষে আগ্রহী নিগম

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ আগস্ট।। ত্রিপুরার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের নো-মেন্স ল্যান্ডে চা চাষ করতে আগ্রহী রাজ্যের চা উন্নয়ন নিগম। এর জন্য নিগম রাজ্য সরকারকে প্রস্তাব পাঠিয়েছে।

ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে ৮৬০ কিমি দীর্ঘ সীমান্ত রয়েছে। এই সীমান্তের বেশিরভাগ অংশে কাঁটাতারের বেড়া জিরো পয়েন্ট থেকে ১৫০ মিটার ভারতীয় ভূখণ্ডের ভেতরে নির্মাণ করা হয়েছে। কাঁটাতারের বেড়া থেকে জিরো পয়েন্ট পর্যন্ত ১৫০ মিটার জায়গা নো-মেন্স ল্যান্ড হিসেবে চিহ্নিত। এই সব ভূখণ্ডের নিচু জমিতে ধান-সহ সবজির চাষ হলেও বাকি টিলা ও সামান্য উঁচু জমি পতিত অবস্থায়।

আগরতলা থেকে প্রায় ৩৭ কিমি দূরে পশ্চিম জেলার মোহনপুর মহকুমার কাতলামারা এলাকার অন্তর্গত রাঙ্গামুড়া সীমান্তের নো-মেন্স ল্যান্ডে গত ২০১৪ সালে চা বাগান করেন স্থানীয় বাসিন্দা অনিমেষ দেব নামের এক ব্যক্তি। প্রায় ৩৫ বিঘা জমিতে চা বাগান করেছেন তিনি। বর্তমানে বাগানের বয়স ছয় বছর। বাগান করার পর কাঁচা পাতা উৎপাদিত হতে থাকে বাগান থেকে। এ-বছর জুলাই পর্যন্ত ২০ হাজার কেজি চা পাতা উৎপাদিত হয়েছে।

অনিমেষ দেব জানান, এই বাগান করার সময় সরকার থেকে তাঁকে চায়ের চারা দেওয়া হয়েছিল। রাষ্ট্রীয় গ্রামীণ রোজগার যোজনার মাধ্যমে বাগান তৈরির কাজে সহায়তাও করা হয়েছে বলে জানান তিনি। তাঁর এই সাফল্য দেখে এলাকার আরও কয়েকজন উদ্যোগী নো-মেন্স ল্যান্ডে চা বাগান করছেন বলেও জানান অনিমেষ দেব।

এদিকে অনিমেষ দেবের চা বাগান দেখে উৎসাহিত ত্রিপুরা রাজ্য উন্নয়ন নিগম। নিগমের চেয়ারম্যান সন্তোষ সাহা নিজে অনিমেষ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজধানীতে ব্যাঙ্ক ম্যানেজারকে হত্যার চেষ্টা, অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করছে না পুলিশ, বাড়ছে ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ আগস্ট।। রাজধানী আগরতলা শহরের রাজবাড়ি উত্তর গেইট এলাকায় গত মধ্যরাতে এক ব্যাঙ্ক ম্যানেজারকে নৃশংসভাবে হত্যার চেষ্টা করা হয়। তার নাম বোধিসত্ব দাস। বাড়ি জয়নগর এলাকায়। তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে জিবি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় রাজধানী আগরতলা শহরের অন্যতম জুয়েলারি মালিকের পুত্র জড়িত রয়েছে বলে অভিযোগ মিলেছে।

রাজধানী আগরতলা শহর এলাকায় পুলিশের নিরাপত্তা বেষ্টনীর মধ্যেই গত মধ্যরাতে এক ব্যক্তিকে নৃশংসভাবে হত্যার চেষ্টা করা হয়। ঘটনাটি ঘটে মধ্যরাত নাগাদ। জানা যায়, জয়নগর এলাকার বাসিন্দা বুধিসত্ব দাস একজন ব্যাঙ্ক কর্মচারী। তিনি ইউকো ব্যাঙ্ক ধর্মনগর শাখায় ম্যানেজার পদে কর্মরত। শনিবার কর্মস্থল থেকে তিনি বাড়িতে আসেন। শনিবারই আগরতলায় জোন্যাল অফিসে মিটিং ছিল। মিটিং শেষে রাত ৭.৩০ টা নাগাদ বাড়িতে ফেরেন। বাড়িতে চা, টিফিন খেয়ে পুনরায় বের হন। রবিবার কলকাতা যাওয়ার কথা ছিল। এরই মধ্যে মধ্যরাতে রাজবাড়ি উত্তর গেইট এলাকায় তাকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে পুলিশ। রক্তাক্ত অবস্থায় তাকে পড়ে থাকতে দেখে দমকল বাহিনীকে খবর দেওয়া হয়। দমকল বাহিনী এসে তাকে উদ্ধার করে জিবি হাসপাতালে নিয়ে যায়।

বর্তমানে বুধিসত্ব দাস নামে ওই ব্যাঙ্ক ম্যানেজার মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন। বোতল ভেঙে তার পেট সহ শরীরের বিভিন্ন অংশে মারাত্মকভাবে আঘাত করা হয়েছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। তার সারা শরীর রক্তাক্ত হয়ে গেছে। জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাতেই বুধিসত্ব দাস তার পরিচয় পুলিশকে জানান। তার জবানবন্দির ভিত্তিতে পুলিশ জানতে পেরেছে রাজধানীর কালিকা জুয়েলার্সের মালিকের ছেলে সুমিত এবং সুয়েব মিঞা নামে দুই ব্যক্তি তাকে হত্যার চেষ্টা করেছে। এ ব্যাপারে তথ্য পাওয়ার পর পুলিশ ছুটে যায় জয়নগরস্থিত বুধিসত্ব দাসের বাড়িতে। বাড়িতে গিয়ে তার মাকে এবং আত্মীয় পরিজনদের ঘটনাটি জানায়। বুধিসত্ব দাসের কাকা বিপ্লব কুমার দাস জানান, হত্যার উদ্দেশ্যেই তার উপর এ ধরনের আক্রমণ সংগঠিত করা হয়েছে। পুলিশের কাছ থেকেই ঘটনা সম্পর্কে পরিবারের লোকজনরা বিস্তারিত তথ্য জানতে পেরেছেন বলেও তিনি জানিয়েছেন।

রাজধানী আগরতলা শহরের নিরাপত্তা বলয়ের মধ্যে এ ধরনের রক্তারক্তি কাণ্ড ঘিরে জনমনে তীব্র আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। কিভাবে এ ধরনের ঘটনা সংগঠিত হল তানিয়েও নানা প্রশ্ন উঠেছে। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রথম বার পৃথিবীর ছবি তুলল চন্দ্রযান ২

নয়াদিল্লি, ৪ আগস্ট।। প্রথম বার পৃথিবীর ছবি তুলল চন্দ্রযান ২। উৎক্ষেপণের ১২ দিনের মাথায় মহাকাশ থেকে পৃথিবীর ছবি পাঠাল চন্দ্রযান-২। রবিবারই সকালে ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশনের (ইসরো) পক্ষ থেকে একাধিক টুইট করে এই সেই ছবিগুলি পোস্ট করা হয়েছে। বিক্রম ল্যান্ডারের বিশেষ ক্যামেরায় তোলা ছবিগুলি পাঠিয়েছে চন্দ্রযান-২।

রবিবার ইসরোর নিজস্ব টুইটারে চন্দ্রযান ২-এর তোলা ছবিগুলি পোস্ট করে ইসরোর তরফে জানানো হয়েছে, চন্দ্রযান ২ -এর এল-১৪ ক্যামেরা থেকে এই ছবিগুলি তোলা হয়েছে। ইসরোর তরফে আরও জানানো হয়েছে, যেভাবে পরিকল্পনা করা হয়েছিল, সেভাবেই এগিয়ে চলেছে চন্দ্রযান ২।

২২ জুলাই দুপুর ২টো ৪৩মিনিটে শ্রীহরিকোটার সতীশ ধবন মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্রের দ্বিতীয় লঞ্চ প্যাড থেকে চাঁদের

উদ্দেশে রওনা দিয়েছিল চন্দ্রযান-২। জিএসএলভি মার্ক-৩ রকেট ওরফে 'বাহুবলী'র সাহায্যে চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে পাড়ি দিয়েছে এই চন্দ্রযান-২। উৎক্ষেপণের দিনই ১৭০অ৪৫, ৪৭৫ কিলোমিটারের কক্ষপথে ঢুকে পড়েছিল এই জিওসিনক্রোনাস স্যাটেলাইট। সফলভাবেই সেই পথ পেরিয়েও যায় চন্দ্রযান-২।

একটি অরবিটার, ল্যান্ডার 'বিক্রম এবং রোভার 'প্রজ্ঞান'এই তিনের সমন্বয়েই তৈরি হয়েছে চন্দ্রযান-২। এই বিক্রম ল্যান্ডারের সঙ্গেই লাগানো রয়েছে এল-১৪ ক্যামেরা। এই ক্যামেরায় তোলা ছবিগুলিই পাঠিয়েছেন চন্দ্রযান-২। ইসরোর পক্ষ থেকে টুইট করে এবং সংস্থার ওয়েবসাইটে ছবিগুলি পোস্ট করা হয়েছে। সেই সঙ্গেই জানানো হয়েছে, স্বাভাবিক ও পূর্ব নির্ধারিত প্রোগ্রামিং অনুযায়ী চাঁদের দিকে এগিয়ে চলেছে চন্দ্রযান-২।

এই নিয়ে দ্বিতীয়বারের জন্য চাঁদের মাটিতে মহাকাশযান পাঠিয়েছে ভারত। অভিযান সফল হলে পূরণ হবে ১৩০ কোটি ভারতবাসীর স্বপ্ন। ইতিহাস গড়ে চাঁদের মাটিতে মহাকাশযান পাঠানো দেশগুলির মধ্যে ভারতের নাম পৌঁছে যাবে চতুর্থ স্থানে। হিসেব অনুযায়ী ২০ আগস্টই চাঁদের কক্ষপথে পৌঁছে যাবে ৩.৮ টন ওজনের চন্দ্রযান-২। তারপর ৭ সেপ্টেম্বর চাঁদের মাটিতে ল্যান্ড করবে এই মহাকাশযান। কক্ষপথে প্রায় ১০০ কিলোমিটার উপরে থাকতেই চন্দ্রযানের পেট থেকে বেরিয়ে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৫ ▫ সংখ্যা ২৯৫ ▫ ৫ আগস্ট ২০১৯ ইং ▫ ১৯ শ্রাবণ ▫ সোমবার ▫ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

অপরাধ দমনে পুলিশ

অপরাধ দমনে রাজ্যের পুলিশ তেমন সাফল্য দেখাইতে পারে না। তথ্য প্রমাণ সহ পুলিশ চার্জশিট দিতে না পারার ঘটনায় অনেক অপরাধীরাই ছাড়া পাইয়া যায়। বিভিন্ন অপরাধের ঘটনায় রাজ্য পুলিশের তদন্ত যে অপরাধীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া যাইতেছে না তাহার বহু প্রমাণ রহিয়াছে। আইন শৃঙ্খলার বিষয়টি রাজ্যের এক্তিয়ারভুক্ত। এরাজ্যে বাম আমল হইতেই মাফিয়ারাই সমান্তরাল প্রশাসন চালাইতে থাকে। নির্যাতীত ও আক্রান্ত মানুষ পারতপক্ষে পুলিশে যাইতে চাহেন না। কারণ মাফিয়ারাই এখানে শক্তিমান। থানাবাবুরা তাহাদের সঙ্গে যে বুঝাপড়ার যোগাযোগ আছে তাহা আর গোপন নহে। ফলে, সাধারণ মানুষ পুলিশের উপর ভরসা পান না। কর্তার ইচ্ছায় যেমন কীর্তন হয় তেমনি সরকারের ইচ্ছায় পুলিশ চলে। যতদিন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে পুলিশের ব্যবহার বন্ধ না হইবে ততদিন পুলিশ অপরাধ দমনে তেমন দক্ষতা দেখাইতে পারিবেন না। ক্ষমতাসীনদের সবুজ সংকেতেই পুলিশ পরিচালিত হয়। বাম সরকারের আমলে মাফিয়াতন্ত্রের শিকড় অনেক গভীরে চলিয়া গিয়াছিল। শহর আগরতলায় জমি মাফিয়া, টেন্ডার মাফিয়ার দাপাদাপি চলিয়াছে জোর কদমে। বিজেপি জোট সরকার ক্ষমতায় আসিবার পরও কি এই মাফিয়ারা সংযত বা বিরত হইয়াছে? না, তাহারা নতুন ক্ষমতাধরদের ছায়ায় লালিত পালিত হইবার অবিরাম চেষ্টা চালাইয়া যাইতেছে। লক্ষ্য করিবার বিষয়, সেই জমি বাণিজ্য, টেন্ডার বাণিজ্য জোর গতিতেই চলিয়াছে। সুতরাং পুলিশে যতোই আধুনিকীকরণ বা নতুন ভাবে সাজানো হউক না কেন রাজনৈতিক ভাবে ব্যবহার বন্ধ না করিলে সুফল মিলিবে না। রাজ্যের প্রতিটি থানাকে ঢালিয়া সাজাইতে হইবে। রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বন্ধের নিশ্চয়তা না দিলে প্রকৃত সাফল্য আসিবে না। দিনে দিনেই নতুন নতুন অপরাধ ত্রিপুরাতে থাবা বসাইয়াছে। রাজনৈতিক সংঘর্ষও তো রাজ্যের পরিস্থিতিকে উত্তাল করিয়া রাখিতেছে। সরকারে থাকিয়া সরকারের বিরুদ্ধেই আন্দোলন তো নজীর বিহীন। আসলে ক্ষমতাসীন দলই যদি প্রতিনিয়ত হিংসার আগুন জ্বালাইতে থাকে সেখানে শান্তি আসিবে কি করিয়া? সুতরাং পুলিশী ব্যবস্থায় নতুনত্ব আনিলেই হইবে না। প্রয়োজন সদিচ্ছা। আইন শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে নতুন জোট সরকার তৎপরতা চালাইয়াছে। বিশ্বাস করা যাইতে পারে এবারে পুজায় সকল অংশের মানুষ সামিল হইবে। সকলেই প্রতিজ্ঞায় ভাস্বর হইবেন। সঞ্জিবনী মন্ত্রে ত্রিপুরা একদিন জাগিয়া উঠিবেই।

নেতাজীকে নিয়ে কমিশনের নামে তামাশা

মিহির গঙ্গোপাধ্যায়

একজন মানুষের মৃত্যু একবারই হয়। তার শেষকৃত্য একবারই হয়। আমি আপনাদের এমন একজন অসাধারণ মানবের কথা শোনাব, যার মৃত্যু হয়েছিল দু'বার শেষকৃত্যও দু'বার।

কী মনে হচ্ছে? গাঁজখুরি? অবিশ্বাস্য? আপনাকেই তা ঠিক করতে হবে।

যে অসাধারণ মানুষটিকে কেন্দ্রকরে এই কাণ্ড তিনি কখনও ভগবানজি, কখনও গুমনানি বাবা। কারও কারও ধারণা তিনিই নেতাজি। কখনও শৌলমারির বাবাকে নেতাজি বলে রটনা করা হয়েছে। এখনও বলা হচ্ছে, সারদানন্দবাবাই নেতাজি। এ এক অন্তহীন গোলকধাঁধা। এই গোলকধাঁধা কিছু মানুষের তৈরি। শেষ বিচারে তা এক তামাশা। ধান্দাবাজি।

নেতাজিতে শ্রদ্ধা জানাতে হলে তাঁকে নিয়ে তামাশা বা ধান্দবাজি চলচে দেওয়া উচিত ছিল না। এখনও তা উচিত নয়।

নেতাজির ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামের একমাত্র চরমপন্থী সেনাপতি। তাঁকে ঘিরে মানুষের মনে কৌতুহল থাকাই স্বাভাবিক। তারা জানতে চায় ১৯৪৫ সালের ১৮ আগস্ট বিমান দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু ঘটেছিল, নাকি এ ছিল তাঁরই সাজানো এক ঘটনা।

এই প্রশ্নের স্পষ্ট জবাব কোঁজার জন্য তিন-তিনটি কমিশন গঠিত হয়েছিল। কোনও কমিশনই বলতে পারেনি, এ ছিল এক সাজানো ঘটনা।

অন্যদিকে মাঝে মাঝেই একের পর এক তিনজন বাবাকে সামনে রেখে প্রচার হয়েছে, ইনিই ছদ্মবেশী নেতাজি। প্রথমে শৌলমারির বাবা। পরে প্রমাণ হয়েছিল, তিনি আর যেই হোন, আদরনীয় নেতাজি সুভাষ নন। তার পরে মঞ্চে প্রবেশ করানো হয়েছল ভগবানজি ওরফে গুমনামি বাবা ওরফে নেতাজি সুভাষকে। তাও ধোপে টিকল না। ২৭ জুলাইয়েরহাতেগরম খবর বারাণসীর সারদানন্দবাবাই নেতাজি।

এই মর্মে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সচিবালয়ে একটি আবেদনপত্র পৌঁছে গেছে। আবেদনকারী একজন প্রাক্তন গোয়েন্দা অফিসার। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে তাঁর আর্জি, বিষয়টি যাচাই করা হোক। প্রধানমন্ত্রী সচিবালয় কাগজটি বাজে কাগজের ঝুড়িতে ফেলে দেয়নি। তা যাচাই করার

বন্দোপস্ত করে ফেলেছে।

দেখা যাক, যাচাই করার কী ফল হয়। গুমনামিবাবা নেতাজি কিনা তা নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে, কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শীর সন্ধান পেতেও দেরি হয়নি। অবশেষে বিষয়টি যাচাই করার জন্য বিচারপতি বিষ্ণু সহায়কে প্রধান করে একটি তদন্ত কমিশন গঠিত হয়েছিল। ২৫ জুলাই দৈনিক স্টেটসম্যান জানিয়েছেন, উত্তরপ্রদেশ মন্ত্রিসভায় কমিশনের রিপোর্ট দাখিল করা হয়েছে। তার সারমর্ম, গুমনামিবাবাই নেতাজি এমন প্রমাণ কেউ কমিশনকে দিতে পারেনি।

এইসব বাদে আরও মশলা আছে। কারও দাবি অমরকন্টকের পাহাড়ে জঙ্গলে একটি আশ্রমে অবস্থানকারী সাধুই নেতাজি ছিলেন। একবার এখ লোকলবাবা ঘোষণা করেছিলেন, অমুক তারিখে কলকাতার শহিদ মিনার ময়দানে নেতাজি প্রকট হবেন। হৈ হৈ রৈ রৈ কাণ্ড। নেতাজিকে দেখতে শ'য়ে শ'য়ে মানুষ হাজির। কিন্তু ভক্তদের হয়রানি ও হতাশা ছঅড়া আর কিছুই জুটল না।

১৯৭৯ সালের ২৩ জানুয়ারি প্রচুর মানুষ প্রেস ক্লাব কলকাতার ময়দান তাঁবু ঘেরাও করে ফেলেছিল। কারণ নেতাজি এইদিন দ্বিপ্রহরে এখানে আত্মপ্রকাশ করবেন। নেতাজির বদলে সেখানে আবির্ভাব ঘটেছিল নেতাজি-ভক্ত সমাজবাদী নেতা অধ্যাপক সমর গুহ-র অধ্যাপক একটি ছবি পেশ করে বললেন ইনি নেতাজি। ভারতের একটি মন্দিরে সম্প্রতি ছবিটি তোলা হয়েছে। সময় বলেই তিনি আত্মপ্রকাশ করবেন।

২৪ ঘণ্টার মধ্যে জানা গেল ছবিটিতে অন্য কারও শরীরে নেতাজির মুখমণ্ডলের ছবি সেঁটে দেওয়া হয়েছে। অধওাপক গুহ আর দু'ঠোঁট ফাঁক করেননি।

আরও নানা স্তানে নানা উপলক্ষে কেউ কেউ নেতাজির দর্শন পেয়েছেন বলে শোনা গেছে। ওই পর্যন্তই। ব্যাপারগুলো এগোয়নি। ওইসব ব্যক্তিরদাবি তাইহোকুর বিমান দুর্ঘটনাই হয়নি। তাই সেই দুর্ঘটনায় নেতাজির মৃত্যুর খবর ঝুটো। নেতাজিই এ ঝুটো খবর রটিয়ে দিয়ে আত্মগোপন করেছিলেন। আত্মগোপনেই রাশিয়া, চিন, ভিয়েতনাম, প্যারিসে তাঁর যাতায়াত ছিল। ভারতেও তিনি ফিরে এসেছিলেন—স্বরূপে নয়, শদ্মবেশে। সাধুর ছদ্মবেশ। কেন? স্বাধীন ভারত নেতাজি যদি ফিরেই থাকেন, তো ছদ্মবেশে কেন? কার ভয়? কীসের ভয়?

জবাব জওহরলাল নেহরুর ভয়ে। জওহরলাল নাকি নেতাজির যুদ্ধাপরীধী বলে ব্রিটিশের হাতে তুলে দেবে এবং তারা নেতাজিকে ফাঁসি কাঠে ঝুলিয়ে দেবে।

এই ধরনের প্রছার ভিত্তিহীন। একটি জঘন্য রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র। একই সঙ্গে আপসহীন, চরমপন্থী, নির্ভীক, সাহসী বীর, সুভাষকে কাপুরুষ বলে হেয় করার চক্রান্ত। নেতাজির কোমরে দড়ি ভেঁধে তাঁকে জওহরলাল লন্ডনে পাঠিয়ে দেবে এবং ব্রিটিশ সরকারতাঁক ফাঁসিতে লটকে দিয়ে ঝাড়া হাত-পা হবে। ব্যাপারটা এতই সস্তা?

সস্তা নয় জেনেও যাঁরা ওই জঘন্য প্রচার করে তাঁরা মুর্খ নয়, শয়তান। আপনারা জেনে রাখুন, যুদ্দের মধ্যে মানবিকতার বিরুদ্ধে এবং শান্তির বিরুদ্ধে কাজ করার জন্য কাউকে যুদ্ধপরাধী বলে অভিযুক্ত করা যায়। যে গণত্যার জন্য দায়ী এমন অভিযোগ থাকলে তো কথাই নেই। পররাজ্য দখল করার জন্য যুদ্ধ বাঁধিয়ে দেওয়াও যুদ্ধাপরাধ।

নেতাজি এসব অপরাধের কোনওটাই করেননি, করেননি, করেননি। তিনি যা কয়েছিলেন তা নিজ দেশকে স্বাধীন করার জন্য মুক্তিযুদ্ধ। এই কারণে তাঁকে যুদ্ধপরাধী বললে আন্তর্জাতিক আদালত তা মানবে না। ফাঁসি দেওয়ার কথাই ওঠে না।

সুতরাং জওহরলালের ভয়ে নেতাজি বারতের কোনও স্থানে ইঁদুরের মতো লুকিয়ে আছেন এমন রটনাকারীরা নিশ্চিতভাবেই কোনও না কোনও রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করছে।

এবার নেতাজির দু'বার মৃত্যু ও দু'বার শেষকৃত্যের আজব বিবরণ শুনুন। একদলের মত, ১৯৮৫ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর ফৈজাবাদে গুমনামিবাবা ওরফে নেতাজির মৃত্যু হয়। তাঁর মরদেহ তিনদিন খরে পড়ে থেকে পচে যায়। তখন সরযু নদীর তীরে তাঁর শেষকৃত্য হয়। তখন সেখানে কুড়িয়ে বাড়িয়ে ১৩ জন স্থানীয় লোক উপস্থিত ছিল।

একই ঘটনার ভিন্ন বিবরণ। ভগবানজি ওরফে গুমনামিবাবা ওরফে নেতাজি ১৯৮৫ সালে দেরাদুনের কাছে রাজপুরে আশ্রম করেছিলেন। সেখানেই তাঁর শরীরপাত হয়েছিল। কেন্দ্রীয় সরকার এবং উত্তরপ্রদেশ সরকার নেতাজির মরদেহ দশদিন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছিল। ছোট, বড় বহু মানুষ দলে দলে এসে নেতাজির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন। পুরো আয়োজন পুলিশ নিয়ন্ত্রণ করেছিল।

দশ দিন পর তিনটি মিলিটারি ট্রাকের সুসজ্জিত কনভয়ের পাহারার নেতাজির তথাকথিত মরদেহ হৃষিকেশ গঙ্গার তীরে নিয়ে যাওয়া হয়। উচ্চপদস্থ সরকারিও বেসরকারি ব্যাক্তিরা শবানুগম করেন। ২১ বার গান স্যালুটের পর রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় মরদেহ সমাহিত করা হয়।

শুনলেন? এক পক্ষের বিবরণ, নেতাজির মতো মানুষের মৃত্যু এবং সেষকৃত্য হয়েছিল অনাদরে, অবহেলায়। অন্য বিবরণ তাঁর শেষকৃত্য হয়েছিল রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দুটো বিবরণ একই সঙ্গে ঠিক হওয়া অসম্ভব। হয় একটি সত্য, অন্যটি মিথ্যা অথবা দুটোর পরিকল্পিত মিথ্যা। তাই বলছি, নেতাজির মতো যুগপুরুষকে নিয়ে ছেলেখেলা চলতে দেওয়া না।

(সৌজন্যে দৈঃ স্টেটসম্যান)

নতুন মুখ্যমন্ত্রীকে প্লাস্টিক মোড়া উপহার দিয়ে জরিমানার মুখে বেঙ্গালুরুর মেয়র

বেঙ্গালুরু, ৪ আগস্ট (হি.স.) : সদ্য কর্ণাটকে সরকার গড়েছে বিজেপি উ মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন বিএস ইয়েদুরপ্পা উ নতুন মুখ্যমন্ত্রীকে উপহার পাঠিয়ে ''জরিমানা''র মুখে বেঙ্গালুরুর মেয়র গঙ্গাম্বিকে মল্লিকার্জুন উ প্লাস্টিক পেপারে মোড়ান ছিল তাঁর দেওয়া উপহারটি উ যার জন্য ৫০০টাকা জরিমানা দিতে হয় তাঁকে।

প্রশাসনের কাছে আইন আর নিয়মের উর্ধ্বে কেউ নন! এই বার্তা ফের একবার স্পষ্ট করে দিল প্রযুক্তিনগরী বেঙ্গালুরুর প্রশাসন। সদ্য কর্ণাটকে সরকার গড়েছে বিজেপি উ মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন বিএস ইয়েদুরপ্পা উ নতুন মুখ্যমন্ত্রী বিএস ইয়েদুরপ্পার সঙ্গে দেখা করে তাঁকে একটি উপহারের ডালি দেন মেয়র গঙ্গাম্বিকে মল্লিকার্জুন উ সেই ডালি প্লাস্টিকের পেপারে মোড়ানো ছিল। আর এই প্লাস্টিক ব্যবহার ঘিরেই প্রশাসন কড়া ব্যবস্থা নেয় প্রশাসন উ নিয়মের বেড়াজাল খোদ শহরের মেয়রকেও ছাড়েনি! ফলে, মেয়র মল্লিকার্জুনের নামে জরিমানা ধার্য হয়। বেঙ্গালুরুর মেয়র গঙ্গাম্বিকে ৫০০ টাকার জরিমানা করা হয়।

প্রসঙ্গত, ২০১৬ সাল থেকে বেঙ্গালুরুতে প্লাস্টিক ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। বেঙ্গালুরু প্রশাসন তথা বৃহত বেঙ্গালুরু নগরপালিকে এই বিষয়ে বেশ কড়া মনোভাব বজায় রাখে। এমন প্রেক্ষাপটে মেয়রের কর্ম নজরে আসতেই তাঁর বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেয় বেঙ্গালুরুর প্রশাসন।

কানাডায় গ্লোবাল টি-২০তে অব্যাহত যুবরাজের ঝড়

ব্রাম্পটন, ৪ আগস্ট (হি.স.) : কানাডায় গ্লোবাল টি-২০তে অব্যাহত যুবির ঝড়। যদিও তাতে তাঁর দল টরন্টো ন্যাশনালসের ভাগ্য বদলাল না। যুবরাজ সিংয়ের ধ্বংসাত্মক হাফসেঞ্চুরি সত্বেও ব্রাম্পটন উলভসের কাছে হারতে হল টরন্টোকে।

টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচে ব্যাট হাতে নজর কাড়তে ব্যর্থ হয়েছিলেন যুবরাজ। পরের তিনটি ম্যাচে ব্যাট হাতে ক্রিজে ঝড় তোলেন প্রাক্তন ভারতীয় অল-রাউন্ডার। চারটি ম্যাচের মাত্র একটিতে জয়ের মুখ দেখে যুবির নেতৃত্বাধীন টরন্টো দল। বাকি তিনটি ম্যাচই পরাজয়ের শিকার হয় ন্যাশনালস।

প্রথম ম্যাচে ২৭ বলে ১৪ রান করেন যুবরাজ। দ্বিতীয় ম্যাচে ২১ বলে খেলেন ৩৫ রানের আগ্রাসী ইনিংস। তৃতীয় ম্যাচে ২৬ বলে ৪৫ রানের ঝড়ো ইনিংস আসে যুবরাজের ব্যাট থেকে। এবার ব্রাম্পটন উলভসের বিরুদ্ধে ২২ বলে ৫১ রানের আক্ষেপ ইনিংস খেলে ক্রিজ ছাড়েন ভারতীয় তারকা। গোটা ইনিংসে তিনি ৩টি চার ও ৫টি ছক্কা মারেন।

বড় রানের ইনিংস খেললেও ব্রাম্পটন এর ৬ উইকেটে ২২২ রানের জবাবে ব্যাট করতে নেমে যুবরাজের দল আটকে যায় ৭ উইকেটে ২১১ রানে। হাই-স্কোরিং ম্যাচে ১১ রানের সংক্ষিপ্ত ব্যবধানে পরাজিত হয় ন্যাশনালস।

টরেন্টোর হয়ে যুবরাজের হাফসেঞ্চুরি ছাড়া হেনরিচ ক্লাসেন ৩৫, ব্রেন্ডন ম্যাককালাম ৩৬ ও মিচেল ম্যাকক্লেনাঘান ১৯ রান করেন। ওয়াহাব রিয়াজ, ইস সোধি ও শাহিদ আফ্রিদি একটি করে উইকেট নিয়েছেন।

রিজেন্ট পার্কে ফের রহস্যজনক ভাবে মৃত্যু ছাত্রের

কলকাতা, ৪ আগস্ট (হি.স): রিজেন্ট পার্কে ফের রহস্যজনক ভাবে মৃত্যু হল এক ছাত্রের। নাম সৌম্যদীপ পাল। রবিবার সকালে তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। ঘটনাটি ঘটেছে রিজেন্ট পার্কের সাতবিঘা এলাকায়। রবিবার সকালে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয় সৌম্যদীপ পাল নামে বছর সতেরোর ওই ছাত্রের। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে এমআরবাঙুর হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। ছাত্রের মৃত্যুকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।

পুলিশ জানায়, হাজরা ল কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্র ছিল সৌম্যদীপ। পরিবার সূত্রে খবর, বেশ কিছুদিন ধরেই মোবাইলে আসক্ত হয়ে পড়েছিল সে। এই নিয়ে বেশ কয়েকবার তাকে বকাবকিও করা হয় বাড়িতে। সৌম্যদীপে মা বলেন, 'বিচারক হতে চেয়েছিল ও। আমি আগেও বলেছিলাম, বাবু এতো গেম খেলিস না। দেখছিস তো আত্মহত্যার ঘটনা ঘটছ' শুনে আশ্বাসের সুরেই সৌম্যদীপ জানিয়েছিল সে এমন কাজ করবে না। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান মানসিক অবসাদ থেকেই আত্মঘাতী হয়েছে ওই নাবালক। যদিও মৃতদেহের পাশ থেকে কোনও সুইসাইড নোট মেলেনি। আত্মহত্যা নাকি অন্য কিছু, মৃত্যুর কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

শেষ পর্যন্ত সুপ্রীম কোর্টের রায়ের প্রতিলিপি বাংলাতেও

অচিন রায়

বাঙালকে হাইকোর্ট দেখানোর কথা কবে ইতিহাসে পরিণথ। বরং কলকাতা হাইকোর্টে সর্বস্তরে আজ এত বাঙালের আধিপত্য যে রৌঢ়িয়া বাঙালি খুঁজে পাওয়া শক্ত। তবে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীদ অজয় মুখার্জি একবার বাধ্য হয়ে হাইকোর্টের শরণাপন্ন হয়েছিলেন। সেটি অবশ্য জনগণের হাইকোর্ট। তদানীন্তন বঙ্গ কংগ্রেসের অন্যায় অবিচারের প্রতিবিধানে তিনি জনতার দরবারের দ্বারস্থ হয়ে বলেছিলেন, জনগণই তাঁর হাইকোর্ট। তখন বর্তমানের মতো কথায় কথায় স্যার আমার দিকে চেয়ে আছে স্যার, এমনতর অভিযোগে সুপ্রিম কোর্টে পিআইএল মামলা রুজু করার রীতি ছিল না। একটা কথার কথা ছিল, শহরে গেলে কাজ না থাকলে, খুড়োর নামে মামলা ঠোকার। এখন চালু হয়েছে স্বকপোলকল্পিত জনহিতো খতায় কথায়। পিআইএল ঠোকার। তাতে একটু আত্মপ্রচার হয় আবার জল ঘোলা করার নির্মল আনন্দ পাওয়া যায়। সুপ্রিম কোর্ট হলো আমাদের সর্বোচ্চ আদালত, সব পথ শেে, মিলে গেল এসে সুপ্রিম কোর্টের দরবারে। তার আর পার নেই। অবশ্যই বিরল ক্ষেত্রে বিচারের পুনর্বিবেনা সুযোগ আছে। আবার একদিনের বিচারের বাণী, পরবর্তী সময়ে পুনর্বিবেচিত হয়ে উলটে যায়। যেমন 'সমকামী' প্রসঙ্গ, একসময় বেআইনি অপরাধযোগ্য বলায় চারিদিকে হইচই পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু কেউ লক্ষ্য করেননি যে বিচারক বলেছিলেন, বিধিবদ্ধ আইনে সেটি আইনসিদ্ধ নয়, কিন্তু এই ব্যাপারে নতুন আইন করে এদিকে বিধিসিদ্ধ করার কোনও অসুবিধে নেই। কিন্তু কে শোনে কার কথা। কানে কান নিয়ে গেল শুনে নিজের কানে হাত না দিয়ে কাকের পিছনে দৌড়ানোটাই প্রায় ক্ষেত্রেই স্বাভবজ।

এতে তো বিধিবদ্ধ আইন একরকম, কিন্তু আইজীবীদের কথায় মার প্যাঁচে তার ফাঁকফোকর দিয়ে পালানোর সুযোগ অবাধ। তার ওফর আছে আবার হাইকোর্টের বিচারকের বিজ্ঞাতায় যা অপরাধমুক্ত বলে সিদ্ধান্ত নয়, সুপ্রিম কোর্টের বিচারকের সুবিজ্ঞতায় তা অবার অপরাধজনক হয়ে ওঠে। যেমন অন্ধর হাইকোর্টের বিচারকের বুদ্ধিতে প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী জয়ললিতা হলেন বেকসুর খালাস, কিন্তু পরে সুপ্রিম কোর্টের বিচারে তিনি দোষী সাব্যস্ত হয়ে দণ্ড পান। তবে প্রয়াত হওয়া ফলে তিনি রেহাই পেলেও তাঁর সহচারী শশীকলা আজ এসির আরামে জেল খাটছেন। সিঙ্গুরের অধিগৃহীত জমির মামলায়, কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সেটিকে আইনসিদ্ধ বলে রায় দিয়ে সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার পথ প্রশস্ত করেন। পরবর্তীকালে কিন্তু সুপ্রিম কোর্টে অন্য বিচারপতির রায়ে সেটি আইনবিরুদ্ধ বলে প্রমাণিত হয়। আইনের ভুলভুলাইয়াতে মহামান্য বিচারকদের যদি এমন বিচার বিভ্রম স্পষ্ট হয়ে ওঠে তাহলে বিচিত্র বিদেশি ভাষায় বিচারকের রায়ের মর্মোদ্ধার করা বাদী ও বিবাদীর পক্ষে যে কত দুরূহ তা বলাই বাহুল্য। ইংরেজি ভাষার রীতি প্রকৃতি অনুযায়ী অনেক অভিষা আছে, যেমন কিংস ইংলিশ, কুইনস ইংলিশ, আমেরিকান ইংলিশ, এমনকি ইন্ডো অ্যাংলিয়ান ইংলিশ। কিন্তু আমার মনে হয় তার সঙ্গে আরেকটি প্রকার ইংলিশ যুক্ত হওয়া উচিত তা হলো লিগ্যাল ইংলিশ। অজনা আইনি শব্দ সম্বলিত সওয়ালের বয়ান। কিংবা সুচিন্তিত বিচারের বাণী এমনই উপর বিক্ষুব্ধ তরঙ্গিনীর মতো বিচিত্রগামানী যে তার অর্থোধ্বার করা সাধারণের পক্ষে প্রায় অসাধ্য। বাংলা বা হিন্দি সিনেমায় বাদি বিবাদীর সওয়াল জবার, বা মামললার নাটকীয় মোচড়ে কোলাহলের উদ্ভবে, বিচারকের হাতুড়ি ঠুকে অর্ডার অর্ডার কথাটা যত সহজেত বোঝা যায় বিচারকের রায়ের অর্ডার নিয়ে আপিল করার প্রশ্নটা ততটা সহজ বলে মনে হয় না।

তখন আইজীবী হরি যা বোঝান, অর্থের বিনিময়ে সেইটি বুঝেই, মহাভারতের অর্জুনের মতো ঘাড় নেড়ে বারবার বলতে হয় সব বুঝেছি। কিন্তু নিঃসংশয় হওয়ার জন্যে গীতার অষ্টাদশ অধ্যায় অবধি অর্জুনকে অপেক্ষা করতে হয়। ধনর্ধর অর্জুনেরই যখন এই অবস্থা তখন আমাদের মতো সাধারণদের পক্ষে দুরূহ ইংরেজি ভাষা,, তথা দুরূহতর আইনি ভাষা ভেদ করে ন্যায়ধীশদের রায় বোধগম্য করা বেশ। আয়াসসাধ্য। ভাবা গিয়েছিল আইনি মন্ত্রসিদ্ধ ছাড়া বোধ হয় তা সম্ভব নয়। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের একটি সাম্প্রতিক সিদ্ধান্ত বেশ আশার সঞ্চার করেছে।

সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈ একটি যুগান্তকারী সিদ্ধান্তে ঘোষণা করেছেন যে বর্তমানে প্রচলিত আদালতের রায় ইংরেজিতে লিখিত হলেও অতঃপর অনুবাদে সাতটি ভারতীয় ভাষায় সহজলভ্য হবে। খুবই অভিনন্দনযোগ্য সিদ্ধান্ত। কেননা এতদিন সরকারি কাজের পরিসরে কিংবা আদালতে ভারতীয় ভাষার কোনও স্থান ছিল না। ফলে এইসব গুরুত্বপূর্ণ এই জন্য যে এই সিদ্ধঅন্তের মধ্যে দিয়েই বিভিন্ন আঞ্চলিত ভাষাগোষ্ঠীর স্বীকৃতি কার্যকারিতা সমন্বয় ও আদানপ্রদান সহজতর হয়ে উঠতে পারে। এই কাজ যত এগোবে ততই বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার মধ্যে ভাষা তথা আইনি ভাষার একটি সমন্বয় সূত্র গড়ে ওঠার সম্ভাবনা প্রবল।

তবে প্রধান বিচারপতির প্রাথমিক সিদ্ধান্তে এখটি অমার্জনীয় অনুল্লেখ বিশেষ ক্ষোভের সঞ্চার করে। প্রাথমিক ঘোষণায় সাতটি ভারতীয় ভাষার উল্লেখ থাকলেও সেখানে বাংলার স্থান নেই, এটা অচিন্তানীয়। উল্লিখিত সেই সাতটি ভাষার মধ্যে আছে-হিন্দি, কন্নড়, তামিল, তেলুগু, ওড়িয়া, অসমিয়া ও মারঠি। কিন্তু বাংলার যেমন কোনও উল্লেখ নেই তেমনি মালয়ালম,গুজরাতি, কোঙ্কনি, পাঞ্জাবি, কাশ্মীরি প্রভৃতি একই দশা। এইসব ভাষাভাষী রাজ্য কি সুপ্রিম কোর্টের অধীনস্থ নয়। অসমিয়া প্রধান বিচারপতি গগৈ এর অসমিয়া ভাষার কথা মনে থাকতে পারে, কিন্তু বাংলা ভাষাভাষির সংখ্যা, বিশ্বজুড়ে না হয় বাদই দেওয়া গেল, শুধু ভারত জুড়েই তার সংখ্যা কয়েকগুণ বেশি হওয়া সত্ত্বেও সেটি বিস্মরণ ঘটা দেশের প্রধান বিচারপতির পক্ষে অমার্জনীয় অপরাধ। এই ব্যাপারে স্পষ্টতই তিনি ভাষা সাম্প্রদায়িকতার শিকার। সাম্প্রদায়িকতা শুধু ধর্মের মধ্যেই আবদ্ধ নয় রাজনৈতিক সাম্প্রদায়িকতা ও ভাষা সাম্প্রদায়কতার নগ্ন প্রকাশ সমান নিন্দনীয়। সে সবের ঊর্ধ্বে না থাকতে পারা দেশের প্রধান বিচারপতির পক্ষে নিঃসন্দেহে এক বিরাট বিচ্যুতি। তবে সৌভাগ্যের বিষয় বঙ্গ বিধানসভায় সর্বদলীয়

প্রতিবাদী প্রস্তাব গ্রহণের ফলে অবলিম্বে বাংলাকেও অনুবাদের ব্যাপারে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আমরা আশা করব অচিরকাল মধ্যে অন্যান্য ভাষাও তার সাংবিধানিক মর্যাদার অধিকার লাভ করবে।

তবে এই বিচ্যুতি কিন্তু বিচারপতি গগৈ এরএই প্রথম নয়। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হয়ে তিনি বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি চেলমেশ্বরের সঙ্গে যোগদিয়ে সুপ্রিম কোর্টের অভ্যন্তরীণ বিষয় নিয়ে প্রকাশ্যে সাংবাদিক সম্মেলন করেছিলেন। ভারতের প্রাক্তন সলিসিটর জেনারেল, সোলি সোরাবজি সরব ভৎসনায় বিচারপতিদের এই নজিরবিহীন আচরণের সমালোচনা করেছিলেন। আসলে যে মুহূর্তে বিচারপতি গগৈ প্রতিবাদ মঞ্চে অংশগ্রহণ করেছিলেন, সেই মুহূর্তেই তিনি প্রধান বিচারপতি হওয়ার যোগ্যতা হারিয়েছিলেন, তবু ভালো যে, মোদি সরকার সিনিয়রিটির ধারার কোনও পরিবর্তন না করে বিচারপতি রঞ্জন গগৈকেই সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচাকপতির পদে বৃত করেন। ওড়িশার (অপসরপ্রাপ্ত) প্রধান বিচাকরপতি দীপক মিশ্রের মতোই অসমেণ প্রতিনিধিরূপে বিচারপতি গগৈ প্রধান বিচারপতিরূপে মনোনীত হওয়ায় পুবালি দেশের প্রতিনিধিরূপে আমরা আনন্দিত।

তবে প্রধান বিচারপতি পদটি দেশের মধ্যে, রাজনীতির বাইরে একটি নেতৃস্থানীয় পদ। সেখানে নিজের সম্মান বজায় রাখতে সমস্ত সংশয়ের উর্ধ্বে থাকতে হয়। যেমন কথায় আছে শুধু সঞ্চয় হলেই চলে না, পদাধিকারী সিজারস ওয়াইফের মতো সব সংশয়ের ঊর্ধ্বে থাকতে হয়।

তবে সব কথা ছাপিয়ে প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈ অবশ্যই স্মরণীয় হয়ে থাকবেন সুপ্রিম কোর্টের মতো সর্বোচ্চ আদালতের রায়কে বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদের মাধ্যমে জনগণের অনায়স বোধগম্যাতার পথ প্রশস্ত করায়। বাংলা ভাষাকে নিয়ে আপতত আর্টটি ভাষায় কাজ শুরু করে, ক্রমশ আমাদের সংবিধান স্বীকৃত সমস্ত ভাষাতেই এই কাজ সম্প্রসারিত করা একান্ত প্রয়োজন। সেই ্ত্রে গড়ে উঠতে পারে কতকগুলি সাধারণ আইন ভাষা বাগ পরিভাষা যা সমস্ত আঞ্চলিক ভাষাতেই গ্রহণযোগ্য হতে পারবে।

ভারতীয় সাধারণ আইনি ভাষা বা পরিভাষা নির্মাণে তাকে অযথা ভারতীয়করণ না করেক যেমন ইংরেজি আইনি ভাষাতেও কিছু কিছু ফরাসি ভাষা গৃহীত, তেমনি আমরাও সমস্ত লিগ্যাল টার্মকে সোজাসুজি গ্রহণ করতে পারি কোনওরকম ছুঁতমার্গের তোয়াক্কা না করে। যেমন একটা উদাহরণ দিই, অফিসার বলতে একজন রিক্ষরও বুঝতে পারে পদাধিকারীকে কিন্তু তার বদলে খটমটে আধিকারিক শব্দ ব্যবহার করলে অনেকেই বুঝতে অক্ষম। বিডিও সাহেব কথাটা সকলেরই পরিচিত কিন্তু পঞ্চায়েত আধিকারিক বললে খুঁজে পাওয়া শক্ত। সুপ্রিম কোর্টে একবার এই অনুবাদপর্ব সাফল্যের সঙ্গে অনুসৃত হলে ধীরে ধীরে নিম্ন আদালত তথা জেলা আদালত অবধি রাজ্য ভাষায় কাজ করা যেতে পারে। এবং সেখানে সুপ্রিম কোর্টের বিপরীত প্রক্রিয়ায় রাজ্যভাষায় নিম্ন আদালতের রায় ইংরেজিতে অনুদিত হয়ে উচ্চ আদালতে যেতে পারে। বিভিন্ন রাজ্যের সমন্বয়সূত্রে ডচ্চ আদালতের রায় অনুবাদের মাধ্যমে রাজ্য ভাষায়, যেমন আমাদের রাজ্যে বাংলায় অনুবাদ করা যেতে পারে। এবং সেখানে সুপ্রিম কোর্টের বিপরীত প্রক্রিয়ায় রাজ্যভাষায় নিম্ন আদালতের রায় ইংরেজিতে অনুদিত হয়ে উচ্চ আদালতে যেতে পারে। বিভিন্ন রাজ্যের সমন্বয়সূত্রে উচ্চ আদালতের রায় বা কাজর্ক ইংরেজিতে হওয়া উচিত। আদালতের রায় অনুবাদের মাধ্যমে রাজ্য ভাষায় যেমন আমাদেণ রাজ্যে বাংলায় অনুবাদ করা যেতে পারে। আমরা বাংলা ভাষার জন্যে শহিদ দিবসে ভাষা প্রেমে কেঁদে ভাসিয়ে দিই, কিন্তু কী করে সর্বস্তরে বাংলা ভাষাকে জনগণের সহজগম্য করতে পারি সে বিষয়ে কারোর কোনও কার্যকরী ভূমিকা নেই। এই কলকাতায় ঢোল বাজাতে কতগুলো যে বাংলা ভাষা সমিতি আছে তা রখা শক্ত। কিন্তু তাদের কাজকর্মওই একদিনের নেত্যগীতেই সীমাবদ্ধ।

বাংলা ভাষাকেও জনগণের স্তরে ছড়িয়ে দেওযার জন্যে চাই আদালতের মতোই প্রশাসনিক স্তরে একটি খুব দক্ষ অনুবাদ বিভাগ। অনেক মনে করেন, মহাকরণে ফাইলে বাংলা লিখলেই বুঝি বাংলা প্রচলিত হয়ে গেলর। মূর্কের মরণ আর কি। কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যোগাযোগে এবং কেন্দ্রীয় সার্ভিসের ভিন্নভাষী অফিসারদের প্রশাসনে যোগদানের ফলে, বাংলায় ফাইল লেখা একটা অবাস্তব উদ্ভট চিন্তা। এ বিষয়ে একটা মজার গল্প আছে। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ডা বিধানচন্দ্র রায় যখন বাংলাকে রাজ্যে সরকারি ভাষারূপে স্বীকৃতি দিলেন, তখন কৃষি বিভাগের সচিব ছিলেন রঞ্জিত ঘোষ তিনি একটি ফাইলে বাংলায় মন্তব্য লিখে সই করলেন 'র ঘোষ'। সেই থেকে তাঁর নাম হয়ে গেল 'র ঘোষ'।

আইএএস থেকে অবাঙালিরা বাংলা ক্যাডারে যোগ দেবেন, তাঁদের পক্ষে বাধ্যতামূলক হবে বাংলা শেখা, পড়তে ও বলতে পারা। কিন্তু কাজ হবে অবশ্যই ইংরেজি ভাষায় এবং কেন্দ্র ও অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে প্রশাসনিক আদানপ্রদান ব্যবহৃত হবে ইংরেজি ভাষা। কিন্তু সমস্ত সরকারি সিদ্ধান্তের বিজ্ঞপ্তি বাংলায় অনুবাদের মাধ্যমে প্রচার করা হবে অবশ্যই বাংলায়। সেটি বাস্তবায়িত করার জন্যে প্রথমে চাই সদিচ্ছা, তার পরে উদ্যোগ এবং সবশেষে একটি সেন্ট্রাল ডেসপ্যাচ বিভাগের মতো একটি সেন্ট্রাল অনুবাদ বিভাগ। অনুবাদ হওয়ার পর প্রচারের জন্যে সেই সেই বিভাগে যাবে, প্রচারিত হওয়ার জন্যে।

(সৌজন্যে দৈঃ স্টেটসম্যান)

এক নজরে বাংলাদেশ

মনির হোসেন, ঢাকা,

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,আগষ্ট ০৪।। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় তাঁর দৃঢ় অঙ্গীকার পুণর্ব্যক্ত করে বলেছেন, তাঁর ব্যক্তিগত চাওয়া পাওয়ার কিছুই নেই।তিনি বলেন,আমার ব্যক্তিগত চাওয়া পাওয়ার কিছু নেই। যে আদর্শ নিয়ে জাতির পিতা একদিন দেশ স্বাধীন করেছিলেন তার বাস্তবায়নই আমার একমাত্র লক্ষ্য।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শনিবার বিকেলে (স্থানীয় সময়) লন্ডনের কেন্দ্রস্থলের ওয়েস্ট মিনিস্টার এলাকার বিখ্যাত সেন্ট্রাল হলে অনুষ্ঠিত এক নাগরিক সভায় প্রদত্ত ভাষণে একথা বলেন।শেখ হাসিনা বলেন, তিনি তাঁর শেষ নিঃশ্বাস অবধি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন বাস্তবায়নে কাজ করে যাবেন।প্রধানমন্ত্রী বলেন,জাতির পিতা একদা বাংলাদেশকে উন্নত সমৃদ্ধ করে গড়ে তোলার যে স্বপ্ন দেখেছিলেন তা বাস্তবায়ন করতে আমি মৃত্যুকেও ভয় পাই না। জাতির পিতার অসম্পূর্ণ স্বপ্ন পূরণে আমি আমার শেষ নিঃশ্বাস অবধি কাজ করে যেতে চাই।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৪ততম শাহাদাৎ বার্ষিকী এবং জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগ এই নাগরিক সভার আয়োজন করে।এই সভায় যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন স্থানসহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে সকল বয়সের প্রবাসী বাংলাদেশীরা কালো ব্যাজ ধারণ করে দলে দলে যোগদান করেন এবং অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার ঘন্টাখানেক পূর্বেই অনুষ্ঠানস্থল কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে যায়।হলরুম ভর্তি শ্রোতার পিনপতন নীরবতার মধ্যে শেখ হাসিনা তাঁর ভাষণের শুরুতে ১৫ আগষ্ট নৃশংস হত্যাকান্ডের শিকার তাঁর মা-বাবা-ভাই এবং তাঁদের স্ত্রীসহ অন্যান্য পরিবারের সদস্যদের স্মরণ করেন। এ সময় তিনি আবেগাপ্লুত হয়ে যান। তিনি বলেন,জাতির পিতার খুনীদের শাস্তি না দিয়ে জিয়াউর রহমান তখন খুনীদের পুরস্কৃত করেন। ইনডেমনিটি অর্ডিন্যান্স জারি করে খুনীদের শুধু দায়মুক্তিই দেননি উপরন্তু বিভিন্ন দূতাবাসে চাকরি দিয়েছিলেন।প্রধানমন্ত্রী অনুষ্ঠানে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রবাসী বাংলাদেশীদের ভূমিকার কথা স্মরণ করেন এবং বিভিন্ন গণঅন্দোলনে তাদের ভূমিকারও প্রশংসা করেন।তিনি বাংলাদেশকে উন্নত-সমৃদ্ধ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে দেশে প্রবাসীদের আরো বিনিয়োগের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন,দেশের শিল্পায়নে এবং জনগণের কর্মসংস্থানের জন্য আমরা দেশব্যাপী একশ’ বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তুলছি। দেশের বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশের সুযোগ নিয়ে আপনারাও এখানে বিভিন্ন মিল, ফ্যাক্টরী গড়ে তুলতে পারেন।দেশের উন্নয়নে তাঁর সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপের উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন,তাঁর সরকার ইতোমধ্যেই দারিদ্রের হার ৪০ শতাংশ থেকে ২১ শতাংশে নামিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে।তিনি বলেন,আমরা দারিদ্রের হারকে আরো কমিয়ে আনতে চাই। যাতে এই দেশে আর কেউ গৃহহীন না থাকে, ক্ষুধার জ্বালায় যেন কেউ কষ্ট না পায় এবং কেউ যেন বিনা চিকিৎসায় মারা না যায়।দেশের কৃষি,শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে তাঁর সরকারের সময়ের উন্নয়নের উল্লেখযোগ্য চিত্র তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন,দেশে গণতন্ত্রের ধারাবাহিকতা বজায় থাকাতেই দেশ আজকে সামনে এগিয়ে যাচ্ছে।

গত ৩০ ডিসেম্বরর সাধারণ নির্বাচনের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, নির্বাচনের প্রতি বিএনপি’র অনীহাই তাঁদের ভরাডুবির মূল কারণ।তিনি বলেন,বিএনপি নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে চেয়েছিল আর তাই তারা মনোনয়ন বাণিজ্য করেছে, একটি আসনে ৫/৬ জনকে পর্যন্ত মনোনয়ন দিয়েছে।বিএনপি-জামায়াতের দুঃশাসনের কথা স্মরণ করে সরকার প্রধান বলেন, ২০০১ সাল থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত তাদের অপশাসনে এদেশে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের সৃষ্টি হয়।তিনি বলেন, তাদের (বিএনপি-জামায়াত) নেতৃবৃন্দ সীমাহীন দুর্নীতি, অর্থপাচার এবং এতিমের অর্থ আত্মসাতের সঙ্গেও যুক্ত ছিল।এ সময় ২০১৩, ১৪ এবং ১৫ সালে সরকার উৎখাত এবং নির্বাচন প্রতিহতের নামে বিএনপি-জামায়াত জোটের ত্রাসের রাজত্ব কায়েম এবং আগুন দিয়ে পুড়িয়ে বিপুল সংখ্যক জনগণকে হত্যা এবং আহত করারও উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী।নারী এবং শিশু-কাউকেই তারা রেহাই দেয়নি,বলেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রী এ সময় ১৯৮১ সালে তাঁর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের কথা স্মরণ করে বলেন,তাঁকে এবং তাঁর বোন শেখ রেহানাকে ’৭৫-এর ১৫ আগস্টের পর সে সময়কার শাসকরা আর দেশে ফিরতে দেয়নি।তিনি বলেন,১৯৮১ সালে আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার পর জোর করে দেশে ফিরলেও একের পর এক তাঁকে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছে।সম্প্রতি দেশের ডেঙ্গু জ্বরের প্রাদুর্ভাব সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী বলেন, প্রশাসন ছাড়াও তাঁর দলীয় কর্মীরা পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযানে অংশ নিয়ে ডেঙ্গু প্রতিরোধে মাঠে রয়েছেন।এছাড়া দেশের দুধের মান সম্পর্কিত গুজবের উত্তরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিদেশে এ সম্পর্কিত যথাযথ পরীক্ষায় গুজব ভিত্তিহীন বলে প্রমাণিত হয়েছে।শেখ হাসিনা বলেন,এ ধরনের গুজব সম্পর্কে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে, যাতে করে এর কারণে দেশের উন্নয়ন যেন বাধাগ্রস্থ না হয়। বিশিষ্ট সাংবাদিক কলামিষ্ট আব্দুল গাফার চৌধুরী অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন এবং যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সভাপতি সুলতান মাহমুদ শরিফ এতে সভাপতিত্ব করেন।আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য এবং সাবেক বাণিজ্যমন্ত্রী মুহম্মদ ফারুক খান এবং পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মো. শাহরিয়ার আলম মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন। যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ সাজিদুর রহমান অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন।অনুষ্ঠানের শুরুতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু, বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুননেছা মুজিব এবং ১৫ আগস্টের সকল শহীদদের স্মরণে সকলে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়।

নাইকো দুর্নীতি মামলায় কারান্তরীণ বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার চার্জ শুনানি ফের পেছালো

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,আগষ্ট ০৪।। অসুস্থতার কারণে হাসপাতালে ভর্তি থাকায় কারান্তরীণ বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে চলা নাইকো দুর্নীতি মামলার চার্জ শুনানি ফের পেছানো হয়েছে। খালেদার আইনজীবীদের করা আবেদন গ্রহণ করে আগামী ২৭ আগস্ট শুনানির নতুন দিন ধার্য করেছেন আদালত।

রোববার (৪ আগস্ট) কেরানীগঞ্জের ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে নবনির্মিত দুই নম্বর ভবনে স্থাপিত অস্থায়ী আদালতের বিচারক শেখ হাফিজুর রহমান এ দিন ধার্য করেন।এর আগে ২৩ জুন এ মামলার চার্জ শুনানির তারিখ ছিল।

কিন্তু খালেদা জিয়া হাসপাতালে ভর্তি থাকায় তাকে আদালতে হাজির করতে পারেনি কারাকর্তৃপক্ষ। চলতি বছরের ১ এপ্রিল খালেদা জিয়াকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএসএমএমইউ) হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।সবশেষ গত ১৯ মার্চ হুইলচেয়ারে করে খালেদা জিয়াকে আদালতে হাজির করা হয়েছিল। সেদিন তার পক্ষে আইনজীবীদের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র না থাকায় শুনানির জন্য সময় বাড়ানোর আবেদন করেন। আদালত তা শেষবারের মতো মঞ্জুর করে ১ এপ্রিল দিন ধার্য করেছিলেন।

এদিকে, গত ৩ মার্চ সাবেক আইনমন্ত্রী ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ, সাবেক জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী একেএম মোশাররফ হোসেন, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সাবেক ভারপ্রাপ্ত সচিব খন্দকার শহীদুল ইসলামের চার্জ শুনানি শেষ হয়। এর আগে গত ৩ জানুয়ারি নাইকো দুর্নীতি মামলার শুনানিতে এসে বিচারককে আদালতের বিষয়ে অসন্তোষ জানিয়েছিলেন বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া।এ মামলার অপর আসামিরা হলেন, সাবেক আইনমন্ত্রী ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ, সাবেক জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী একেএম মোশাররফ হোসেন, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সাবেক ভারপ্রাপ্ত সচিব খন্দকার শহীদুল ইসলাম, ঢাকা ক্লাবের সাবেক সভাপতি সেলিম ভূঁইয়া, ব্যবসায়ী গিয়াস উদ্দিন আল মামুন এবং জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সাবেক সিনিয়র সহকারী সচিব সিএম ইউছুফ হোসাইন।এ মামলায় পলাতক রয়েছেন আরও তিন আসামি। তারা হলেন,সাবেক মুখ্য সচিব কামাল উদ্দিন সিদ্দিকী, বাপেক্সের সাবেক মহা-ব্যবস্থাপক মীর ময়নুল হক ও নাইকোর দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক ভাইস প্রেসিডেন্ট কাশেম শরীফ।মামলার ১১ আসামির মধ্যে সাবেক সচিব শফিউর রহমান ২০১৮ সালের ৫ মে মারা যাওয়ায় বর্তমানে আসামির সংখ্যা ১০ জন।

২০০৭ সালের ৯ ডিসেম্বর তেজগাঁও থানায় খালেদা জিয়াসহ পাঁচজনের বিরুদ্ধে এ মামলা দায়ের করেন দুদকের সহকারী পরিচালক মুহাম্মদ মাহবুবুল আলম।পরে ২০০৮ সালের ৫ মে এ মামলায় খালেদা জিয়াসহ ১১ জনের বিরুদ্ধে কানাডার কোম্পানি নাইকোর সঙ্গে অস্বচ্ছ চুক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্রের প্রায় ১৩ হাজার ৭৭৭ কোটি টাকার রাষ্ট্রীয় ক্ষতির অভিযোগ এনে অভিযোগপত্র দাখিল করে দুদক।অন্যদিকে, জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট ও চ্যারিটেবল ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় যথাক্রমে ১০ ও সাত বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন খালেদা জিয়া।

বাংলাদেশে ডেঙ্গু নিয়ে ২৪ ঘণ্টায় আক্রান্ত ১৮৭০ জন হাসপাতালে

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,আগষ্ট ০৪।। এই মৌসুমে রাজধানীসহ সারাদেশে ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে সবচেয়ে বেশি রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে গত ২৪ ঘণ্টায়।শনিবার সকাল ৮টা থেকে রোববার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় এক হাজার ৮৭০ জন রোগী দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন বলে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশনস সেন্টার ও কন্টোল রুম থেকে জানানো হয়েছে।এর আগে ২৪ ঘণ্টায় সর্বোচ্চ রোগী ভর্তির সংখ্যা ছিল গত ১ অগাস্ট, সেদিন ভর্তি হয়েছিলেন ১৭১২ জন।তারপর দুদিন হাসপাতালে ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা কমলেও রোববার আবার বেড়ে গেছে।

এই ১৮৭০ জনের মধ্যে রাজধানীর হাসপাতালগুলোতে এক হাজার ৫৩ জন এবং দেশের আট বিভাগে ৮১৭ জন রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন।এর আগের ২৪ ঘণ্টায় এক হাজার ৬৪৯ জন ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। তার মধ্যে রাজধানীতে ভর্তি হয়েছিলেন ৯৬৯ জন এবং বাকি জেলাগুলোতে ৬৮০ জন।তার আগে শুক্রবার সকাল ৮টা পর্যন্ত রাজধানীতে ৯৯৬ জনসহ পুরো দেশে এক হাজার ৬৮৭ জন রোগী হাসপাতালে ভর্তি হন ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে।সরকারি হিসাবে, পুরো জুলাই মাসে সারাদেশে বিভিন্ন হাসপাতালে ১৫ হাজার ৬৫০ জন ডেঙ্গু রোগী ভর্তি হয়েছিলেন। আর, চলতি অগাস্ট মাসের প্রথম ৭২ ঘণ্টাতেই ডেঙ্গু জ্বর নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন ৬ হাজার ৯৬৭ জন। রোববার সকাল ৮টা পর্যন্ত ডেঙ্গুতে ১৮ জনের মৃত্যু নিশ্চিত করেছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর। তবে বিভিন্ন গণমাধ্যমে অর্ধ শতাধিক মৃত্যুর খবর ইতোমধ্যে এসেছে।

ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে স্কয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রোববার সকালে মারা গেছেন পুলিশের অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক শাহাবুদ্দীন কোরেশীর স্ত্রী ৫৪ বছর বয়সী সৈয়দা আক্তার।সারাদেশে বিভিন্ন হাসপাতালে এখনও ৭ হাজার ৩৯৮ জন ডেঙ্গু রোগী চিকিৎসাধীন। এর মধ্যে রাজধানীর ৩৭টি সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে ৪ হাজার ৯৬৯ জন ভর্তি আছেন।চলতি বছরের প্রথম দিন থেকে রোববার সকাল ৮টা পর্যন্ত সারাদেশে ডেঙ্গু নিয়ে ২৪ হাজার ৮০৪ জন বিভিন্ন হাসপাতালে গেলেও চিকিৎসা শেষে ১৭ হাজার ৩৮৮ জন ইতোমধ্যে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন।রাজধানীর বাইরে ঢাকা বিভাগের জেলাগুলোতেই সবচেয়ে বেশি ডেঙ্গু রোগী শনাক্ত হয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় এসব জেলার হাসপাতালগুলোতে ডেঙ্গু নিয়ে ভর্তি হয়েছেন ২১৬ জন, তাদের নিয়ে মোট চিকিৎসাধীন ৪৪৩ জন।চট্টগ্রাম বিভাগে নতুন ডেঙ্গু রোগী ১৫৯ ও চিকিৎসাধীন ৪১৬ জন, খুলনা বিভাগে নতুন ১২৭ ও চিকিৎসাধীন ৪২১ জন, রাজশাহী বিভাগে নতুন রোগী ৮৩ জন ও চিকিৎসাধীন ৩৪২, বরিশাল বিভাগে নতুন ৭৮ জন ও চিকিৎসাধীন ২২৯ জন,ময়মনসিংহ বিভাগে নতুন ৭০ জন ও চিকিৎসাধীন ২৬৮ জন, রংপুর বিভাগে নতুন ৫৩ জন ও ভর্তি ২১৫ জন এবং সিলেট বিভাগে নতুন শনাক্ত ৩১ জন ও হাসপাতালে ভর্তি ৯৯ জন।

বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ক্যাম্পাসে শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ বজায় রাখুন : রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদ

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,আগষ্ট ০৪।। বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ক্যাম্পাসে শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ, সহ-পাঠ্যক্রমিক কার্যক্রম ও গবেষণা কার্যক্রম নিশ্চিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন।

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (এসইউএসটি) ভিসি প্রফেসর ফরিদ উদ্দিন আহমদ ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (সিইউ) ভারপ্রাপ্ত ভিসি প্রফেসর ড় শিরিন আক্তার রোববার সন্ধ্যায় বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলে রাষ্ট্রপতি এ আহ্বান জানান।পরে রাষ্ট্রপতির সচিব জয়নাল আবেদিন সাক্ষাৎ সম্পর্কে সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন।বর্তমান যুগকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির যুগ উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি শিক্ষার্থীদের কেবল শিক্ষা কার্যক্রমে সীমাবদ্ধ না রাখার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানিয়ে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে গবেষণা কর্মকান্ডের ওপর জোর দেন।রাষ্ট্রপতি যে কোন বিশ্ব মানের প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে সকল সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গবেষণা বিষয়ে বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি পরামর্শ দেন।

সাক্ষাতের সময় এসইউএসটি উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক অবস্থা বিশেষ করে একাডেমিক কার্যক্রম সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে অবহিত করেন এবং ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের একটি বার্ষিক প্রতিবেদন রাষ্ট্রপতির কাছে হস্তান্তর করেন।প্রফেসর ফরিদ উদ্দিন বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য রাষ্ট্রপতি হামিদকে এসইউএসটি’র আসন্ন সমাবর্তনে প্রধান অতিথি হওয়ার আমন্ত্রণ জানান। রাষ্ট্রপতি তাদের কথা মনোযোগ সহকারে শোনেন এবং প্রয়োজনীয় সকল সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস দেন। সংশ্লিষ্ট সচিবগণ এসময় ইপস্থিত

ছয়ের পাতায়

একাদশ সংসদের সংরক্ষিত মহিলা আসনের উপ নির্বাচনে আ. লীগের সালমা চৌধুরী সংসদ সদস্য নির্বাচিত

মনির হোসেন,ঢাকা,আগষ্ট ০৪।। একাদশ সংসদের সংরক্ষিত মহিলা আসনের উপ নির্বাচনে সালমা চৌধুরীকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত ঘোষণা করা হয়েছে।রিটার্নিং অফিসার ও নির্বাচন কমিশনের যুগ্ম সচিব মো. আবদুল বাতেন শুক্রবার এ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে।

আওয়ামী লীগের সংরক্ষিত আসনের সংসদ সদস্য রুশেমা বেগমের মৃত্যুতে শূন্য হওয়া আসনে উপ নির্বাচনে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হলেন সালমা।সালমা চৌধুরীর বাবা প্রয়াত ওয়াজেদ চৌধুরী সাবেক সংসদ সদস্য ও রাজবাড়ী জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি ছিলেন।একক প্রার্থী হওয়ায় এই আসনে প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ সময়ে সালমাকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত ঘোষণা করা হয়।এখন ইসি এ সংক্রান্ত গেজেট প্রকাশ করে সংসদ সচিবালয়কে পাঠাবে। পরবর্তীতে সংসদ সদস্য হিসেবে শপথ আয়োজনের ব্যবস্থা নেবে সংসদ সচিবালয়।

বাংলাদেশের অবস্থা হীরক রাজার দেশের চেয়েও খারাপহয়ে গেছে : বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,আগষ্ট ০৪।। বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থা হীরক রাজার দেশের চেয়েও খারাপ হয়ে গেছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।তিনি বলেছেন,এই সরকার, এই মন্ত্রিসভা হীরক রাজার দেশের চেয়ে অধম। এ যেন হবুচন্দ্র রাজার গবুচন্দ্র মন্ত্রী। এই অবস্থা হয়ে গেছে দেশের।

রোববার জাতীয় প্রেসক্লাবে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। ডক্টরস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ- ড্যাব’র ৩০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে এ আলোচনা সভা আয়োজন করা হয়।

ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে কতজনের মৃত্যু হয়েছে খোঁজ না রাখায় স্বাস্থ্যমন্ত্রীরও কঠোর সমালোচনা করেন বিএনপির মহাসচিব। তিনি বলেন,এই যে আমাদের স্বাস্থ্যমন্ত্রী সাহেব, কতজন ডেঙ্গু রোগে মারা গেছে, উনি বলতে পারবেন না এবং এটা তার জানা নেই।উনি বললেন, এডিস মশা নাকি অনেকটা রোহিঙ্গাদের মতো।কত বড় অমানবিক উনি! কত বড় অমানুষ উনি!

ছয়ের পাতায়

ডেঙ্গু মশা বাঘ-সিংহের চেয়েও ভয়াবহ : ঢাকা উত্তরের মেয়র আতিক

মনির হোসেন,ঢাকা,আগষ্ট ০৪।। ডেঙ্গুজ্বরের ভাইরাস বাহক এডিস মশার বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণার আহ্বান জানিয়েছেন ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের (ডিএনসিসি) মেয়র আতিকুল ইসলাম। আর এ জিহাদে কওমি মাদ্রাসার শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণও চেয়েছেন তিনি।

রোববার (৪ আগস্ট) রাজধানীর কাফরুলে জামিউল উলুম মসজিদ ও মাদ্রাসা কমপ্লেক্সে আয়োজিত ডেঙ্গু প্রতিরোধে সচেতনতামূলক এক কার্যক্রমে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশ নেন।

এসময় ডেঙ্গু প্রতিরোধে সবাইকে সচেতন করতে কওমি মাদ্রাসার শিক্ষক ও ছাত্রদের সাহায্য চেয়ে আতিক বলেন, ডেঙ্গু মশা বাঘ বা সিংহের চেয়েও ভয়াবহ। এদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে হবে। যেসব জায়গায় এডিস মশা জন্ম নেয় ও বংশবিস্তার করে যেমন টায়ারের ভাঁজে, ডাবের খোসায়, আইসক্রিমের কৌটায়- এসব কিছুর বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করতে হবে। মাদ্রাসা ছাত্রদের উদ্দেশ্য করে আতিক আরও বলেন, আপনারা কোরআনের হাফেজ। আপনারা যারা কোরআন নিয়ে আছেন আপনাদের মন পরিষ্কার। আমার বিশ্বাস মাদ্রাসার ছাত্ররাই পারবে ঢাকা থেকে এডিস মশা দূর করতে।

সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন শিল্পমন্ত্রী ও অত্র এলাকার সংসদ সদস্য কামাল আহমেদ মজুমদার। তিনি বলেন, উন্নয়নের মহাসড়কের উপর দিয়ে এখন আমরা যাচ্ছি। সব সূচকে বাংলাদেশ এগিয়ে আছে। এমন একটি দেশে পরিষ্কার-পরিছন্নতা নিয়ে জনগণকে সচেতন হতে হবে। সবকিছু আল্লাহর গজব বলে চালিয়ে দেওয়া ঠিক না। আমাদের চারপাশ আমাদের পরিষ্কার রাখতে হবে।সভায় প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক আবুল কালাম আজাদ বলেন, এডিস মশা আমাদের শত্রু। তাই শত্রুকে চিনতে হবে, জানতে হবে। তাহলেই যুদ্ধের কৌশল বোঝা যাবে। ডেঙ্গুর সময় শুধু প্যারাসিটামল ওষুধ খাওয়া যাবে ও প্রচুর পরিমাণে তরল জাতীয় খাবার খেতে হবে। দ্বীনের দাওয়াত যেভাবে আমরা সবাইকে দেই সেভাবে ডেঙ্গু বিষয়ে সচেতনতামূলক বার্তা সবার মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। আপনাদের কথা সবাই শুনে। সভায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ঢাকা বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার জয়নুল বারী, ঢাকা জেলার জেলা প্রশাসক সালেহ মোহাম্মদ ফেরদৌস খান। আর এতে সভাপতিত্ব করেন মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল আবুল বাশার নোমানী।

যারা মানুষের টাকা নিয়ে ‘ছিনিমিনি খেলেছে’ তাদের ছাড় দেওয়া হবে অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,আগষ্ট ০৪।। যারা মানুষের টাকা নিয়ে ‘ছিনিমিনি খেলেছে’ তাদের ছাড় দেওয়া হবে না বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল।আমানত সংগ্রহের ক্ষেত্রে ৬ শতাংশ এবং ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৯ শতাংশ সুদহার বাস্তবায়নে খুব শিগগিরই বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে প্রজ্ঞাপন জারি করা হবে বলেও জানিয়েছেন তিনি।এই নির্দেশনা এড়িয়ে যাওয়ার কোনো উপায় নেই বলেও তিনি ব্যাংকগুলোকে মনে করিয়ে দিয়েছেন।

রোববার বাংলাদেশ ব্যাংকে সরকারি-বেসরকারি সব ব্যাংকের প্রধান নির্বাহী এবং উদ্যোক্তা মালিকদের সঙ্গে বৈঠক শেষে সংবাদ সম্মেলনে অর্থমন্ত্রী বলেন, আমাকে একটু সময় দিন। আমরা কাউকে ছাড় দিব না। যারা খারাপ উদ্দেশ্যে টাকা নিয়েছে তারা কেউ পার পাবে না।তবে যারা ভালো উদ্দেশ্যে টাকা নিয়েছে, ব্যবসা করতে গিয়ে লস করেছে। সুদ বেশি হওয়ার কারণে টাকা ফেরত দিতে পারেনি, তাদের বিষয়টা ভিন্ন। আমি কাউকে অপমান করতে আসিনি; কারও ক্ষতি করতে আসেনি।কিন্তু যারা মানুষের টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে, টাকা ফেরত না দেওয়ার জন্য নিয়েছে, তাদের কে আইনের আওতায় আনা হবে।নয়-ছয় সুদহার নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরে আলোচনা হচ্ছে। বার বার তাগাদা দেওয়ার পরও ব্যাংকগুলো এটা বাস্তবায়ন করছে না। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে বৈঠক করে অঙ্গীকার করার পরও নয়-ছয় সুদ বাস্তবায়ন করেনি ব্যাংকগুলো।এমনকি প্রধানমন্ত্রী কয়েকবার ক্ষোভ প্রকাশের পরও ব্যাংক মালিকরা ব্যাংক ঋণে সুদের হার এক অংকে নামিয়ে আনেনি।

সংবাদ সম্মেলনে মুস্তফা কামাল বলেন,আমরা আজকে ব্যাংকারদের সাথে বসেছিলাম-এ বিষয়টি জানতে আমরা যে বাজেট ঘোষণা করেছি, তারা সেটার সাথে সংগতি রেখে চলতে পারবে কি না? তাদের সাথে আমাদের ব্যাংকিং খাত নিয়ে অনেক কথা হয়েছে।ব্যাংকাররা আমাকে আশ্বস্ত করেছে, আগামী সেপ্টেম্বরের মধ্যে ব্যাংকিং খাত ঘুরে দাঁড়াবে। বিশেষ করে তারা বলেছে খেলাপি ঋণের পরিমাণ কমবে। পাশাপাশি নয়-ছয় বাস্তবায়নের বিষয়টিও আরো এগোবে।ব্যাংকিং খাতের সেবার মান বৃদ্ধি পাবে। পাশাপাশি ব্যাংকগুলো তাদের কস্ট অব অপারেশন কমিয়ে আনবে। এইসব বিষয়ে ব্যাংকাররা আমাদেরকে কথা দিয়েছে এবং আপনারা সেপ্টেম্বরের মধ্যে এর ফলাফল দেখতে পাবেন।

মুস্তফা কামাল জানান, এ মুহূর্তে সরকারিসহ মোট ১৬টি ব্যাংক ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে এক অঙ্কের সুদহার বাস্তবায়ন করেছে।অতীতের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে বাংলাদেশের ব্যাংক খাতে মোট খেলাপি ঋণের পরিমাণ দেড় লাখ কোটি টাকা ছাড়িয়েছে।বছরের শুরুতে দায়িত্ব নেওয়ার পর অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল ঘোষণা দিয়েছিলেন, খেলাপি ঋণ আর ‘এক টাকাও বাড়বে না’।সেজন্য ঋণ অবলোপনের নীতিমালা শিথিলসহ কিছু পদক্ষেপও নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু অর্থমন্ত্রীর সে কথা ফলেনি, খেলাপি ঋণ বেড়েই চলেছে।বাংলাদেশ ব্যাংক সম্প্রতি খেলাপি ঋণের হালনাগাদ যে তথ্য প্রকাশ করেছে তাতে দেখা যায়, গত মার্চ শেষে খেলাপি ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে এক লাখ ১০ হাজার ৮৭৩ কোটি টাকা, যা মোট বিতরণ করা ঋণের ১১ দশমিক ৮৭ শতাংশ।মার্চ শেষে ব্যাংক খাতে অবলোপনকৃত খেলাপি ঋণের (রাইট অফ) স্থিতি ছিল ৩৯ হাজার ২৪৮ কোটি টাকা। খেলাপি ঋণের সঙ্গে অবলোপনকৃত খেলাপি ঋণ যোগ করলে বাংলাদেশের ব্যাংক খাতে মোট খেলাপি ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় এক লাখ ৫০ হাজার ১২২ কোটি টাকা।

সংবাদ সম্মেলনের এক পর্যায়ে অর্থমন্ত্রী বাংলাদেশের ব্যাংক খাত নিয়ে ‘ঢালাওভাবে’ কিছু না লিখতে সাংবাদিকদের প্রতি আহ্বান জানান।তিনি বলেন, আপনারা পার্টিকুলার ব্যাংক নিয়ে কথা বলতে পারেন। কিন্তু পুরো খাত নিয়ে যদি লেখেন তাহলে সেটা অর্থনীতির জন্য ক্ষতির কারণ হতে পারে।উদাহরণ টেনে তিনি বলেন,আপনারা দেখেছেন দেশের একটি ব্যাংক ফারমার্স ব্যাংক সমস্যায় পড়েছিল। আমরা সেটি নিয়ে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি এবং চেষ্টা করে যাচ্ছি। পাশাপাশি বেসিক ব্যাংক নিয়ে আমরা কাজ শুরু করেছি; কাজ চলছে। এটি যেন আবার পুরো শক্তিতে ফিরে আসতে পারে এবং অর্থনীতিতে ভালো অবদান রাখতে পারে আমরা সে ব্যবস্থা করছি।আমরা আমেরিকার মতো আমাদের ব্যাংকগুলো বন্ধ করে দিতে পারব না। এগুলো দেশের মানুষের অনেক কষ্টের টাকায় সৃষ্টি। আমরা এগুলোকে ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ভালো অবস্থায় নিয়ে আসব।পাশাপাশি অর্থমন্ত্রী বলেন,আমি এটাও বলতে চাই, এই ব্যাংগুলোর দুরবস্থার জন্য যারা দায়ী অর্থাৎ যারা টাকা মেরে যাওয়ার জন্য নিয়েছে তারা কিন্তু সে টাকা ব্যবহার করতে পারবে না। তাদেরকে কী শাস্তি দেওয়া হবে, এখন আমি সেটা বলব না। তবে তারা পার পাবে না।এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন,আমাদের ব্যাংকগুলোর এ অবস্থায় আসার পিছনে আরও একটি ব্যাপার কাজ করেছে, আমাদের অর্থনীতি যে গতিতে বার ছিল হঠাৎ করে তার গতি অনেকটা বেড়ে গেছে। আমাদের দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলো এই পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত ছিল না। আমরা এখন ব্যবস্থা গ্রহণ করছি। আস্তে আস্তে তারা সেই সব ক্ষমতা অর্জন করবে।

সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে মন্ত্রী আরও বলেন,আপনারা অবশ্যই দেখছেন, এখন কিন্তু আগের মত যা ইচ্ছা তা করা সম্ভব না। ব্যাংকের টাকা আপনি নিয়ে গিয়ে মেরে দেবেন এই সুযোগ এখন কমে গেছে; করা সম্ভব না।আপনাদের ভাষায় যে লুটপাট হয়েছে সেটা করা কিন্তু কঠিন। কারণ হচ্ছে আপনারা দেখবেন প্রতিনিয়ত বাংলাদেশ ব্যাংক কিছু না কিছু কাজ করছে। তারা প্রতিনিয়ত কিছু না কিছু সার্কুলার জারি করছে।

সামনে আপনারা দেখতে পাবেন যে, একটা একটা কম্প্রিহেনসিভ আইন আসছে; তার মাধ্যমে আমরা ব্যাংকিং খাতের অনেক ভালো দিক এনসিওর করব।

কমিশন সভায় দেওয়া নিজের বক্তব্য কার্যবিবরণীতে অন্তর্ভূক্ত না করায় নির্বাচন কমিশনার মাহবুব তালুকদার ক্ষুব্দ

মনির হোসেন,ঢাকা,আগষ্ট ০৪।। নির্বাচন কমিশন (ইসি) সচিব মো. আলমগীরের বিরুদ্ধে ‘আইনসিদ্ধ’ কাজ না করার অভিযোগ তুলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন জ্যেষ্ঠ নির্বাচন কমিশনার মাহবুব তালুকদার। মতামত সত্ত্বেও কমিশন সভায় দেওয়া নিজের বক্তব্য কার্যবিবরণীতে অন্তর্ভূক্ত না করায় এমন ক্ষোভ এ নির্বাচন কমিশনারের।

এ নিয়ে মাহবুব তালুকদার প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) কেএম নূরুল হুদা ও সচিবকে একটি আনঅফিসিয়াল (ইউও) নোটও দিয়েছেন। অন্য কমিশনারদের ইউও নোটের অনুলিপি দিয়েছেন। এতে তিনি অধিকার খর্বের অভিযোগও এনেছেন।মাহবুব তালুকদার ইউও নোটে উল্লেখ করেন, ‘গত ২১ জুলাই ২০১৯ তারিখে আমি নির্বাচন কমিশনের ৫০তম সভায় উপস্থিত ছিলাম। ওই সভায় আমি ২৫ জুলাই ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠেয় নির্বাচন সম্পর্কে রূপগঞ্জ উপজেলার ‘কাঞ্চন’ পৌর এলাকার শান্তিপ্রিয় জনগণের নামে প্রচারিত কয়েকটি পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। এতে উক্ত এলাকার জনগণ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ ভীতিমুক্ত ও সন্ত্রাসমুক্ত পরিবেশে নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিষয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। ওই নির্বাচনটি যেন অবাধ সুষ্ঠ নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ হয়, সে সম্পর্কে আমি কমিশন সভায় বক্তব্য রাখি।নির্বাচন কমিশনের ৫০তম সভার কার্যবিবরণীর খসড়া আমার কাছে পেশ করা হলে, আমার বক্তব্য তাতে অন্তর্ভূক্ত না থাকায় আমি নথিতে লিখি-নির্বাচন কমিশনের ৫০তম সভায় আমি রূপগঞ্জ উপজেলার কাঞ্চন পৌরসভার আসন্ন নির্বাচন সম্পর্কে বক্তব্য রেখেছিলাম। বিষয়টি কার্যবিবরণীভূক্ত করে পুনরায় পেশ করা যেতে পারে।নথিটি আমি সচিবের নিকট ফেরৎ পাঠাই। সচিব মহোদয়

ছয়ের পাতায়

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

আসছে শীত, আপনার ত্বক প্রস্তুত তো ?

চামড়া ওঠা, হাত-পা ঘামা, ঠোঁট-পা ফাটা- শুষ্ক মৌসুমের শুরু থেকেই এই ধরনের সমস্যায় যারা আক্রান্ত তারা এখন থেকেই পরিচর্যা শুরু করুন।

শীতলকালে বাতাসের আর্দ্রতা কমে যায় ফলে ত্বকেও আসে শুষ্কভাব। প্রয়োজনীয় আর্দ্রতার অভাবে কারও ফাটে পা, কারও ফাটে ঠোঁট। এছাড়াও শীতের সময় অন্যতম সমস্যা হাত-পা ঘামা তো রয়েছেই।

শীতকালের বিভিন্ন সমস্যা ও সমাধান সম্পর্কে বিস্তারিত জানাচ্ছেন শহীদ সোহারাওয়াদী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের চর্মরোগ বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক।

সরীসৃপ গোত্রের প্রাণী না হলেও মানুষের চামড়া কিন্তু পরিবর্তন হয়। শীতকালে তা আরও বেশি দেখা যায়। বিশেষ করে তালু ও পায়ের চামড়া। অবসর সময়ে অনেকেই এ চামড়া টেনে তোলেন। তবে এই কাজে জোরাজুরি করলে বিপদ ডেকে আনতে পারে। অতিরিক্ত চামড়া উঠলে কিংবা চামড়া টেনে ওঠানোর সময় রক্তপাত হলে এই স্থানে একজিমা, প্রদাহ ইত্যাদি হতে পারে। সেক্ষেত্রে রক্তপাত বন্ধের প্রাথমিক চকিৎিসার উপকরণ-যেমন -হেক্সাসল, আফটার শেইভ লোশন ইত্যাদি ব্যবহার করা উচিত নয়।

ব্যবহার করতে হবে ময়েশ্চরাইজিং লোশন, ভ্যাসলিন, পেট্রোলিয়াম জেলি ইত্যাদি। রক্তপাত বন্ধ না হলে কিংবা অস্বস্তি হলে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী অ্যান্টিবায়েটিক মলব কিংবা ওষুধ ব্যহহার করতে পারে। সাবান ব্যবহার কমাতে হবে।

পা ও ঠোঁট ফাটা

শীতকালে এই সমস্যার সঙ্গে প্রায় সবাই পরিচিত। পেট্রোলিয়াম জেলি, লিপ বাম এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাই এই সমস্যা সমাধানে যথেষ্ট। তবে কারও ক্ষেত্রে সমস্যা তীব্র আকার ধারন করে। রক্তপাত ও জ্বালাপাত দেখা দেয়। আবার এই ক্ষতস্থানে জীবাণু সংক্রমনের দেকা দিতে পারে। সেক্ষেত্রে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী মলম ব্যবহার করতে হবে।

হাত পা ঘামা

শীতের একটি বিরক্তিকর সমস্যা। ঘামে ভেজা হাতের কারণে বিব্রতকর অবস্থায় পড়েন অনেকেই। পা ঘামা আরও একদাপ বেশি, যারে সারাদিন জুতা পরতে হয় তাদের পা ঘামার কারণে প্রচণ্ড দুর্গন্ধ হয়।

স্যান্ডেল পরলে বাইরের দূলাবালি লেগে স্যান্ডের ভেতরে কাদা হয়ে যায়, পিছেলে পড়ার আশঙ্কাও থাকা।

সমাধান সহজ। এক গামলা জলে কয়েকটি পটাশ দানা ফেলে দিন। জলের রং হালকা বেগুনি হলে ওই জলে ১০ থেকে ১৫ মিনিট হাত-পা ডুবিয়ে রাখুন। ঘাম বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত এই পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।

খোসপচড়া

'স্কেবিজ' নামটা অনেকেরই পরিচিত। এক ধনের পরজীবির আক্রমণে ত্বকে এই রোগ হয়। ছোঁয়াচে বলে একজন থেকে অন্যজনে বিস্তার ঘটে খুব সহজে। ব্যক্তিগত পরিষ্কা-পরিচ্ছন্নতাই এই রোগ থেকে বাঁচার এবং আক্রান্ত হলে আরোগ্য লাভ করার মূলমন্ত্র। প্রতিদিন স্নান করতে হবে, তবে সাবান ব্যবহার কমাতে হবে। এই রোগ নিরাময়ের জন্য মলম ব্যবহার করতে বলা হয়। তবে মলম নয় বরং মলমটি সঠিক নিয়মে ব্যবহার করাই হল সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ।

যেহেতু রোগটি ছোঁয়াচে, তাই একই বত্রাড়ির একজনের হলে বাকিদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা তাকে। তাই ওই বাতির সুস্থ-অসুস্থ সকলকে মলমটি ব্যবহার করতে হবে।

দুপুরে গরম জল দিয়ে স্নান করে সারা শরীরে মলমটি মাখতে হবে। পরের দিন বিছানার চাদর, বালিশের খোল, পরিহিত কাপড় ইত্যাদি সবকিছু গরম জল দিয়ে পরিষ্কার করে পরে নিএজ গরম জল দিয়ে স্নান করতে হবে। রোগ মুক্তি না হলে সাতদিন পর আবার একই নিয়মে সবাইকে মলম মাখতে হবে। এছাড়াও চুলকানি, মরা চামড়া, ত্বকের শুষ্কতা, নাকের চামড়া ওঠা, 'সানবান' ইত্যাদি শীতের প্রচলিত ত্বকের সমস্যা। এজন্য ত্বক ময়েশ্চারাইজ বা আর্দ্র রাখতে হবে সবসময়।

মরা চামড়া খুঁটিয়ে কিংবা স্নানের সময় কাপড় দিয়ে ঘসে তোলার চেষ্টা করা উচিত নয়। নিয়মিত স্নান করতে হবে, প্রযোজনে গরম জল ব্যবহার করতে হবে। সাবানের ক্ষার ত্বকের আর্দ্রতা কেড়ে নেয়, তাই শীতে সাবান ব্যবহার কমাতে হবে। শীতে রোদ পোহানো অত্যন্ত আরামের বিষয়। তবে মনে রাখতে হবে, আরাম লাগলেও 'সানবান' হতে পারে, বিশেষ করে সকাল ১০টার পর থেকে। তাই শীতেও সানস্কিন ব্যবহার করতে হবে।

চালের রুটি ও কালাভুনা

চালের রুটি ১০টি

উপকরণ ঃ এক কেজি চালের গুঁড়া, গরম জল পরিমাণ মতো। লবণ স্বাদ মতো।

পদ্ধতি ঃ প্রথমে মেশিনে চাল ভাঙিয়ে নিতে হবে। তারপর সেই ভাহা চালের গুঁড়াতে লবণ ও গরম জল মিশিয়ে কামির তৈরি এবার খামির ২০ ভাগ করে বেলনায় বেলে তাওয়াতে ভাজলেই হয়ে যাবে চালের রুটি।

মাংসের কালাভুনা (এক কেজি)

উপকরণ ঃ এক কেজি মাংস। তেল দেড় কাপ, পেঁয়াজ ২০০ গ্রাম, মরিচবাটা ১ টেবিল চামচ। রসুন এক চা চামচ। হলুদ চা-চামচ। দারুচিনি পরিমাণ, এলাচ, লবঙ্গ, জায়ফ ও জয়ত্রী, গোলমরিচ ও শাহজিরা-সব পরিমান মত।

পদ্ধতি ঃ একটা ব বড় হাঁড়িতে পরিমান মতো জল সঙ্গে মাংস ঢেলে দিন। শাহিজরা বাদে সব মসলা একসঙ্গে মিশিয়ে হাঁড়িতে ঢেলে একটু নেড়েচেড়ে মুখ ভাল করে ঢেকে দিন। মাংস নরম হলে শহজিরা ও তেল অন্য একটি পাত্রে গরম করে মাংস বাগার দিয়ে চুলা থেকে নামিয়ে ফেলুন। এবার চালের রুটি দিয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন।

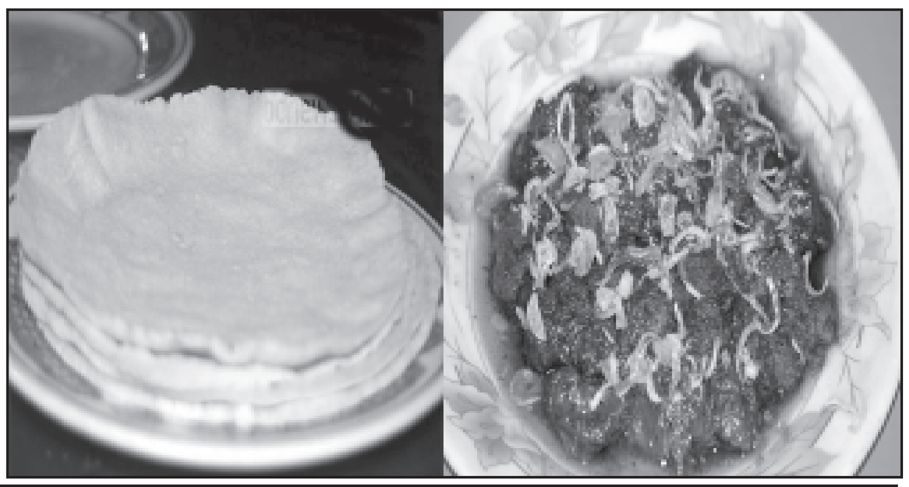

এই শীতে বাড়তি মেদ

ঠাণ্ডা মৌসুমের অলসতা থেকে দেহে জমতে পারে অতিরিক্ত চর্বি। তাই চাই সাবধানতা। সকালে ঠাণ্ডার মধ্যে কম্বলের ভেতর থেকে বের হতে মন চায় না, বিকালে মুখরোচক কিছু খেতে ইচ্ছে করে, সঙ্গে গরম গরম কোনো পানীয়, রাতে মন চায় মিষ্টি কিছু খেতে। এই ছোট্ট ইচ্ছেগুলো চর্বি হয়ে শরীরে লেগে থাকতে পুরো শীতকাল, এমনকি সারাজীবনও। শতীকালে ওজন বাড়ার সমভাবনা বেড়ে যাওয়ার কারণে সম্পর্কে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, শীতে আমাদের ক্ষুধা বাড়ে না, বরং তৃষ্ণা কমে। গরমের দিনে তুলনায় জল খাওয়া কমে যাওয়া শরীর জলশূন্যতা তৈরি হয় যা ওজনের উপর বিবরূপ প্রভাব ফেলে। অপরদিকে মস্তিষ্কের যে অংশ দুটি ক্ষুধা ও তৃষ্ণার জানান দেয় তারা পরস্পরের অত্যন্ত কাছাকাছি। তাই অনেক সময় দেখা যায় তৃষ্ণা মেটাতে জল পান করার পরিবর্তে খেতে শুরু করেছি আমরা। সমস্যা সমাধানের কয়েকটি উপায় জানিয়েছে স্বাস্থ্যবিষয়ক একটি ওয়েবসাইট। শারীরিক পরিশ্রম ঃ শীতকালে শরীরচর্চা কিছুটা কমে যায় অনেকেরই। 'আজকে থাক, কালকে যাবো'- এই ভেবে সকালে বিছানা ছেড়ে হাঁটতে যাওয়াও হয় না। তবে এটা উচিত নয়, শীতকালেও ক্যালরি খরচ করতে শরীরচর্চা চালিয়ে যেতে হবে।

এক্ষেত্রে নিয়মিত ব্যাডন্টিন খেলাও বেশ উপকারী। মুখরোচক খাবার ঃ শীতের সময় চারিদিকে বিভিন্ন মুখরোচক খাবার বেশি পাওয়া যায়। চকলেট, পাই, ভাজাপোড়াজাতীয় খাবার যেমন, পাকোড়া, সমুচা মেলে হাতের নাগালেই। তবে হাতের কাছে পেলেই ঝাঁপিয়ে পড়লে চলবে না, নিজেকে সংযত রাখতে হবে। এজন্য নিজেকে কাজে ব্যস্ত রাখার চেষ্টা করতে হবে। বাইরের খাবার ঃ ঠাণ্ডা আবহাওয়ার কারণে পরিবার বা বন্ধুদের নিয়ে বেড়াতে যাওয়ার ভালো শীতকাল।

আর বিয়ে, অনুষ্ঠান, উৎসব তো আছেই। তবে ঘুরতে ঘুরতে পেটে কী পড়ছে সে বিষয়েও খেয়াল রাখতে হবে। বাইরে যাওয়ার আগে হালকা খেয়ে নিন। ফলে বাইরে খাওয়া ইচ্ছে কমবে। আর যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলা যাবে।

শরীর ঠিক রাখতে কিছু স্বাস্থ্যকর খাবার

উৎসব মানেই নানারকম খাবার। আর সেগুলি বেশিরভাগই হয় মিষ্টি নয়ত উচ্চ ক্যালরিযুক্ত। শরীর থেকে এসব খাবারের প্রভাব কাটাতে চাই খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন। স্বাস্থ্য বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটের প্রতিবেদনে অনুষ্ঠানে ভারী এবং মুখরোচক খাবার খাওয়ার পর কিছু বিশেষ খাদ্যাভ্যাসর অনুসরণ করার পরামর্শ দেওয়া হয়। সেগুলোই এখানে তুলে ধরা হলো। চিনি এড়িয়ে চলুনঃ অনুষ্ঠান মানেই হরেক রকম মিষ্টি। তবে নিয়মিত অতিরিক্ত মিষ্টিজাতীয় খাওয়ার ফলে শরীরে ইনসুলিনের মাত্রা বেড়ে যায়।

ফলে এ ধরনের খাবার খাওয়ার চাহিদা বৃদ্ধি পায়। তাই চিনি ও মিষ্টিজাতীয় খাবার এড়িয়ে চলুন। এক্ষেত্রে প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার খেতে পারেন। এ ধরনের খাবার হজমে সময় লাগে তাই খাওয়ার চাহিদাও কমে। বিভিন্ন ধরনের বাদাম, কিশমিশও এক্ষেত্রে উপকারী। এর সঙ্গে প্রচুর পরিমাণ তাজা শাকসবজি ও ফল খেতে হবে যা শরীরকে পরিশোধিত রাখবে। অতিরিক্ত তেলজাতীয় খাবার এড়িয়ে চলুন ঃ অনুষ্ঠান মানেই ঘি আর তেলে রান্না করা খাবারের সমাহার। তাই নিমন্ত্রন থেকে ছুটি পেলেই এ ধরনের ভারী খাবার থেকে নিজেকে দূরে রাখুন। ভারী খাবার খাওয়ার পরপরই ঘুমাতে যাবেন না। হালকা হাঁটাহাঁটি করুন এরপর ঘুমাতে যান। পরের তিন থেকে চার দিন ভেজিটেবল অয়েল, নারিকেল তেল, জলপাই তেল বা এধরনের হালকা তেলে তৈরি খাবার খাওয়ার চেষ্টা করুন। প্রচুর পরিমাণে জল পান করার পাশাপাশি ডাবের জল, তাজা ফলের রস এবং সবজির সুপ পান করুন। অ্যালকোহল থেকে দূরে থাকুন ঃ অ্যালকোহল শরীরের জন্য ক্ষতিকর তা নতুন করে বলার কিছু নেই। তাই অ্যালকোলজাতীয় পানীয় এড়িয়ে চলতে হবে। এ ধরনের পানীয় শরীর ডিহাইড্রেটেড করে ফেলে। তাই এক্ষেত্রে লেবুর শরবত, কমলা, আঙুর ইত্যাদি ভিটামিন সি যুক্ত ফল ও ফলের শরবত পান করতে হবে বেশি পরিমাণে। এতে যকৃত ও বৃক্ক পরিশোধিত হবে। এছাড়াও খাবারের তালিকায় কিছু ভেষজ ওষুধ যুক্ত করতে হবে। যেমন আদা, জিরা, ধনেজিরা-জল, লেবুজল ইত্যাদি উপাদান শরীরকে ভিতর থেকে পরিশোধিত রাখতে সাহায্য করবে।

সিদ্ধ ডিম আর সালাদ

সালাদে আস্ত সিদ্ধ ডিম যোগ করে সিলাদ থেকে ভিটামিক ই গ্রহণের পরিমাণ বৃদ্ধি করা সম্ভব। সম্প্রতি নতুন একটি গবেষণার ফলাফলে এমনই জানা গেছে। যুক্তরাষ্ট্রের ইন্ডিয়ানার পার্ডে ইউনিভার্সিটি ইন ওয়েস্ট লাফায়েট'য়ের জং ইয়ুন কিম বলেন, "আমরা দেখেছি, সালাদে তিনটি আস্ত ডিম মেশানোর মাধ্যমে ভিটামিন ই গ্রহণের পরিমাণ চার থেকে সাত ভাগ বৃদ্ধি পায়। আরও বলেন, "আমাদের গবেষণাটি আদর্শ। কারণ আমরা ভিটামিন ই শোষণের মাত্রা হিসেব করেছি প্রকৃত খাবারের উপর ভিত্তি করে, সাইপ্লমেন্ট নয়। যাতে ভিটামিন ই'য়ের অনেক বড় ডোজ থাকে। তেল, বীজ এবং বাদামজাতীয় খাবারে ভিটামিন ই পাওয়া যায়, যা শরীরে শোষিত হয় ডায়েটারী। ফ্যাটের সঙ্গে।

পুষ্টিগুণে ভরপুর ডিমে থাকে প্রচুর অ্যামিনো অ্যাসিড, আনস্যাচারেইটেড প্যাটি অ্যাসিড এবং ভিটামিন বি। আর থাকে সামান্য ভিটামিন ই। গবেষণায় বিষয়বস্তু ছিল ভিটামিন ই-যুক্ত খাবারের সহেগ ডিম মিশিয়ে কতটুকু ভিটামিন ই শরীরে গৃহীত হয়। ডায়েটারি ফ্যাট কম এমন খাবার থেকে ভিটামিন ই গ্রহণের পরিমাণ বাড়ানোর একটি উপায় জানিয়েছে এই গবেষণা। পাশাপাশি একটি খাবারের সঙ্গে আরেকটি খাবার মিশিয়ে খাওয়ার মাধ্যমে কীভাবে তাদের পুষ্টিগুণ বাড়ানো যায় তার উপরও জোর দিয়েছে গবেষণাটি। পার্ডে ইউনিভার্সিটির পুষ্টি বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ওয়েন ক্যাম্পাবোল বলেন, "খাবারে ডিম যোগ করার মাধ্যমে খাদ্যাভ্যাসকে এখন সহজেই আরও বেশি পুষ্টি করে তোলা যাবে। দ্য জার্নাল অফ নিউট্রিশন জার্নালে এই গবেষণা প্রকাশিত হয়।

ওভেনে মজাদার ভেজিটেবল সুপ

এই সুপ তৈরি করতে লাগবে মাত্র ১০ মিনিট।

উপকরণ ঃ গাজর (কেটে নেওয়া) আধা কাপ। পেঁপে আধা কাপ। ব্রকোলি আধা কাপ। মটরশুঁটি আধা কাপ। আদা কুচি ১ টেবিল চামচ।

পেঁয়াজকুচি আধা কাপ। চিনি ২ চা চামচ। লবণ স্বাদ মতো। কাঁচামরিচ ফালি ৩,৪টি। লেবুর রস ২ টেবিল চামচ। কর্নফ্লাওয়ার ২ চা চামচ। লেবু পাতা কুচি ১ চা চামচ। ডিম ১ টি।

পদ্ধতি ঃ সবজি পাতলা টুকরা করে কেটে নিন। পেঁয়াজ ও আদা খোসা ছাড়িয়ে ধুয়ে কুচি করে নিন। একটি ওভেনপ্রুফ বাটিতে পরিমাণ মতো জলে কাটা সবজি, পেঁয়াজ কুচি, আদা কুচি মিশিয়ে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে ওভেনে ৬ মিনিট রান্না করুন।

এখন বাটি বের করে তাতে কর্নফ্লাওয়ার, লবণ ও একটি ডিম ফেটে মিশিয়ে দিন। কাঁচামরিচ ফালি দিন। লেবুর রস ও লেবুপাতা কুচি দিয়ে ঢাকনা খুলে আর্য দুই মিনিট রান্না করে নামিয়ে ফেলুন। গরম গরম পরিবেশন করুন।

সব সময় সুন্দর থাকতে কি করনিয়

সংসার-সন্তান সামলানো সেই সঙ্গে চাকরি নলিমার দম ফেলার ফুসরত নেই। সারাদিন শুধু কাজ আ কাজ। নিজের বাড়তি যত্নের সময় পাওয়ার তো প্রশ্নই ওঠেনা। নীলামার মত এরকম অনেকেই অছেন যারা যান্ত্রিক শহরের ব্যস্ততার মধ্যে নিজেকে যেন হারিয়ে ফেলেছেন। কিন্তুব্রিতেতো ব্যস্ততার মাঝেও একটু সময় বের করা কিন্তু খুব কষ্টের নয়, চাই শধু নিজেকে সুন্দুর রাখার নামসিকতা। আর পার্লারে না যেতে চাইলে বা কেমিকেলের ওপর নির্ভর না করে প্রাকৃতিক উপাদানের ওপরই ছেড়ে দিতে পারি রূপচচর্চা পুরো দায়িত্ব। আর এই রূপচর্চার সামগ্রীগুলো পেয়ে যাবেন রান্নাঘর থেকেই।

ত্বকের উজ্জ্বলতা- কোড়ানো নারকেল থেকে দুধ বের করে নিন। এবার নারকেল দুধ তুলা দিয়ে ত্বকে লাগিয়ে ১৫ মিনিট রেখে দুয় নিন। নিয়মিত ব্যবহারে এটি ত্বক এবং ঠোঁটের কালো দাগ দর করে ত্বকের উজ্জবলতা বাড়াতে সাহায্য করে। ঝামেলা এড়াতে একদিন তৈরী করে মারকেল দুধ ফ্রিজে রেখে ৭ জনি পর্যন্ত ব্যবহার করতে পারনে।

ত্বক পরিস্কার ঃ জানেরর কি? পৃথিবীর সবছেয়ে ভালো ক্লিনিজিং-দুধ। ত্বকের ময়লা পরিস্কার করতে কাঁচা দুধেরজুড়ি নেই। দুধে তুলা ভিজিয়ে ত্বকে আলতো করে ম্যাসা করুন।

রবিবার রাজধানীতে আয়োজিত হয় বসে আঁকো প্রতিযোগীতা। ছবি- নিজস্ব।

বাংলাদেশের সব জেলাই ডেঙ্গু আক্রান্ত, বাড়ছে মৃতের সংখ্যা

ঢাকা, ৪ আগস্ট (হি.স.) : ডেঙ্গু গোটা বাংলাদেশকে গ্রাস করছে, এখন ৬৪ জেলার সব জেলা থেকেই ডেঙ্গু আক্রান্তের খবর আসছে। ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে পুলিশের অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক (আইজিপি) শাহাব উদ্দীন কোরেশীর স্ত্রী সৈয়দা আক্তার মারা গেছেন।রবিবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে রাজধানীর স্কয়ার হাসপাতালের আইসিইউতে তিনি মারা যান।

পুলিশ সদর দফতরের সহকারী মহাপরিদর্শক (মিডিয়া অ্যান্ড পিআর) মোহাম্মদ সোহেল রানা বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। জ্বরে আক্রান্ত হলে গত ৩০ জুলাই সৈয়দা আক্তারকে রাজারবাগ পুলিশ লাইন্স হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে রক্ত পরীক্ষায় তার ডেঙ্গু ধরা পড়ে। সেখান থেকে তাকে রাজধানীর স্কয়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সৈয়দার আগে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে রাজধানীর রাজারবাগ পুলিশ লাইনস হাসপাতালে কোহিনুর আক্তার নামে এক পুলিশ কর্মকর্তা মারা যান। তিনি পুলিশের বিশেষ শাখায় (এসবি) উপপরিদর্শক (এসআই) হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

খুলনায় ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে স্কুলছাত্রসহ দুইজনের মৃত্যু হয়েছে। এদের মধ্যে আজ সকাল সাড়ে ৬টার দিকে মোহাম্মদ মঞ্জুর শেখ নামে এক স্কুল শিক্ষার্থী খুলনার একটি বেসরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায়।

অপরদিকে, খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শনিবার রাত ১২টার দিকে মর্জিনা বেগম নামে এক বৃদ্ধার মৃত্যু হয়।

চাঁদপুরের মতলব দক্ষিণ উপজেলার খাদেরগাঁও ইউনিয়ন পরিষদের সংরক্ষিত মহিলা আসনের ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য লাভলী আক্তার গত শনিবার রাতে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ঢাকার একটি বেসরকারি হাসপাতালে মারা গেছেন।

সরকারি হিসেবে এ পর্যন্ত ডেঙ্গুতে ১৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। বেসরকারি হিসেবে মৃত্যুর সংখ্যা এর চারগুণ বলে গণমাধ্যমের খবরে বিভিন্ন সূত্র উদ্ধৃত করে বলা হচ্ছে। গত ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ১ হাজার ৮৭০ জন। এর মধ্যে রাজধানী ঢাকার বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ১,০৫৩ জন।

আর ঢাকার বাইরে ৮১৭ জন। ঢাকাসহ দেশের ৬৪ জেলায় ছড়িয়ে পড়েছে ডেঙ্গু। রাজধানী এবং জেলা-উপজেলার হাসপাতালগুলোতে প্রতিদিনই বাড়ছে এ রোগে আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা। এদিকে ঈদ উপলক্ষ্যে যারা ঢাকা ছাড়তে চান তাদের রক্ত পরীক্ষা করার পরামর্শ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা।

এদিকে, আওয়ামি লিগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, আগস্ট মাসে অপশক্তির তৎপরতা বেড়ে যায়। তাই এডিস মশা নিয়ে আমাদের ব্যস্ত রেখে যেন এই অপশক্তি কোনও ঘটনা ঘটাতে না পারে, সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। আজ রাজধানীর শান্তিনগরে ডেঙ্গু বিষয়ে সচেতনতা এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান শুরুর আগে তিনি এ কথা বলেন। আওয়ামি লিগ সাধারণ সম্পাদক দলের নেতাদের শোকাবহ আগস্টের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, আগস্ট মাস এলেই অশুভ শক্তির তৎপরতা বেড়ে যায়। ডেঙ্গু নিধনে আওয়ামি লিগ নেতাকর্মী ও সরকারের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা যখন ব্যস্ত, সে সুযোগ নিয়ে অশুভ শক্তি যেন দেশে কোনওভাবেই রক্তপাত ঘটাতে না পারে, সেদিকে সবাইকে লক্ষ রাখতে হবে।

ডেঙ্গু ও বন্যাকে ইস্যু করে সরব বিরোধীরা, ভাবনায় আওয়ামি লিগ

ঢাকা, ৪ আগস্ট (হি.স.) : ডেঙ্গু আর বন্যা-এ দুই ইস্যু নিয়ে ভাবনায় আওয়ামি লিগ। বিএনপিসহ বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো এসব নিয়ে সোচ্চার হয়ে উঠেছে। সরকার ও আওয়ামি লিগ বিরোধী প্রচারণা চালাচ্ছে। রাজনৈতিক কোন ইস্যু না থাকলেও এই দুই বিষয়কে তারা ইস্যু বানাতে চাচ্ছে বলে মনে করছে আওয়ামি লিগ। লিগ নেতারা বলেছেন, ডেঙ্গু ও বন্যা নিয়ে মানুষ ভোগান্তির মধ্যে আছে। সরকারের পক্ষ থেকে পরিস্থিতি উত্তরণের সর্বোচ্চ চেষ্টা চালানো হচ্ছে। দলের নেতারাও ঘরে বসে নেই।

কিন্তু বিএনপিসহ কয়েকটি রাজনৈতিক দল এ নিয়ে জনমনে বিভ্রান্তি তৈরি করছে। সরকারের আন্তরিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে। স্বাস্থ্যমন্ত্রীসহ দুই মেয়রের পদত্যাগ দাবি করছে। আওয়ামি লিগের নেতৃত্বাধীন ১৪ দলের শরিকদের মধ্যেও মন্ত্রী-মেয়রদের সম্পর্কে ব্যাপক অসন্তোষ তৈরি হয়েছে। মহাজোটের অংশ, বিরোধী দল জাতীয় পার্টিও সরকারের ব্যর্থতার কথা বলছে।

আওয়ামি লিগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আবদুর রহমান বলেন, আমাদের সামনে এখন চিন্তার বিষয় ডেঙ্গু ও বন্যা সামাল দেওয়া। সরকারের পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে দলের নেতা-কর্মীরা ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করছে। তবুও জনগণের এ দুর্দশার সুযোগ নিচ্ছে বিএনপিসহ আরও কয়েকটি রাজনৈতিক দল। তারা জনগণের পাশে না দাঁড়িয়ে রাজনৈতিক ইস্যু বানানোর চেষ্টা করছে। তিনি বলেন, বিএনপি বরাবরই জনবিচ্ছিন্ন রাজনৈতিক চর্চা করে এসেছে। জনমনে ভীতির সঞ্চার করে তারা রাজনৈতিক ফায়দা লুটতে চায়। এবারও একই চেষ্টা করছে। আমরা তাদের এ ধরনের উদ্দেশ্যকে রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করবো। আওয়ামি লিগের সভাপতিম-লীর সদস্য মোহাম্মদ নাসিম বিএনপিকে ডেঙ্গু নিয়ে রাজনীতি না করার অনুরোধ জানিয়েছেন। তিনি বলেন, ডেঙ্গু মশা তো দেখে-শুনে কামড়ায় না, সবাইকেই কামড়ায়। তাই বিএনপিকে অনুরোধ করবো, রাজনীতি করেন কিন্তু ডেঙ্গু নিয়ে রাজনীতি করবেন না। বিএনপিকে উদ্দেশ্য করে মোহাম্মদ নাসিম বলেন,আপনারা সভা-সমাবেশ বাদ দিয়ে মাঠে নেমেছেন, ভালো কথা। কাজ করুন, মানুষের সাহায্য হোক, তা আমরা চাই। তিনি বলেন,আমরা তো কাজ করছি। মেয়র, মন্ত্রী সবাই কাজ করছি। এমনকি প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত চিকিৎসাধীন অবস্থায় থেকেও পরামর্শ দিচ্ছেন। তাই এসব নিয়ে রাজনীতি না করে ডেঙ্গু মুক্ত করার জন্য সরকারকে সাহায্য করুন, এটা আমরা চাই।

এদিকে, আওয়ামি লিগের পক্ষ থেকে ডেঙ্গু প্রতিরোধে সারাদেশে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান কর্মসূচি চালানো হচ্ছে। দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে আমরা বাংলাদেশ আওয়ামি লিগ ভয়ঙ্কর ডেঙ্গু মশার বিস্তার রোধকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছি। শেখ হাসিনার নির্দেশ পরিচ্ছন্ন ডেঙ্গুমুক্ত বাংলাদেশ। আমরা সেটি সফল করার জন্য কাজ করছি। আমরা ভাষণে বিশ্বাস করি না। আমাদের নেতাকর্মীরা ঢাকা সিটির প্রত্যেক ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশ নিচ্ছেন। এ কর্মসূচির মূল প্রতিপাদ্য সচেতনতামূলক।

এর আগে ২৯ শে জুলাই বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগির সংবাদ সম্মেলন করে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক, ঢাকা উত্তর সিটি মেয়র আতিকুল ইসলাম ও দক্ষিণ সিটি মেয়র সাঈদ খোকনের পদত্যাগ দাবি করেন। দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য ড় খন্দকার মোশাররফ হোসেন বলেন, যথাসময়ে পদক্ষেপ না নেয়ায় বন্যা ও ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে সরকার ব্যর্থ হয়েছে। বন্যার আগেই ভারতের সঙ্গে কথা বলে বাংলাদেশের উজানের গেইটগুলো নিয়ন্ত্রণ করা যেত। কিন্তু সরকার তা করতে পারেনি। বিএনপির এ ধরনের দাবিকে অযৌক্তিক বলে মন্তব্য করেন আওয়ামি লিগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের। তিনি বলেন,বিএনপি নির্বাচনে ব্যর্থ, আন্দোলনে ব্যর্থ। অন্যের ব্যর্থতা নিয়ে কথা বলার আগে বিএনপির নেতাদের পদত্যাগ করা উচিৎ। তিনি বলেন,আমরা বার বার বলছি আমরা এটা নিয়ে উদ্বিগ্ন। প্রধানমন্ত্রী উদ্বিগ্ন, তিনি লন্ডনে চিকিৎসায় আছেন। তারপরও তিনি প্রতিনিয়ত আমাদের সঙ্গে কথা বলছেন,নির্দেশনা নিচ্ছেন। ডেঙ্গুর মধ্যেই স্বাস্থ্যমন্ত্রীর বিদেশে থাকা নিয়ে তিনি বলেন,স্বাস্থ্যমন্ত্রী বিদেশে থাকলেও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের কাজ থেমে থাকেনি। এখন মোবাইল ফোনেও নির্দেশনা দেয়া যায়। তিনি জরুরি কাজে বিদেশে যেতে পারেন, বিনা অনুমতিতে তিনি যাননি।

ভিন রাজ্যের শ্রমিক মজুরি চাওয়ায় চোর অপবাদে ব্যাপক মারধরের অভিযোগ

সাঁইথিয়া, ৪ আগস্ট (হি.স.) : ভিন রাজ্যে কাজ করতে গিয়ে বাড়ি ফেরার সময় মজুরি চাওয়ায় চোর অপবাদ দিয়ে হাত বেঁধে ব্যাপক মারধর করা হল এক শ্রমিককে। সেই মারধরের ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হতেই চাঞ্চল্য এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূমের সাঁইথিয়া থানার ফুলুর গ্রাম পঞ্চায়েতের লহাট গ্রামে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ল হাট গ্রামের দুই ঠিকাদার ব্যক্তি সামাদ শেখ রাজেশ শেখ ওই গ্রামের ১৪ জন যুবককে হায়দ্রাবাদে কাজ করতে নিয়ে যান। দিন কয়েক আগে এক ঠিকাদার রাজেশ সহ ১০ জন শ্রমিক ফিরে চলে এলেও চারজন সেখান থেকে যায়। তাদের মধ্যে ছিলেন রেজাউল শেখ। রেজাউল-এর পরিবারের অভিযোগ, বাড়ি ফেরার জন্য টাকা চাওয়া তার চুরির অপবাদ দিয়ে মারধর করেছে তাকে। অন্যদিকে ঠিকাদার রাজেশের দাবি সুটকেস থেকে টাকা চুরি করেছিল রেজাউল সেই জন্যই তাকে সামাদ মারধর করেছে।

রেজাউলের কাকা নজরুল শেখ জানান, বাড়ি ফেরার জন্য টাকা চেয়েছিল সেই জন্যই সামাদ ওকে চুরির অপবাদ দিয়ে মারধর করেছে। অন্যদিকে দিকে রাজেশ শেখ জানান, ভিডিওটি দেখার পর সামাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম। নগদ ২৬০০ টাকা সুটকেস থেকে রেজাউল চুরি করেছিল বলে ও মারধর করেছে। আমি সকল কে বাড়ি ফিরে আসতে বলেছি।

সাঁইথিয়া থানার ওসির নীলোৎপল মিশ্র বলেন, ঘটনার কোন অভিযোগ দায়ের হয়নি। লিখিত অভিযোগ পেলে বিষয়টির পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

শিশু শিক্ষা সমিতির প্রান্ত শারীরিক শিবির সম্পন্ন

গুয়াহাটি, ৪ আগস্ট (হি.স.) : গুয়াহাটির চন্দ্রপুর হাজোংবড়িতে বিদ্যা ভারতীর শিক্ষাপ্রকল্পে অনুষ্ঠিত শিশু শিক্ষা সমিতির প্রান্ত শারীরিক প্রশিক্ষণ বর্গ (শিবির)-এর সামাপ্তি ঘটেছে। শারীরিক প্রশিক্ষণ বর্গে শিশু শিক্ষা সমিতির অন্তর্গত অসমের বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থিত শংকরদেব শিশু বিদ্যানিকেতনের ২৪ জন শারীরিক বিষয়ক আচার্য-আচার্যা অংশগ্রহণ করেছিলেন।

আজ বর্গের সমারোপ অনুষ্ঠানে শিশু শিক্ষা সমিতি, অসমের সম্পাদক কুলেন্দ্র কুমার ভাগবতী নির্দিষ্ট বক্তা হিসেবে ভাষণ

ছয়ের পাতায়

আন্তর্জাতিক মানবতা আইন লঙ্ঘন করছে দিল্লি, টুইটে অভিযোগ তুললেন পাক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান

ইসলামাবাদ, ৪ আগস্ট (হি.স.) : পাকিস্তানের সীমান্ত রেখা পেরিয়ে পাকিস্তানের বর্ডার অ্যাকশন টিমের হত চার সদস্যদের দেহগুলি পাকিস্তান সরকারকে ফেরত নিয়ে যেতে বলেছে ভারত। সাদা পতাকা দেখিয়ে দেহ নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব পাকিস্তানকে দেওয়া হয়েছে। এরপরই উলটো সুর শোনা গেল পাক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের গলায়। নিজেদের দিক থেকে তির ভারতের দিকে ঘুরিয়ে দিয়ে তাঁর অভিযোগ, আন্তর্জাতিক মানবতা আইন ভঙ্গ করছে দিল্লি।

রবিবার টুইটে ইমরান লিখেছেন, "সীমান্ত রেখাতে নিরপরাধ মানুষের উপর ভারতের হামলার তীব্র নিন্দা করছি। তারা আন্তর্জাতিক মানবতা আইন লঙ্ঘন করছে এবং কিছু অস্ত্রের উপর ১৯৮৩ সালের কনভেনশনে নিজেদের প্রতিশ্রুতি থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। শান্তি ও নিরাপত্তার প্রতি এই আন্তর্জাতিক হুমকির বিষয়টি খতিয়ে দেখুক রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদ।" এখানেই না-থেমে ফের কাশ্মীর সমস্যা সমাধানে তৃতীয় পক্ষের মধ্যস্থতার ইস্যু জাগিয়ে তুলেছেন ইমরান। টুইটে তিনি লিখেছেন, "রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প কাশ্মীর নিয়ে মধ্যস্থতা করতে চেয়েছিলেন। এখনই তা করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। কারণ সেখানে পরিস্থিতি ক্রমে খারাপ হচ্ছে। নিয়ণ রেখা বরাবর ভারতীয় বাহিনী নয়া আগ্রাসী মনোভাব নিয়েছে।"

উল্লেখ্য, অনুপ্রবেশের চেষ্টা করে ভারতীয় সেনার হাতে নিহত পাক বর্ডার অ্যাকশন ব্যাটালিয়নের (ব্যাট) পাঁচ সদস্যের দেহ ফেরানোর কথা বলে নয়াদিল্লি যে ইসলামবাদকে কৌশলগত ভাবে বেশ চাপে ফেলে দিয়েছে, পাক প্রধানমন্ত্রীর পর পর টুইটে সেটাই ফুটে উঠেছে বলে মনে করছে কূটনৈতিক মহল।

মদ্যপ অবস্থায় নৌকা উলটে গঙ্গায় নিখোঁজ দুই বন্ধু, মৃত এক, ধৃত আরও তিন বন্ধু

বারাকপুর, ৪ আগস্ট (হি.স.) : গঙ্গায় তলিয়ে নিখোঁজ হল তিন বন্ধু। রবিবার বারাকপুর মঙ্গল পান্ডে ঘাটে ঘটনাটি ঘটে। নিখোঁজ যুবকদের নাম অমিত বাল্মীকি, বিপিন পাসোয়ান, কমল ঘোষ। তার মধ্যে বিপিন পাসোয়ানের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। জানা গেছে, মদ্যপ অবস্থায় ছয় বন্ধু গঙ্গায় নৌকায় চড়তে মাঝ গঙ্গায় যায়। সেখানেই নৌকা উলটে গেলে তিনজন পাড়ে এলেও, তলিয়ে যায় বাকি তিনজন। জানা গিয়েছে, ছয় বন্ধু গঙ্গার পাড়ে বসে মদ্যপান করছিল। পরে একটি নৌকা দেখতে পেয়ে তাতে চেপে মাঝ গঙ্গায় চলে যায় তিনজনই। নৌকা উলটে গেলে তিন জন সাঁতার কেটে পাড়ে পৌঁছায়। মহম্মদ জ্যাকি (শাহবাজ) , রাজু দাস (কাল্লু) ও বিশ্বজিৎ ভৌমিক নামে তিন যুবক সাঁতার কেটে টিটাগড় ওয়াগন জাহাজ কারখানার ঘাটে ওঠে। সেখানে তাদের চোর সন্দেহে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। তখনই পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে উঠে আসে আসল ঘটনা। গঙ্গায় তলিয়ে যাওয়া তিন যুবকের পরিবারের বক্তব্য, শুক্রবার কাউকে কিছু না জানিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় অমিত, বিপিন ও কমল। গতকাল পর্যন্ত বহু খোঁজাখুঁজি করার পরেও কোন খোঁজ মেলেনি। গঙ্গায় তিন যুবকের নিখোঁজ হওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়তেই নিখোঁজদের পরিবারের সদস্যরা ছবি নিয়ে টিটাগড় থানায় আসে। তখন বিষয়টি তারা জানতে পারে। পুলিশের কাছে ওই তিন পরিবার অভিযোগ করে, জ্যাকি, রাজু, বিশ্বজিৎদের তারা চেনে না। এরপরই এই তিনজনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ দায়ের করা হয় পুলিশের কাছে। এই ঘটনার পিছনে এই তিনজনের হাত রয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে তিনজনকে গ্রেফতার করে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ।

এবার সফল পরীক্ষা হল কুইক রিঅ্যাকশন সারফেস টু এয়ার মিসাইল

ভুবনেশ্বর, ৪ আগস্ট (হি.স.) : প্রযুক্তি ক্ষেত্রে ফের সাফল্য পেল ভারত ঊ এবার সফল পরীক্ষা হল কুইক রিঅ্যাকশন সারফেস টু এয়ার মিসাইল (কিউআরএসএএম) —এর ঊ রবিবার ওডিশার চাঁদিপুরের ইন্টিগ্রেটেড টেস্ট রেঞ্জে এই মিসাইলের সফল পরীক্ষা করা হয়। কিউআরএসএএম মূলত ভূমি থেকে আকাশ রেঞ্জের মিসাইল। আজ বেলা ১১টা নাগাদ ওডিশার চাঁদিপুরের ইন্টিগ্রেটেড টেস্ট রেঞ্জের ৩ নম্বর কমপ্লেক্সে মোবাইল ট্রাক বেসড লঞ্চ ইউনিট থেকে পরীক্ষা চলে কুইক রিঅ্যাকশন সারফেস টু এয়ার মিসাইল (কিউআরএসএএম) —এর। ডিফেন্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন বা ডিআরডিও-র তৈরী এই মিসাইলটির সফল পরীক্ষার ফলে প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে শক্তি বাড়াল ভারতের । এই পরীক্ষার পর ডিআরডিও-র তরফে জানানো হয়, নির্দিষ্ট লক্ষ্যেই আঘাত হেনেছে এই মিসাইল। এতে এক বিশেষ ধরণের বৈদ্যুতিক সেন্সর বসানো রয়েছে, যার মাধ্যমে শত্রুপক্ষের র‍্যাডারেও ধরা পড়বে না তা। সহজেই নিজেদের এলাকা থেকে শত্রুপক্ষের ডেরায় আঘাত হানতে সক্ষম হবে এই কুইক রিঅ্যাকশন সারফেস টু এয়ার মিসাইল। ডিআরডিও-র তরফে আরও জানানো হয়েছে, এই মিসাইল ২৫ থেকে ৩০ কিলোমিটার দূরে আঘাত হানতে সক্ষম। অর্থাৎ, এর রেঞ্জ অনেক বেশি। এই মিসাইল ভারতীয় সেনার হাতে চলে আসায় সেনার শক্তি যে আরও বাড়ল, তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। অবশ্য এই প্রথম নয়, ২০১৭ সালের ৪ জুন প্রথমবার এই কুইক রিঅ্যাকশন সারফেস টু এয়ার মিসাইলের পরীক্ষা করে ভারত। জানানো হয়েছে, আগের বারের থেকে প্রযুক্তিগত দিক থেকে আরও শক্তিশালী বানানো হয়েছে এই মিসাইলকে।

'টক টু মেয়র'-এ আসা সমস্যার সমাধান কতটা, খোঁজ নিলেন খোদ মেয়র

কলকাতা, ৪ আগস্ট (হি.স.): গত সপ্তাহে 'টক টু মেয়র'-এ ফোন করে পানীয় জলের সমস্যার কথা জানিয়েছিলেন বেহালার বাসিন্দা আবুল হায়ারঊ ২৪ ঘন্টার মধ্যে সেই সমস্যার সমাধান তো হয়েছেই উপরন্তু রবিবার মেয়র নিজে গিয়ে দেখে এলেন সেই সমস্যা আদৌ মিটেছে কিনা, মিটলেও কতটা মিটেছেঊ

রবিবার সকালে ডিজি ওয়াটার, কঠিন বর্জ্য দফতরের আধিকারিকদের নিয়ে বেহালায় একটি পুকুর পরিদর্শনে যানঊ তিনি নির্দেশ দেন ওই পুকুরের পলি তুলে ফেলে চারপাশ বাঁধিয়ে দেওয়া হবেঊপাশাপাশি মেয়র জানান, শহরের জলাশয়গুলির জল সংরক্ষণ করা হবে এবার থেকেঊ মুখ্যমন্ত্রীর "জল ধরো জল ভরো" প্রকল্পকে অনুসরণ করে এই কাজ করা হবেঊ এছাড়াও পুরসভায় একটি কমিটি

ছয়ের পাতায়

রবিবার রাজধানীতে আয়োজিত হয় খুটি পূজা। ছবি- নিজস্ব।

'দিদিকে বলো' কর্মসূচি মানুষকে আরও হতাশ করবে :সুব্রত

কলকাতা, ৪ আগস্ট (হি.স): 'দিদিকে বলো' কর্মসূচি মানুষকে আরও হতাশ করবে বলে মনে করেন রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়। একডালিয়া এভারগ্রিনে খুঁটিপুজোয় অংশ নিয়ে রবিবার তিনি বলেন, মানুষ যখন 'দিদিকে বলো'তে ফোন করে মমতাকে পাবে না তখন আরও হতাশ হবে।

একডালিয়া এভারগ্রিন সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের পুজো বলেই পরিচিত। এদিন খুঁটিপুজো অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যুৎমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ও। এদিন একডালিয়া এভারগ্রিনের খুঁটিপুজোয় ঢাক বাজাতে দেখা যায় শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়কে। অন্যদিকে সুব্রত মুখোপাধ্যায়কে দেখা যায় ফুল বেলপাতা সহ মনযোগ সহকারে পুজো দিতে। খুঁটিপুজো অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যও। সুব্রত মুখোপাধ্যায় বলেন, বিজেপি চাইলেও পশ্চিমবঙ্গের পুজোকে দখল করতে পারবে না।

লোকসভা ভোটে বাংলায় তৃণমূলকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে ১৮ আসন ছিনিয়ে নিয়েছে বিজেপি শিবির। লোকসভা ভোটের ফল বেরনোর পর থেকেই এরপর শুরু হয়ে যায় ব্যাপক হারে দলবদলের পালা। দলে দলে তৃণমূল কর্মী, নেতারা বিজেপিতে নাম লেখাতে শুরু করে। দলবদলের জেরে বেশ কয়েকটি পুরসভা হাতছাড়া হয় তৃণমূলের। যদিও পরে আবার দলত্যাগী সেইসব তৃণমূল নেতা, কর্মীদের অনেকেই "ঘর ওপসি" করেন। পুরসভা পুনরুদ্ধার করে তৃণমূল।

এদিন খুঁটিপুজোয় অংশ নিয়ে সেই বিষয়কে উল্লেখ করেই বিজেপিকে নিশানা করেন সুব্রত মুখোপাধ্যায়। বলেন, 'আগে এই বছরটা ওরা আমাদের কাছে ট্রেনিং নিক। ওরা পঞ্চায়েত, এমএলএ যে স্টাইলে দখল করছে, সেই স্টাইলে পুজো দখল করতে চাইছে। এভাবে হয় না। বিজেপি চাইলেও এরাজ্যের পুজো দখল করতে পারবে না'। একই সুর শোনা যায় শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের কথাতেও। হুঁশিয়ারি দেন, 'এরাজ্যে পুজোয় ওভাবে কবজা করা যায় না। পুজো কবজা করতে এলে মুখ থুবড়ে পড়তে হবে বিজেপিকে'। সুব্রতবাবুর সুরেই বিজেপির পশ্চিমবঙ্গ দখলের চেষ্টাকে কটাক্ষ করেছেন বিদ্যুত মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ও। এই প্রসঙ্গে রাজ্য বিজেপির সাধারন সম্পাদক সায়ান্তন বসু বলেন, আমরা কোনও কিছু দখল করার মধ্যে নেই। আমরা হিন্দুদের যে কোনও অনুষ্ঠানে থাকতে চাই। আসলে ওরা নতুন যুগের সঙ্গে তাল মেলাতে পারছেন না।

এবার একই ফ্রেমে অর্পিতা-স্বস্তিকা

কলকাতা,৪ আগস্ট (হি.স.):এবার বড়পর্দার একই ফ্রেমে দর্শক দেখতে পাবেন অর্পিতা চট্টোপাধ্যায় ও স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়কে।পরিচালক অর্জুন দত্তর হাত ধরেই এবার একই ফ্রেমে অর্পিতা- স্বস্তিকাউপরিচালক অর্জুনের নতুন ছবি এগোবে সম্পর্কের টানাপোড়েনের গল্প নিয়ে। তিন নারীকে কেন্দ্র করে এগোবে ছবির গল্পউতিনজনের সকলের জীবনে আলাদা ক্রাইসিস। কিন্তু কোথাও গিয়ে একটা পয়েন্টে এসে তাঁদের তিনজনের একটা মিল আছে । ছবির তিন প্রধান চরিত্রের নাম হল— শ্রীরূপা, রেণু আর ডলি। এদের জীবন, স্ট্রাগল, আনন্দ-বেদনা নিয়েই গল্প এগোবেউতবে,ছবির নাম এখনো ঠিক হয়নিউছবির প্রসঙ্গে পরিচালক অর্জুন বলেন, 'এই ছবিতে তিন নারীকে দেখা যাবেউছবিতেও তিন নারীর একজন হলেন অর্পিতা চট্টোপাধ্যায়। অন্যজন দেবযানী চট্টোপাধ্যায়উআরেক জন স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়উআশা করছি ছবিটা দর্শকদের ভালো লাগবে'

তৃণমূলের ১০ জন কাউন্সিলরকে প্রায় ১০ দিন ধরে নজরবন্দি

বালুরঘাট, ৪ আগস্ট (হি.স): আগামীকাল সোমবার গঙ্গারামপুর পৌরসভায় অনাস্থা ভোট । বিজেপির কাছে গঙ্গারামপুর পৌরসভা হারানোর ভয়ে তৃণমূলের ১০ জন কাউন্সিলরকে প্রায় ১০ দিন ধরে বালুরঘাটের রঘুনাথপুর এলাকার একটি বেসরকারি হোটেলে নজরবন্দি করে রাখা হয়েছে। হোটেলের সামনে ২৪ ঘণ্টার জন্য মোতায়েন রয়েছে পুলিশ ।

কলকাতা হাইকোর্ট গঙ্গারামপুর পৌরসভার ১৮ জন কাউন্সিলরের নিরাপত্তার জন্য দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পুলিশ প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছিল । সেখানে ১০ জনকে নিরাপত্তা দেওয়ার নামে নজরবন্দী করে রাখা হয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছেন চেয়ারম্যান প্রশান্ত মিত্র। যদিও গঙ্গারামপুর পৌরসভার প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান অমলেন্দু সরকার সাফ জানিয়েছেন, তাঁর কাউন্সিলরদের কোথায় রাখা হবে সেটা তাঁদের ব্যাপার। চলতি বছর ২৪ জুন তৃণমূল নেতা বিপ্লব মিত্র বিজেপিতে যোগ দেন । এরপরই গঙ্গারামপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান প্রশান্ত মিত্রের বিরুদ্ধে অনাস্থা আনেন ১০ জন কাউন্সিলর। ২৫ তারিখ প্রশান্ত মিত্র ও তাঁর ভাই চিরঞ্জীব মিত্রকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়। এদিকে অনাস্থা আনার কিছুদিনের মধ্যেই পৌর আইনের বলে প্রশান্তবাবু তৎকালীন ভাইস চেয়ারম্যান অমলেন্দু সরকারকে সংশ্লিষ্ট পদ থেকে অপসারণ করেন। নতুন ভাইস চেয়ারম্যান পদে তুলসীপ্রসাদ চৌধুরিকে বসান। পাশাপাশি গঙ্গারামপুর পৌরসভার বর্তমান ভাইস চেয়ারম্যান হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। যার ফলে গত ২৩ জুলাই তলবি সভার উপর স্থগিতাদেশ দেয় হাইকোর্ট। চলতি মাসে ৫ তারিখ অনাস্থা সংক্রান্ত বৈঠকের কথা বলা হয়।

অনাস্থা প্রস্তাব আনার পর থেকেই অর্পিতা ঘোষ ঘনিষ্ঠ গঙ্গারামপুর পৌরসভার ১০ তৃণমূল কাউন্সিলরকে কলকাতা সহ বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে ঘোরা হয়। গতমাসের ২৬ তারিখ ওই ১০ জনকে জেলায় ফেরত আনা হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে দাবি করে তাঁরা জেলাশাসকের সঙ্গে দেখা করেন। এদিকে ওই দিন থেকেই ওই কাউন্সিলরদের বালুরঘাটের একটি বেসরকারি হোটেলে রাখা হয় । সারাক্ষণের জন্য হোটেলের চারপাশে মোতায়েন রয়েছে পুলিশ ।

এবিষয়ে প্রশান্ত মিত্রের বক্তব্য, অনাস্থা আনার পর থেকেই ওই কাউন্সিলরদের বিভিন্ন জায়গায় রাখা হচ্ছে। যাতে তাঁরা কোনওভাবে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ না রাখতে পারেন । এখন তাঁদের বালুরঘাটের একটি হোটেলে নজরবন্দী করে রাখা হয়েছে। যেখানে ২৪ ঘণ্টার জন্য মোতায়েন রয়েছে পুলিশ। হাইকোর্ট নির্দেশ দিয়েছিল ১৮ জনের নিরাপত্তা দিতে হবে । কিন্তু দেখা যাচ্ছে মাত্র ১০ জনকে নিরাপত্তা দেওয়ার নামে নজরদারির মধ্যে রাখা হয়েছে।

মহাসচিব মির্জা ফখরুল

তিনের পাতার পর

এই ধরনের কথা একজন মন্ত্রীর মুখ থেকে শুনতে হয় আমাদের।এই পরিস্থিতির মধ্যে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর বিদেশ সফর সম্পর্কে তিনি বলেন, পত্র-পত্রিকায় এসেছে, উনি ব্যক্তিগত কাজে গিয়েছেন। ফিরে আসার পরে বলছেন, তিনি জানেন না, ডেঙ্গু রোগে কতজন মারা গেছেন। বলছেন, ১৫০০ থেকে ১৭০০ আক্রান্ত হয়েছে।মশা মারতে নতুন ওষুধ আমদানির উদ্যোগ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, একটা খবর হচ্ছে মশার ওষুধ নেই। আরেকটা হচ্ছে, মশার ওষুধ কাজ করছে না। করবে কী করে? যে দুর্নীতি তারা করে, তাতে তো মশার ওষুধ কাজ করার কথা না। এখন নতুন ওষুধ আনবে, সেখানে আরও দুর্নীতি হবে। মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন,যে দুটো ওষুধ আনা হচ্ছে, সেগুলো থাইল্যান্ডে নিষিদ্ধ। আর যে দুটো আনা হবে, সেগুলোর কার্যকারিতা সম্পর্কে তারা কিছু জানেন না। তারা আমদানি করছে কলকাতার ডেপুটি মেয়রকে, তাদের কনসালটেন্ট হিসেবে।

অনুষ্ঠানে ড্যাবের আহ্বায়ক ডা. হারুন আল রশীদের সভাপতিত্বে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন, বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন, ড্যাবের সহ-সভাপতি আব্দুস সালাম, বিএনপির সহ-তথ্য ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক কাদের গণি চৌধুরী প্রমুখ।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

টেক্সাসের শপিংমলে বন্দুকবাজের হামলা, নিহত ২০

টেক্সাস, ৪ আগস্ট (হি.স.) : শপিং মলে বন্দুকবাজের হামলা। নিহত ২০। গুরুতর জখম ২৬। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে আমেরিকার টেক্সাস রাজ্যের এল প্যাসো শহরের একটি শপিং মলে।

শনিবার স্থানীয় সময় সকাল ১০ নাগাদ স্বয়ংক্রিয় একে ৪৭ রাইফেল হাতে এল প্যাসোর চার মাস পুরনো সিয়েলো ভিসটা মলে ঢুকে বেপরোয়া ভাবে অবিরাম ধারায় গুলিবর্ষণ করতে থাকে এক বন্দুকবাজ। মলের মধ্যে থাকা ওয়ালমার্ট স্টোরে ঢুকেও গুলি চালায় সে। ঘটনাস্থলে পুলিশ ওই বন্দুকবাজকে নিরস্ত্র করে নিজেদের হেফাজতে নিতে সক্ষম হয়। আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা ২০ জনকে মৃত বলে ঘোষণা করেছে। আহতদের মধ্যে অনেকের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানিয়েছে চিকিৎসকেরা।

ইতিমধ্যে তদন্ত কাজ শুরু করে দিয়েছি পুলিশ। খতিয়ে দেখা হচ্ছে সিসিটিভি ফুটেজ। প্রশাসনের তরফে জানা বছর প্যাট্রিক ক্রুসিয়াস নামে ওই দুষ্কৃতির বাড়ি ডালাসের অ্যালেনের। কালো টি-শার্ট পরে ও হাতে একে৪৭ নিয়ে শপিংমলের ভেতর ঢুকে ছিল ওই আততায়ী। মৃতদেহগুলিকে ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এল প্যাসোর পুলিশ অধিকর্তা জানিয়েছেন, দৃশ্যগুলি ভয়াবহ ছিল। কি কারণ এই গুলি চালানোর ঘটনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তবে প্রাথমিক তদন্তের পর জানা গিয়েছে প্যাট্রিক ক্রুসিয়াস অভিবাসন নীতি বিরুদ্ধাচরণ করে দীর্ঘদিন ধরে সোশ্যাল মিডিয়ায় সরব হয়েছিল। ধৃতের কাছ থেকে লিফলেটও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রীর

● প্রথম পাতার পর

ভাষণ দেন ক্লাবের সম্পাদক মণিশংকর দাস। স্থানীয় শিল্পীরা উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুরনিগমের পারিষদ মায়ারাণী সাহা, সমাজসেবী দীপক কর ও সদর মহকুমা শাসক অসীম সাহা। অনুষ্ঠান শেষে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব অসীম দত্ত ও তার ীর হাতে বিবাহ নিবন্ধীকরণের সার্টিফিকেট তুলে দেন।

আবদুল হামিদ

তিনের পাতার পর

ছিলেন।অক্টোবরে ভারত সফর করবেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

মনির হোসেন,ঢাকা,আগষ্ট ০৪।।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামী অক্টোবর মাসে ভারত সফর করবেন বলে আশা করা হচ্ছে। চলতি বছরের গোড়ার দিকে টানা তৃতীয় মেয়াদে সরকার গঠনের পর এটা হবে তাঁর প্রথম নয়াদিল্লী সফর। পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড় এ কে মোমেন রোববার এখানে এ কথা জানান।

রোববার সন্ধ্যায় তিনি মিডিয়াকে বলেন,অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে এই সফর অনুষ্ঠিত হবে বলে আমরা আশা করছি। এ মাসের শেষ দিকে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের ঢাকা সফরের পর আমরা তারিখ ও বিষয়সূচি ঠিক করবো।মোমেন বলেন, ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী দু'দিনের সফরে ২০ আগস্ট ঢাকা পৌঁছার কথা এবং ঢাকা ও নয়াদিল্লী এই সফরের বিষয়ে ইতোমধ্যে কিছু প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছে।দুই প্রধানমন্ত্রীর বৈঠকের বিষয়সূচি সম্পর্কিত এক প্রশ্নের জবাবে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, দু'দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ৫৪টি নদী বিশেষ করে তিস্তা নদীর পানি বণ্টনসহ সকল দ্বিপক্ষীয় ও আঞ্চলিক ইস্যু সম্বলিত বিষয়সূচি প্রস্তুত করবে।

তিনি বলেন,আমরা নীতিগতভাবে (তিস্তা চুক্তি করতে) সম্মত হয়েছি। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের বিরোধিতার কারণে বিলম্ব হচ্ছে।ড় মোমেন আরো বলেন, ঢাকা এই চুক্তির ব্যাপারে সবসময় আশাবাদী হলেও একই সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের সঙ্গে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের একটা সমঝোতা না হওয়া পর্যন্ত এ বিষয়ে বিলম্ব হওয়ার আশংকা রয়েছে।তিনি বলেন, এই শীর্ষ বৈঠকে রোহিঙ্গা সংকট নিয়েও আলোচনা হতে পারে। কারণ নয়াদিল্লী এখন মনে করে শিগগিরই রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসন শুরু হওয়া উচিত।পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন,আমার দৃঢ় বিশ্বাস, শিগগিরই এই প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া শুরু হবে। তিনি আরো বলেন, ভারত, চীন ও জাপানসহ মিয়ানমারের বড় বড় মিত্ররা বাংলাদেশের প্রতি তাদের ইতিবাচক সমর্থন জানিয়েছে।

শতাধিক শ্রমিকের

আটের পাতার পর

আমি গত ছয় মাস ধরে কাজ করছি। তাদের সুখ, দঃখের শরিক হিসবে কাজ করি।দিদির ব্যানার, তৃণমূল কংগ্রেসের ব্যানার টাঙিয়ে আবেদন জানাবার জন্য দিদির ফোন নম্বরে ফোন করেছে,তাদের অভিযোগ জানাচ্ছেন।আমরা এই বিষয় নিয়ে প্রশাসনের সর্বস্তরে জানিয়েছি। আমরা সুবিচার চাই। এদের ন্যায্য বেতনের যে দাবি তা দিদির কানে পৌছালেই কাজ হবেই এটা আমরা বিশ্বাস।"

তৃণমূল কংগ্রেস

আটের পাতার পর

সহায়তা কেন্দ্রে ছিল পর্যাপ্ত জলের ব্যবস্থাও ছিল জানিয়েছেন তৃণমূল নেতৃত্ব।শহর যুব তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ঝাড়্গ্রাম শহর যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অজিত মাহাতো, শহর সাধারণ সম্পাদক উজ্জ্বল পাত্র, তৃণমূল জেলা নেতা প্রসুন ষড়ঙ্গী, দুর্গেশ মল্লদেব সহ প্রমুখ

নিষিদ্ধ গাঁজা

আটের পাতার পর

দিশপুর থানা সূত্রে জানা গেছে, নির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে খানাপাড়ার এক দোকানে হানা দিয়ে পুলিশ ১২৭ প্যাকেট গাঁজা বাজেয়াপ্ত করেছে। ওই দোকানে গাঁজাগুলি লুকিয়ে রেখেছিন রাজ দেউরি। এগুলি পাচারের জন্য দোকানের গোপন স্থানে মজুত রাখা হয়েছিল বলে জানিয়েছে সূত্রটি।

গাঁজা সমেত নেশা কারবারি রাজ দৈউরিকে দিশপুর থানায় এনে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। তার সঙ্গে নেশা কারবারে আর কে কে জড়িত তা জানতে জেরা পুলিশ জেরা করছে।

শিবির সম্পন্ন

পাচের পাতার পর

দিয়েছেন। এছাড়া শিশু শিক্ষা সমিতি অসমের সভাপতি নির্মল কুমার বরুয়া, সাংগঠনিক সম্পাদক হেমন্ত ধিং মজুমদার এবং বশিষ্ঠরাম ডেকাও অনুষ্ঠানে ভাষণ দিয়েছেন। তাঁরা সকলেই প্রদত্ত ভাষণে সাতদিনের প্রশিক্ষণে প্রাপ্ত শারীরিক ও মানসিক শিক্ষাগুলো নিজের নিজের কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে আচার্য-আচার্যাদের প্রতি আহ্বান জানান। প্রসঙ্গত, এই শারীরিক প্রশিক্ষণ বর্গ গত ২৮ জুলাই থেকে শুরু হয়েছিল।

খোদ মেয়র

পাচের পাতার পর

গঠন করা হবেঊ যাঁরা খেয়ার রাখবে কথাও কোনও জলাশয় বোজানো হল কিনাঊ কিংবা কেউ কোনও জলাশয়কে অনৈতিকভাবে নিজের বলে দাবি করছে কিনাঊ এছাড়া এই জলাশয়ের সংরক্ষণ নিয়ে একটি ওয়েবসাইট খোলা হবে বলেও এদিন জানান মেয়র ফিরহাদ হাকিমঊ

এরপরেই তিনি গিয়ে হাজির হন আবুল হায়ারের বাড়িতেঊ সেখানে তিনি জানান, "টক টু মেয়র অনুষ্ঠানে আমাকে উনি সমস্যার কথা জানিয়েছিলেনঊ সেই জন্যই আজ সাথে করে ডিজি ওয়াটারকে নিয়ে এসেছিঊ এত লোক আমাকে সমস্যার কথা জানানঊ তার সমাধান করতে পারলে ভালো লাগেঊ হয়তো সবার বাড়ি আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়ঊ কিন্তু যতটা সম্ভব যাবঊ"

আবুল হায়ার বলেন, "আমার সমস্যার কথা অনেক জায়গায় জানিয়েছিঊ কিন্তু ওনার কাছে আমার সমস্যা জানানোর ২৪ ঘন্টার মধ্যেই সমাধান হয়েগেছেঊ এই জন্য মেয়রের কাছে আমি কৃতজ্ঞ"ঊ তাঁর আরও সংযোজন "আগে কর্পোরেশন অফিসে কেউ ভালোভাবে কথা বলত নাঊ এখন গেলেই ভালো ব্যবহার করেঊ

তৃণমূলের দিদিকে বলো কর্মসূচীর বিরোধিতায় মজিলপুর পৌরসভার পৌরপ্রধান

জয়নগর, ৪ আগস্ট (হি.স.) : রাজ্যজুড়ে যখন জনসংযোগ বাড়ানোর জন্য তৃণমূল সুপ্রিমো দিদিকে বলো কর্মসূচী পালনে উদ্যোগী হয়েছেন, ঠিক তখনই এই কর্মসূচীর বিরোধিতা করলেন রাজ্যের একমাত্র কংগ্রেস পরিচালিত পৌরসভা জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার পৌরপ্রধান সুজিত সরখেল। তিনি দাবি করেছেন দিদিকে বলে কোন লাভ নেই, দিদি নিজেই সমস্যায় আছেন।

গত ৩০শে জুলাই থেকে রাজ্যজুড়ে দিদিকে বলো কর্মসূচী শুরু করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। রাজ্যের তৃণমূল কংগ্রেসের সমস্ত বিধায়ক, সাংসদ, পুরসভার প্রধান, কাউন্সিলররা সকলেই জনসংযোগ বাড়াতে দিদিকে বলো কর্মসূচী পালন করছেন। গ্রামে গ্রামে গিয়ে সাধারণ মানুষের কথা শুনছেন। পাশাপাশি দিদিকে বলোর লোগো ছাপা মোবাইল স্টিকার, ভিজিটিং কার্ড, গেঞ্জি বিলি করে তাতে দেওয়া নির্দিষ্ট ফোন নম্বরে নিজের নিজের সমস্যার কথা দিদিকে জানানোর কথা ঘোষণা করছেন। এমনকি গ্রামে গিয়ে বিধায়করা রাত ও কাটিয়েছেন জনসংযোগ বাড়াতে। লোকসভা ভোটে তৃণমূলের অনেক আসন কমে যাওয়ার কারণে নতুন করে জন সংযোগ বৃদ্ধির জন্য এই কর্মসূচী গ্রহণ করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। রাজ্যজুড়ে যখন এই কর্মসূচী পালন করছে তৃণমূল কংগ্রেস, ঠিক তখন এই কর্মসূচী নিয়ে প্রশ্ন তুললেন রাজ্যের একমাত্র কংগ্রেস পরিচালিত পুরসভার চেয়ারম্যান সুজিত সরখেল। দেড়শ বছরের পুরানো জয়নগর মজিলপুর পুরসভার চেয়ারম্যান দাবি করেছেন, দিদিকে বলে কোন লাভ হবে না। কারণ তিনি নিজেই সমস্যায় আছেন। আর সমস্যায় আছেন বলেই পাঁচশো কোটি টাকা খরচ করে প্রশান্ত কিশোরের মত লোককে ভাড়া করে এনেছেন। দিদির কাছে এলাকার কোন মানুষ কোন সমস্যা বা অভিযোগের কথা জানালে উল্টে এলাকার পঞ্চায়েত প্রধান বা যার বিরুদ্ধে অভিযোগ তার কাছেই খারাপ হয়ে যাবেন সেই ব্যক্তিগ্ন

অলংকার

● প্রথম পাতার পর

মন্দিরের ভেতরের সবকিছু এলোমেলো।নেই সোনা রূপার অলংকার। পূজোর বাসন পত্র নাঠ মন্দিরে ছড়ানো ছিটানো।

খবর দেওয়া হয় কদমতলা থানায়। খবর পেয়ে কদমতলা থানার এএসআই সঞ্জীব সরকার পুলিশ বাহিনী নিয়ে কদমতলা কালী মন্দির ছুটে আসেন ও মন্দিরে এসে চুরির ঘটনাটি সরজমিন প্রত্যক্ষ করেন। এদিকে কদমতলা সার্বজনীন বড় কালীবাড়ীর মন্দির কমিটি ও পূজারী জানান, গতকাল রাতের আধারে চোরের দল মন্দিরের পূর্ব দিকের দরজার তালা ভেঙ্গে মন্দিরে প্রবেশ করে এবং মায়ের মন্দিরের ভেতরে থাকা স্বর্ণের একটি চেইন, লকেট, হাতের দুটি বালা, রুপার একটি চেইন, ৩ জোড়া নূপুর নিয়ে গেছে। মন্দিরে থাকা নগদ অর্থ ৩৫০০ টাকাও নিয়ে গেছে চোরের দল। প্রায় ৩ লক্ষ টাকার সোনা রুপা ও নগদ অর্থ নিয়ে গেছে চোরের দল।

তাছাড়া মন্দিরের ভেতরে থাকা পূজোর বাসন পত্র সহ কাপড়-চোপড় যত্রতত্র এলোমেলো করে ফেলে রেখেছে। মন্দির কমিটি ও মন্দিরের পূজারী আরো জানান, এই নিয়ে লাগাতর তিনবার কদমতলা সার্বজনীন কালী মন্দিরে চুরির ঘটনা সংঘটিত হলো। মন্দির কমিটির পক্ষ থেকে কদমতলা থানায় একটি চুরির মামলা রুজু করা হয়েছে। এদিকে আশ্চর্যের বিষয় হলো কদমতলা থানা থেকে মাত্র ৫০/৬০ মিটার দূরে অবস্থিত কদমতলা সার্বজনীন বড় কালীবাড়ি মন্দির।কদমতলা থানার নাকের ডগায় একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান থাকা সত্ত্বেও চোরের হাত থেকে রক্ষা পেলনা। সুতরাং কদমতলা থানার রাতে টহলদারি ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা কতটুকু সচল রয়েছে তা আবারো প্রশ্নচিহ্নের মুখে ফেলে দিলো এই দুঃসাহসিক চুরি কান্ড।এক কথার কদমতলা থানার পুলিশ বাবুদেরকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে চোরের দল এই দুঃসাহসিক চুরি কান্ড সংঘটিত করল। এখন দেখার বিষয় কদমতলা থানার পুলিশ চোরকে পাকড়াও করতে কতটুকু সক্ষম হয়?

জেহাদি

● প্রথম পাতার পর

সূটি জানিয়েছে, বরপেটা পুলিশের হাতে এর আগে গত ৩০ জুলাই গ্রেফতার হয়েছে জেলার কারাগাড়ি গ্রামের হাফিজুর রহমান, কয়াকুচি পাম গ্রামের ইয়াকুব আলি, কয়াকুচির শরিফুল ইসলাম এবং চিরাং জেলার সিঁদলি এলাকার মোজাবাড়ি গ্রামের হানিফ আলি। এই হানিফের স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে গত রাতে পুলিশের এক দল অভিযান চালিয়ে মুস্তাফির রহমানকে আটক করা হয়েছে। এরা জামাত-উল মুজাহিদিন বাংলাদেশ (জেএমবি)-এর জেহাদি কার্যকলাপ বিস্তার-সহ অস্ত্রশস্ত্র আদান-প্রদান করত, জানিয়েছে পুলিশের সূত্রটি। প্রসঙ্গত, গত পাঁচদিনে এ পর্যন্ত বরপেটা ও চিরাং জেলা থেকে পাঁচ জেহাদিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

সূত্রের খবরে জানা গেছে, মুস্তাফির রহমানও আবাসিক মাদ্রাসা শিক্ষা গ্রহণ করেছে। মাদ্রাসায় অবস্থানকালেই সে নাকি জেহাদি কার্যকলাপের পাঠ নিয়েছে। উল্লেখ্য, গত ২০১৪ সালের ২ অক্টোবর পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার খাগড়াগড়ে সংঘটিত বোমা বিস্ফোরণ কাণ্ডের অন্যতম মাস্টার মাইন্ড তথা অসম মডিউলের কুখ্যাত জেহাদি জঙ্গি শাহানুর আলম ওরফে ডাক্তারবাবুর বাড়িও বরপেটা জেলার এই চতলা গ্রামে। শাহানুর আলম এখনও কারাগারে বন্দি। শাহানুর, তার স্ত্রী সুজিনা বেগম জেএমবি-র শীর্ষ নেতা তথা বাংলাদেশি নাগরিক জাহিদুল ইসলাম ওরফে জাবিদুল ইসলামের সহযোগিতায় অসমে জেহাদির জাল বিস্তার করেছিল।

ধৃত জেহাদিদের কাছে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সূটি, বলেছে, পুলিশ ও গোয়েন্দাদের চোখে ধুলো দিয়ে জেএমবি অসমে 'স্লিপার সেল' নামের একটি জেহাদি গোষ্ঠী গড়ার প্রক্রিয়া চালিয়েছে। এবার এই চতলা গ্রাম থেকে ফের এক সন্দেহভাজন জেএমবি সদস্য মুস্তাফির রহমানকে আটকের ঘটনায় বিষয়টি আরও পোক্ত হয়েছে, বলেছে পুলিশের সূত্রটি। সূত্রটি বলেছে, বরপেটা জেলা সদর, পাঠশালা, হাউলি, পাটাসারকুচি প্রভৃতি কয়েকটি থানায় পৃথক পৃথকভাবে তাদের রেখে জিকাসাবাদ চলছে। পাওয়া যাচ্ছে বহু বিস্ফোরক তথ্য।

ধৃতদের কাছে নাকি জানা গেছে, 'খলিফা রাষ্ট্র' গঠনের স্বপ্নে বিভোর বিশ্বত্রাস সন্ত্রাসবাদী সংগঠন আইসিস-এর মদতপুষ্ট জামাত-উল-মুজাহিদিন বাংলাদেশ (জেএমবি)-কে সঙ্গে নিয়ে ভারত উপমহাদেশে অস্থিরতা স্থাপন করাই তাদের লক্ষ্য। এ জন্য আইসিস ব্যবহার করছে পশ্চিমবঙ্গ-অসমে জেএমবি-র বিস্তৃত নেটওয়ার্ককে। এ-ব্যাপারে তাদের সহযোগের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে অসমের পথভ্রষ্ট এই সব যুবক।

মাহবুব তালুকদার ক্ষুব্দ

তিনের পাতার পর

আমার নিকট পুনরায় নথি পেশ না করে, আমাকে পাশ কাটিয়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের কাছ থেকে কার্যবিবরণীটি অনুমোদন করিয়ে নেন। আমার কাছে বিষয়টি আইনসিদ্ধ বলে মনে হয়নি। এতে আমার অধিকার খর্ব হয়েছে।

নোটে মাহবুব তালুকদার আরও বলেন,নির্বাচন কমিশনার হিসেবে আমার বক্তব্য কার্যবিবরণীতে লিপিবদ্ধ না করার যদি কোনো সঙ্গত কারণ থাকে, তা আমাকে অবহিত করা প্রয়োজন ছিল। ইতোপূর্বে কমিশন সভায় বক্তব্য পেশের জন্য আমাকে লিখিতভাবে অনুরোধ জানিয়েও পরে তা পেশ করতে দেওয়া হয়নি।নির্বাচন কমিশন সভায় আমার উপস্থাপিত বক্তব্য যদি কার্যবিবরণীতে অন্তর্ভুক্ত না করা হয়, তাহলে নির্বাচন কমিশন সভায় আমার উপস্থিতিরও কোনো আবশ্যকতা থাকে না। এই ঘটনায় নির্বাচন কমিশনে একটি খারাপ দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছে।একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে গত বছরের দুইবার নোট অব ডিসেন্ট দিয়ে কমিশন সভা বর্জন করেছিলেন। তখন তিনি বাকস্বাধীনতা খর্বের অভিযোগ এনেছিলেন। এছাড়া বেশ কয়েকটি ইউও নোটও লিখেছেন তিনি।মাহবুব তালুকদার বিভিন্ন সময় ইসির সমালোচনা করে আলোচনায় ছিলেন সংসদ নির্বাচনের পূর্বে। কারাবন্দি বিএনপি প্রধান খালেদা জিয়া নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন বলেও শুনানিতে রায় দিয়েছিলেন মাহবুব।

বাংলাদেশ-ভারতের বন্ধন ছিন্ন হবে না: ভারতীয় সহকারী হাই কমিশনার অনিন্দ্য ব্যানার্জি

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,আগষ্ট ০৪।। ভারতীয় সহকারী হাই কমিশনার অনিন্দ্য ব্যানার্জি বলেছেন, সেই ১৯৭১ সাল থেকে ভারত বাংলাদেশের পাশে আছে। ভারত শুধু সাময়িক সহযোগিতা করেনি, সাহায্যের হাত বাড়িয়েছিল বিভিন্ন পর্যায়ে।বাংলাদেশের প্রায় এক কোটি শরণার্থীকে আশ্রয় দেওয়া, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে জোরালো কূটনৈতিক প্রচারণা, স্বীকৃতি প্রদান এবং নানা দেশের সমর্থন আদায়ের প্রয়াস অব্যাহত ছিল। স্বাধীনতা যুদ্ধে বাংলাদেশি মুক্তিযোদ্ধা এবং ভারতীয় সেনাবাহিনী একসঙ্গে প্রাণ বিসর্জন দিয়ে এক স্থায়ী মৈত্রীর বন্ধন তৈরি করে গেছেন। কোনো অপশক্তি এ বন্ধনকে ছিন্ন করতে পারবে না।

রোববার (০৪ আগস্ট) চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও অ্যানিম্যাল সাইন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়ের (সিভাসু) ভেটেরিনারি মেডিসিন অনুষদের ১৯তম ব্যাচের শিক্ষার্থীদের সম্প্রতি ভারতে সম্পন্ন ক্লিনিক্যাল ইন্টার্নশিপের ওপর আয়োজিত এক ফিডব্যাক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।অনিন্দ্য ব্যানার্জি বলেন, গত ৪৮ বছরে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে অনেক উন্নতি করেছে। বাংলাদেশের এই উন্নতি এখন বিশ্বের এক উদাহরণ। মাথাপিছু আয়, মানবসম্পদ ও অর্থনৈতিক ঝুঁকি মোকাবিলায় সক্ষমতা অর্জন করায় স্বল্পোন্নত দেশ থেকে বাংলাদেশকে উন্নয়নশীল রাষ্ট্র হিসেবে উন্নীত করার সুপারিশ করেছে জাতিসংঘ। বাংলাদেশের এ অগ্রগতিতে ভারতীয়রা আনন্দিত। বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের মানুষের উন্নয়নে ভারত সবসময় পাশে দাঁড়িয়েছে।

সহকারি হাই কমিশনার বলেন, গত ১৯ বছর ধরে সিভাসুর শিক্ষার্থীরা তামিলনাড়ু ভেটেরিনারি ও অ্যানিম্যাল সাইন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়ে ইন্টার্নশিপ করে আসছে। এ এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামের মাধ্যমে দু'দেশের শিক্ষার্থীরাই খুবই উপকৃত হচ্ছে। বাংলাদেশ ও ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যকার এ ধরনের সসম্পর্ক শিক্ষার গুণগতমান বৃদ্ধি এবং দু'দেশের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের দক্ষতা উন্নয়নের ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

বিকেলে সিভাসু অডিটোরিয়ামে ফিডব্যাক অনুষ্ঠানে প্রধান পৃষ্ঠপোষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, সিভাসু'র উপাচার্য প্রফেসর ড় গৌতম বুদ্ধ দাশ। সভাপতিত্ব করেন পরিচালক প্রফেসর ড় একেএম সাইফুদ্দীন।বিশেষ অতিথি ছিলেন মৎস্যবিজ্ঞান অনুষদের ডিন প্রফেসর ড় এম নূরুল আবছার খান, ফুড সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি অনুষদের ডিন প্রফেসর ড় জন্নাতারা খাতুন, ভেটেরিনারি মেডিসিন অনুষদের ডিন প্রফেসর ড় আবদুল আহাদ, ইয়ন গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের মানবসম্পদ বিভাগের মহাব্যবস্থাপক সুলতান মাহমুদ। স্বাগত বক্তব্য দেন পরিচালক (ছাত্রকল্যাণ) প্রফেসর ড় মোহাম্মদ মেজবাহ উদ্দিন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সহকারী অধ্যাপক মোকাদ্দেস আহম্মেদ দিপু।

সিভাসুর ভেটেরিনারি মেডিসিন অনুষদের ১৯তম ব্যাচের ৫৯ জন শিক্ষার্থী ভারতের তামিলনাড়ু ভেটেরিনারি ও অ্যানিম্যাল সাইন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিবারের মতো এবারও এক মাসের (১৯ জুন-১৯ জুলাই) ক্লিনিক্যাল ইন্টার্নশিপ সম্পন্ন করেছেন।

উদ্ধার

● প্রথম পাতার পর

ভাই বীরজিত দাস এবং ঘটনাস্থলে যাওয়া কৈলাসহর থানার পুলিশ অফিসার কে.কে জমাতিয়া জানান, সঞ্জিতের মৃগী রোগ ছিল।

জলে নামার পর মৃগী রোগে আক্রান্ত হওয়ায় সঞ্জিতের জলে ডুবে মৃত্যু হয়েছে। উল্লেখ্য, গত এক মাস পূর্বেও ঠিক একই জায়গায় নদীর জলে একসঙ্গে বাবা ও মেয়ে মারা গিয়েছিল।

রাজধানীতে

● প্রথম পাতার পর

পুলিশ বুধিসত্ব দাসের জবানবন্দি অনুযায়ী অভিযুক্তদের নামে একটি মামলা গ্রহণ করেছে। অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশের তৎপরতা শুরু হয়েছে।

নোটিশ

● প্রথম পাতার পর

মধ্যে প্রশ্নের চিহ্ন দেখা দিয়েছে। কোর্স তারিখকে সঠিক করে চিহ্নিত করবে। তাছাড়া উল্লেখ করা হয়েছে গ্রাম সভা লেভেল ফরেস্ট রাইট কমিটি সিদ্ধান্ত মোতাবেক ষাট দিনের মধেও বাস্তুভিটা, ত্যাগ করার আদেশ জারি করেছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে এলাকার মানুষের মধ্যে দুশ্চিন্তার ভাজ পড়েছে।

গ্রেপ্তার দুই

● প্রথম পাতার পর

তিনি জানান, ধৃতদের বিরুদ্ধে ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির ২১সি এবং নারকোটিক ড্রাগস অ্যান্ড সাইকোট্রপিক সাবসট্যান্সেস অ্যাক্ট, ১৯৮৫ (এনডিপিএস)-এর ২৯ ধারায় ১৪৪/১৯ নম্বরে মামলা নথিভুক্ত করা হয়েছে।

প্রথম বার

● প্রথম পাতার পর

আসবে ল্যান্ডার 'বিক্রম।' নামবে চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে (৭০ ডিগ্রি অক্ষাংশ)। ল্যান্ডার থেকে বের হবে ২৭ কেজি ওজনের ৬ চাকার রোভার। চাঁদের মাটিতে ঘুরে ঘুরে ছবি ও তথ্য পাঠাবে সে। ১৪ দিন ধরে চাঁদের আধ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে সফর করবে এই রোভার। ঘুরে ফিরে সূর্যের আলো না পৌঁছনো চাঁদের অংশ থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য গ্রাউন্ড স্টেশনে পাঠিয়ে দেবে চন্দ্রযানের রোভার।

উল্লেখ্য, এর আগে চন্দ্রযান ২ উৎক্ষেপণের কয়েকদিন পর মহাকাশ থেকে পৃথিবীকে কেমন দেখতে তার বেশ কিছু ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পরেছিল । তবে সেগুলি সঠিক ছিল না । আজই প্রথম ইসরো চন্দ্রযান ২-এর তোলা মহাকাশ থেকে পৃথিবীকে কেমন দেখতে লাগে, সেই ছবি প্রকাশ করল ইসরো।

নিগম

● প্রথম পাতার পর

দেবের বাগান পরিদর্শন করে ত্রিপুরা সরকারের কাছে একটি রিপোর্ট তৈরি করে পাঠিয়েছেন। এতে তিনি নো-মেন্স ল্যান্ডে আরও চা বাগান করার জন্য সাধারণ মানুষকে সহায়তা করার জন্য পরামর্শ দিয়েছেন। চেয়ারম্যান সন্তোষবাবু বলেন, ত্রিপুরার সঙ্গে বাংলাদেশের প্রায় ৮৬০ কিমি দীর্ঘ সীমান্তের বেশিরভাগ জমি খালি পড়ে আছে। এই জমিতে চা বাগান করলে খালি ভূমির উপযুক্ত ব্যবহার হবে। চা চাষিরা লাভবান হবেন। পাশাপাশি অনেক লোক বাগানে কাজ করতে পারবেন যা নতুন কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে।

তিনি বলেন, এমন অনেক মানুষ রয়েছেন যাঁদের বেশিরভাগ জমি এমনিতে পড়ে আছে কাঁটাতারের বেড়ার বাইরে। তাঁরা সবচেয়ে বেশি উপকৃত হবেন। সন্তোষ সাহা আরও জানান, তাঁরা রাজ্য সরকারকে যে রিপোর্ট জমা দিয়েছেন তাতে উল্লেখ করেছেন, ভারত সরকারের সীমান্ত উন্নয়ন প্রকল্প অথবা মহাত্মা গান্ধী রাষ্ট্রীয় গ্রামীণ রোজগার যোজনার মাধ্যমে সীমান্তের কাঁটাতারের বেড়ার বাইরে চা বাগান করে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে। রাজ্য সরকার এ বিষয়ে এগিয়ে আসবে বলেও তিনি আশাবাদী।

সন্তোষবাবু জানান, সরকারের পাশাপাশি ত্রিপুরা রাজ্য চা উন্নয়ন নিগমও কাঁটাতারের বেড়ার বাইরে চা চাষ করতে আগ্রহী চাষিদের সহায়তায়। এই সকল চাষিদের বিনামূল্য চা গাচের চারা বিতরণ, বাগান পরিচর্যার প্রশিক্ষণ-সহ চা চাষের বিষয়ে যাবতীয় পরামর্শ দেওয়া হবে বলেও জানান তিনি।

খেলা

শতাধিক ক্রিকেটারকে কাশ্মীর ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ প্রশাসনের

শ্রীনগর, ৪ আগস্ট (হি.স.) : কাশ্মীর পরিস্থিতির কারণে প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার ইরফান পাঠান সহ শতাধিক ক্রিকেটারকে দ্রুত নেমে আসতে বলা হয়েছে। তিনি বর্তমানে জম্মু ও কাশ্মীর ক্রিকেট টিমের মেন্টর ও কোচ। অমরনাথ যাত্রীদের কাশ্মীর ছাড়ার নির্দেশ দেওয়ার পরই এই নির্দেশ পেয়েছেন ক্রিকেটাররা। গোয়েন্দা রিপোর্ট অনুযায়ী, পাক জঙ্গিদের টার্গেটে রয়েছে। তাই, যত দ্রুত সম্ভব তাঁদের নেমে আসতে বলা হয়েছে।
গত ১৪ জুন থেকে ১৪ জুলাই পর্যন্ত হয়েছিল ক্রিকেট ক্যাম্প। এরপর ২৫ জুলাই থেকে ফের সেই ক্যাম্প শুরু হয়। কিন্তু আপাতত ক্যাম্প বন্ধ করে ক্রিকেটারদের বাড়ি ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আগামী ১৭ আগস্ট দলীপ ট্রফি দিয়ে মরশুম শুরু করার কথা ছিল কাশ্মীরের। তারপরই বিজয় হাজারে ট্রফি। ডিসেম্বরে শুরু রনজি ট্রফি। তার আগে কেন্দ্রের এমন পরিস্থিতিতে রীতিমতো দিশেহারা সে রাজ্যের ক্রিকেট সংস্থাও (জেকেসিএ)।
কাশ্মীরের ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সিইও সৈয়দ আশিক হোসেন বুখারি বলেন, 'জম্মু-কাশ্মীর ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন পাঠান ও অন্যান্য সাপোর্ট স্টাফদের দ্রুত রাজ্য থেকে চলে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছে। রবিবারই তাঁরা উপত্যকা ছাড়েন। যে নির্বাচকরা এরাজ্যের নন, তাঁদের নিজের নিজের বাড়িতে ফিরে যেতে বলা হয়েছে।' প্রথমে ঠিক ছিল শ্রীনগরের শের-ই-কাশ্মীর স্টেডিয়ামে দল বাছাইয়ের জন্য কয়েকটি প্র্যাকটিস ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে আপাতত সমস্ত অনুশীলন বন্ধ রাখা করে দেওয়া হয়েছে।

খারাপ আলোর কারণে নির্দিষ্ট সময়ের আগেই খেলা বন্ধ, ক্রিচে স্মিথ ও ট্রেভিস

বার্মিংহ্যাম, ৪ আগস্ট (হি.স.) : অ্যাশেজের প্রথম টেস্টের তৃতীয়দিনে দ্বিতীয় ইনিংসে ইংল্যান্ডের চেয়ে ৩৪ রানে এগিয়ে থেকে খেলা শেষ করল অস্ট্রেলিয়া। ক্রিজে দুই অপরাজিত ব্যাটসম্যান স্টিভ স্মিথ ও ট্রেভিস হেড।
খারাপ আলোর কারণে অ্যাশেজের প্রথম টেস্টের তৃতীয়দিনের খেলা বন্ধ হল নির্দিষ্ট সময়ের কিছুক্ষণ আগেই। হাতে ৭ উইকেট। ৯০ রানে এগিয়ে থেকে ওয়ার্নারকে ফিরিয়ে অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংসে এদিন প্রথম আঘাত হানেন স্টুয়ার্ট ব্রড। প্রথম ইনিংসে ২ রানের পর দ্বিতীয় ইনিংসে বাঁ-হাতি ওপেনার প্যাভিলিয়নে ফিরলেন মাত্র ৮ রানে। বেশিক্ষণ স্থায়ী হল না আরেক ওপেনার ক্যামেরন ব্যানক্রফটের ইনিংসও। ৭ রানে মৈইন আলির শিকার হলেন তিনি। এরপর উসমান খোয়াজা ও স্টিভ স্মিথের ব্যাটে ধীরে ধীরে ইংল্যান্ডের রান ছাপিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে এগিয়ে যায় অস্ট্রেলিয়া। কিন্তু জুটিতে ৪৮ রান ওঠার পর ব্যক্তিগত ৪০ রানে স্টোকসের বলে উইকেটের পিছনে বেয়ারস্টোর হাতে ক্যাচ দিয়ে ফেরেন খোয়াজা। ৬টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৮ বলে ৪০ রান করে ফেরেন তিনি। এরপর ট্রেভিস হেডকে সঙ্গে নিয়ে প্রতিপক্ষের রান ছাপিয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে লিড এনে দেন স্টিভ স্মিথ। হেডের সঙ্গে স্মিথের অবিভক্ত জুটিতে ৪৯ রান ওঠার পর মন্দ আলোর কারণে এদিনের মত খেলা শেষ করার সিদ্ধান্ত নেন আম্পায়ারদ্বয়। প্রথম ইনিংসে শতরানের দ্বিতীয় ইনিংসেও অর্ধশতরানের দোরগোড়ায় স্যান্ডপেপার গেট কান্ডের অন্যতম নায়ক তথা প্রাক্তন অজি দলনায়ক স্মিথ। ৪৬ রানে স্মিথের পাশাপাশি ২১ রানে ক্রিজে অপরাজিত টেভিস হেড। তৃতীয়দিনের শেষে দ্বিতীয় ইনিংসে অস্ট্রেলিয়ার রান ৩ উইকেট হারিয়ে ১২৪।
এর আগে তৃতীয়দিন নবম উইকেটে ক্রিস ওকস ও স্টুয়ার্ট ব্রডের জুটি প্রথম ইনিংসে লিড অনেকটাই বাড়িয়ে নিয়ে যায় ইংল্যান্ডের জন্য। ৩০০ রানে ৮ উইকেট খোয়ানোর পর নবম উইকেটে এই জুটির ৬৫ রানের মূল্যবান অবদান ইংল্যান্ডের লিড নিয়ে যায় প্রায় তিন অঙ্কের কাছাকাছি। ৯৫ বলে ৩৭ রানে অপরাজিত থাকেন ওকস। পাশাপাশি ৬৭ বল মোকাবিলা করে ২৯ রানের গুরুত্বপূর্ণ ইনিংস খেলেন ব্রড।

দ্বিতীয় টি-২০ ম্যাচে টস জিতে প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত ভারতের

ফ্লোরিডা, ৪ আগস্ট (হি.স.) : ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টি-২০ ম্যাচে টস জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নিলেন ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলি। প্রথম ম্যাচের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে দ্বিতীয় টি-২০ ম্যাচে টস জিতে প্রথমে ব্যাট করার এই সিদ্ধান্ত। সেন্ট্রাল ব্রোওয়ার্ড রিজিওনাল পার্ক স্টেডিয়ামের স্লো পিচে গত ম্যাচে রান তাড়া করা মুশকিল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ক্যারিবিয়ানদের ঝুলিয়ে দেওয়া ৯৫ রানের টার্গেট টপকে যেতে ভারতকে হারাতে হয়েছিল ৬টি উইকেট। স্বাভাবিকভাবেই কোহলির উপলব্ধি এই পিচে পরে ব্যাট করা আরও কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। তাই প্রথমে ব্যাট করে প্রতিপক্ষের ঘাড়ে চ্যালেঞ্জিং স্কোর গড়ার লক্ষ্যে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত।
টস জয়ের পর নিজের সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে বিরাট বলেন, 'আগের দিনের তুলনায় পিচ অনেক ভালো মনে হচ্ছে। তাই প্রথমে ব্যাট করে নেওয়াই ভালো। পরের দিকে রান তোলা হবে বলে মনে হচ্ছে। পাওয়ার প্লে'তে পর্যাপ্ত রান তুলতে পারলে পরের দিকে তা কাজে লাগবে।'
তবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ অধিনায়ক কার্লোস ব্রাথওয়েট অবশ্য বিরাটের তত্ত্বকে মানতে নারাজ। তাঁর মতে কুড়ি ওভারে এমন কিছু বদলে যাবে না পিচ। তাই প্রথম ম্যাচের মতো অঁটোসাঁটো বোলিং করতে পারলে এবং ব্যাটসম্যানরা নিজেদের স্বাভাবিক খেলাটা মেলে হতে পারলে ম্যাচ জেতা সম্ভব।
ভারত গত ম্যাচের অপরিবর্তিত একাদশ নিয়ে মাঠে নামার সিদ্ধান্ত নিলেও ওয়েস্ট ইন্ডিজ তাদের দলে একটি পরিবর্তন করেছে। ওপেনার ক্যাম্পবেলের পরিবর্তে ক্যারিবিয়ানরা দলে নিয়েছে স্পিনার খারি পিয়েরকে। ক্যাম্পবেলের পরিবর্তে ওপেন করবেন সুনীল নারিন।
ভারতীয় দল: শিখর ধাওয়ান, রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি (অধিনায়ক), মনীশ পান্ডে, ঋষভ পন্ত (উইকেটকিপার), ক্রুণাল পান্ডিয়া, রবীন্দ্র জাদেজা, ভুবনেশ্বর কুমার, ওয়াশিংটন সুন্দর, নভদীপ সাইনি ও খলিল আহমেদ।
ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল: এভিন লুইস, সুনীল নারিন, নিকোলাস পুরান (উইকেটকিপার), শিমরন হেটমায়ার, কায়রন পোলার্ড, রোভম্যান পাওয়েল, কার্লোস ব্রাথওয়েট (অধিনায়ক), খারি পিয়ের, কীমো পল, শেলডন কটরেল ও ওসান থমাস।

ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে আজই সিরিজ জয় করতে মরিয়া কোহলি বাহিনী

ফ্লোরিডা, ৪ আগস্ট (হি.স.) : পর পর দু'দিনে দুই ম্যাচ। প্রথম ম্যাচের হ্যাংওভার কাটতে না কাটতেই রবিবার ফের ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে নামতে হচ্ছে বিরাটদের। সব ঠিক থাকলে এদিনই হয়তো সিরিজ জয় নিশ্চিত করে ফেলতে পারে ভারত। শনিবার প্রথম ম্যাচে যেভাবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ব্যাটসম্যানরা অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করেছেন, তাতে এদিনও ভারতকেই অবিসংবাদী ফেভরিট বলতে হবে।
প্রথম ম্যাচে মাত্র ৯৬ রানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে খেলতে নেমে একপ্রকার ল্যাজেগোবরে হয়েছিল টিম ইন্ডিয়া। রোহিত শর্মার ২৫ বলে ২৪ রানের ইনিংস ছিল ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের মধ্যে সর্বোচ্চ স্কোর। যা দ্বিতীয় ম্যাচে নামার আগে মাথাব্যথার কারণ টিম ম্যানেজমেন্টের।
প্রথম ম্যাচের মতো দ্বিতীয় ম্যাচেও তরুণদের সুযোগ দেওয়ার ধারা অব্যাহত রাখতে চাইবে টিম ম্যানেজমেন্ট। যদিও, প্রথম ম্যাচে সুযোগ পাওয়া ব্যাটসম্যানদের অধিকাংশই সুযোগ কাজে লাগাতে পারেননি। এদিন প্রথম একাদশে খেলার জন্য মুখিয়ে আছেন শ্রেয়স আইয়ার, লোকেশ রাহুলরা। একই সঙ্গে ধোনির পরিবর্ত হিসেবে প্রথম একাদশে আসা ঋষভ পন্থও চাইবেন রবিবার অন্তত কিছু রানের মুখ দেখতে। কারণ, প্রথম ম্যাচে যেভাবে প্রথম বলেই তাঁকে ফিরতে হয়েছে, তা ভালভাবে নিচ্ছে না ম্যানেজমেন্ট। ব্যাট হাতে রান পেতে চাইবেন বিরাট কোহলিও। বিশ্বকাপে লাগাতার কয়েকটি অর্ধশতরান করলেও চেনা ছন্দে যে বিরাটকে দেখা যায়নি তা স্বীকার করবেন তাঁর অনুরাগীরাও। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচেও যেন নিজেকে খুঁজে পাননি টিম ইন্ডিয়ার অধিনায়ক। প্রথম ম্যাচে সুযোগ পেয়েই দুর্দান্ত পারফর্ম করেছেন নবদীপ সাইনি এবং খলিল আহমেদ। ক্রুণাল পাণ্ডিয়া, রবীন্দ্র জাদেজারাও দুর্দান্ত বোলিং করেছেন। তবে, প্রথম ম্যাচে ক্যারিবিয়ান ব্যাটসম্যানরা যেভাবে উইকেট ছুঁড়ে দিচ্ছিলেন সেই ভুল তাঁরা আর করবেন না বলেই আশা ওয়েস্ট ইন্ডিজ শিবিরের। ফলে, দ্বিতীয় ম্যাচে আর একটু সতর্ক হতে হবে ভারতীয় বোলারদের।

থাইল্যান্ড ওপেনের ডাবলস খেতাব জয় ভারতীয় জুটি সাইরাজ ও চিরাগ শেট্টির

ব্যাংকক, ৪ আগস্ট (হি.স.) : চিনা প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিরুদ্ধে রুদ্ধশ্বাস লড়াইয়ের পর প্রথম ভারতীয় জুটি হিসেবে থাইল্যান্ড ওপেনের ডাবলস খেতাব জিতে নিলেন সাইরাজ রানকিরেড্ডি ও চিরাগ শেট্টি। এক ঘণ্টা ২ মিনিটের লড়াইয়ে চিনের লি জুন হুই ও লিউ ইউ চেন জুটিকে তাঁরা হারান ২১-১৯ ১৮-২১ ২১-১৮-তে। বিশ্বচ্যাম্পিয়ন জুটি লি জুন হুই—লিউ ইউ চেনকে হারিয়ে ব্যাডমিন্টনে থাইল্যান্ড ওপেন জিতল স্বস্তিকরাজ রঙ্কিরেড্ডি—চিরাগ শেট্টি জুটি। রবিবার খেলার ফল ২১—১৯, ১৮—২১, ২১—১৮। বিশ্ব র‍্যাঙ্কিং—এ তিন নম্বরে থাকা চিনা জুটি ব্যাডমিন্টনে বর্তমানে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন। গত বছর বিডব্লুএফ ওয়র্ল্ড টুর ফাইনালও জিতেছিল হুই—চেন জুটি। অথচ প্রতিযোগিতা শুরুর সময় রঙ্কিরেড্ডি—শেট্টির ভারতীয় জুটির কোনও র‍্যাঙ্ক ধরা হয়নি। আন্ডারডগ হিসেবে শুরু করেও নিজেদের কেরিয়ারের প্রথম সুপার ৫০০ পদক জিতে ইতিহাস গড়ে ফেললেন স্বস্তিক রঙ্কিরেড্ডি এবং চিরাগ শেট্টি। প্রথম সেট থেকেই চীনাদের চাপে রেখেছিলেন স্বস্তিক—চিরাগরা। তবে খেলায় ফিরে এসে দ্বিতীয় সেট পেয়ে যান হুই—চেন। তৃতীয় সেটেও ৬—৩ গেমে এগিয়ে যান তাঁরা। কিন্তু স্বস্তিক এবং চিরাগ লড়াই চালিয়ে গিয়ে ম্যাচ আর ট্রোফি, দুটোই পকেটে পুড়ে নেন।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

দূর্গোৎসবের আর মাত্র হাতে গোনা কয়েকদিন বাকি। তাই পাড়ায় পাড়ায় চলছে জোড় প্রস্তুতি। ছবি- নিজস্ব।

রাজ্য জুড়ে তথা গ্রাম পাহাড়ে পানীয় জলের তীব্র সংকট চলছে। বিশেষ করে বিশুদ্ধ পানীয় জল না পান করাতে এই মরশুমে জলবাহিত নানা রোগে ভোগতে হচ্ছে জনজাতি অংশের মানুষদের। এমনই এক দৃশ্য ওঠে এলো তেলিয়ামুড়া মহকুমা উত্তর গকুলনগর এডিসি ভিলেজের তীর্থ মণি রিয়াং পাড়া থেকে। ওই এলাকার রিয়াং সম্প্রদায়ের লোকেদের দাবী সরকার যেন তাদের পানীয় জলের সমস্যাটুকু পুরণ করেন। ছবি ও তথ্য নিজস্ব।

ঝাড়গ্রামে গলার নলি কেটে শাশুড়িকেকে খুন করল জামাই, ধৃত এক

ঝাড়গ্রাম, ৪ আগস্ট (হি.স.) : ছেলের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে গলার নলি কেটে শাশুড়িকে খুন করল জামাই। সেই সময় তার স্ত্রী এবং শালিকা বাধা দিতে এলে তাদের উপরেও ধারালো অস্ত্র নিয়ে হামলা চালান হয় ।শনিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে ঝাড়গ্রাম জেলার নুরিশোল গ্রামের ঘটনা ঊ গতকাল রাতে মাকে বাঁচাতে এসে গুরুতর আহত দুই মেয়ের চিকিৎসা চলছে ঊ এই ঘটনায় একজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ঊ তবে ঘটনার পর থেকেই ফেরার মূল অভিযুক্ত জামাই ।

ছেলের মৃত্যুর জন্য দায়ী শ্বাশুর বাড়ির লোকজনেরাই। তাই শ্বাশুর বাড়ির লোকজনদের সহ্য করতে পারতেন না। সেই আক্রোশ থেকে শনিবার রাতে শ্বাশুর বাড়িতে হামলা চালিয়ে গলার নলি কেটে খুন করল শাশুড়িকে। সেই সময় তার স্ত্রী এবং শালিকা বাধা দিতে এলে তাদের উপরেও ধারালো অস্ত্র নিয়ে হামলা চালায়। একজনের পেটে ধারালো অস্ত্রের কোপ মারেন এবং অন্যজনের হাতে কোপ মারলে গুরুতর আহত হয়।আহত দুই গৃহবধূকে প্রথমে ঝাড়্গ্রাম সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। পরে সেখানে তাদের শারিরীক অবস্থার অবনতি হলে মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।

পুলিশ জানিয়ে মৃত ওই মহিলারা নাম সুরমনি সিং (৪৮)। ধারালো অস্ত্রের আঘাতে আহত হয়েছেন সুরমনির দুই মেয়ে টিকি সিং (২৪), বিন্দু সিং(১৯)। তবে অভিযুক্ত জামাই মঙ্গল সিং ঘটনার পর থেকে পালাতক। খুনে অভিযুক্ত মঙ্গলের বাড়ি পাশের গ্রাম ভালুকাশোলে। পুলিশ জানিয়েছে শনিবার গভীর রাতে মঙ্গল সিং তার এক সহযোগীকে নিয়ে সুরমনিদের বাড়িতে হামলা চালায়। সেই সময় সবাই ঘুমাচ্ছিল।আচমকা দরজা ভেঙে মঙ্গল ঘরে ঢুকে পড়ে সুরমনি সিং এর উপর আক্রমন করে তার গলার নলি কেটে দেয়। ঘুমন্ত অবস্থায় থাকার জন্য তারা প্রতিরোধ করতে পারেনি। দুই মেয়ে টিকি সিং এবং বিন্দু সিং বাধা দিতে গেলেও তাদের উপরও হমলা করে একজনের পেটে এবং একজনের হাতে ধারালো অস্ত্রের কোপ দেয় ।ঘটনা ঘটিয়ে সে পালিয়ে যায়। এই খুনের ঘটনায় অভিযুক্ত মঙ্গল সিং এর এক সহযোগীকে গ্রেফতার করেছে। ধৃত আসুই গ্রামের সঞ্জয় সিং ।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে মঙ্গল সিং নিত্য দিন তার স্ত্রীর উপর অত্যাচার করত। প্রায়ই মারধর করত।

স্বামীর অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে তার স্ত্রী বনু নুরিশোল গ্রামে মায়ের কাছে এসে থাকছিল। অন্যদিকে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে ২০১৭ সালে মঙ্গল সিং এর এক বছর বারোর ছেলে ভালুকাশোল গ্রামের বাড়িতে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী হয়েছিল। সেই ঘটনায় কারো নামে অভিযোগ দায়ের হয় নি। পুলিশ একটি আত্মহত্যার মামলা দায়ের করেছিল ।সেই ঘটনায় মঙ্গল সিং শ্বাশুড়ির জন্য তার ছেলের মৃত্যু হয়েছে বলে মনে করত ।সেই আক্রশে সে ছেলের মৃত্যুর পরে পরেই শাশুড়ির উপর ধারালো অস্ত্র দিয়ে হামলা করেছিল ।গুরুতর আহত হয়েছিল সুরমনি সিং। সেই ঘটনায় মঙ্গল গ্রেফতার হয়েছিল। তবে জেল থেকে বের হওয়ার পরও সে মনের মধ্যে আক্রশ পুষে রেখেছিল ।সেই আক্রশে মঙ্গল আবারও শনিবার তার শাশুড়ি সুরমনির উপর আক্রমন করে গলার নলি কেটে খুন করে।

ঠাকুর ঘর থেকে গাঁজা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৪ আগস্ট ।। আবারও বিশাল পরিমাণ গাঁজা উদ্ধার বিশালগড়ে। বিশালগড় থানাধীন দক্ষিণ ব্রজপুর এলাকা থেকে গাঁজা সহকারে তিন জনকে গ্রেপ্তার করে মহকুমা পুলিশ আধিকারিকের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী। জানা যায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে শনিবার সন্ধ্যায় দক্ষিণ ব্রজপুরের রাখাল সাহা ও জীবন দাসের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ঠাকুর ঘর সহ বাড়ির বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রচুর পরিমাণ গাঁজা উদ্ধার করা হয়। রাজ্য সরকার নেশার বিরুদ্ধে আপোষহিন অভিযান জানালেও এখনো রাজ্যে নেশার রমরমা বাণিজ্য অব্যাহত রয়েছে তা এইসকল ঘটনা থেকে স্পষ্ট।

চাকরি প্রার্থীদের পাশে ঝাড়গ্রাম তৃণমূল কংগ্রেস

ঝাড়গ্রাম, ৪ আগস্ট (হি.স.) : চাকরি প্রার্থীদের পাশে ঝাড়গ্রাম যুব তৃণমূল কংগ্রেস ঊ রবিবার পুলিশের চাকরির পরীক্ষা দিতে আসা পরীক্ষার্থীদের সাহায্য করার জন্য যুব তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সহায়তা কেন্দ্র খোলা হয়েছিল ঝাড়গ্রাম শহরের পাঁচমাথা মোড়ে। এই কেন্দ্রটি থেকে পরীক্ষার্থীদের কিভাবে পরীক্ষা কেন্দ্রে যেতে হবে তার জন তৃণমূলের নেতা, কর্মীরা সাহায্য করেন ।সহয়াতা কেন্দ্র থেকে জল দেওয়া হয়।

এদিন পুলিশের কনস্টেবল পদের চাকরির পরীক্ষার জন্য দূরদূরান্ত থেকে অনেক পরীক্ষার্থী এসেছিল ঝাড়গ্রামে ।তাদের যাতে কোন রকম সমস্যায় না পড়তে হয় তার জন্য নানাভাবে সাহায্য করে তৃণমূল নেতা, কর্মীরা ।বাইরে থেকে আসা পরীক্ষার্থীরা অধিকাংশই ঝাড়গ্রামের রাস্তাঘাট চেনে না ।শহরের অনেক গুলি স্কুলে পরীক্ষা কেন্দ্র হয়েছিল। তাদের স্কুল চিনিয়ে দেওয়া হয় এবং

ছয়ের পাতায় দেখুন

টানা বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত মুম্বাই জারি চূড়ান্ত সতর্কত

মুম্বই, ৪ আগস্ট (হি.স.) : গত কয়েকদিন ধরেই টানা বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত মুম্বই। আবহাওয়া দফতরের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই রেড অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে। জানানো হয়েছে, রবিবার ঝড়ো হাওয়া সহ ভারী বৃষ্টিপাতে ফের ভোগান্তির শিকার হতে পারে মুম্বইবাসী।

এর পাশাপাশি রবিবার দুপুর থেকে সমুদ্রে জলোচ্ছ্বাসের মাত্রাও ক্রমশ বাড়তে থাকবে বলে সতর্ক করেছে আবহাওয়া দফতর। বৃহন্মুম্বই মিউনিসপ্যাল কর্পোরেশন জলমগ্ন এলাকা থেকে সমুদ্রের কাছাকাছি যেতে নিষেধ করেছে বলে জানা যাচ্ছে। পুনের নিচু এলাকাগুলিতেও সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য, শুক্রবার রাত থেকে অতিবৃষ্টির জেরে মুম্বইসহ সংলগ্ন নিচু এলাকায় জল জমেছে। শনিবার অনবরত বৃষ্টি হয়েছে। যার জেরে রাস্তা থেকে ট্রেনের লাইনে জল জমেছে। ফলে যাতায়াত ব্যবস্থা ব্যাহত হয়েছে অনেকটাই। রবিবার ও সোমবার অতিভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে ইণ্ডিয়ান মৌসম ভবন। শনিবার নভি মুম্বইয়ের খারঘড় এলাকার পাণ্ডবকড়া ঝর্ণার জলের স্রোতে চারজন ডুবে গিয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে। অন্যদিকে, থানেতে একজন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে প্রাণ হারিয়েছেন।

ছাদ ভেঙে পরায় বেশ কিছু মানুষ গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে।

মহারাষ্ট্রের পালঘর জেলায় ভারী বর্ষণের ফলে প্রশাসন শনিবার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে ছুটি ঘোষণা করেছে। এরই সঙ্গে সমুদ্র উত্তাল থাকবে বলে সতর্ক করা হয়েছে। ইন্ডিয়ান মিটিরিওলজিক্যাল দফতর জানাচ্ছে, আবহাওয়ার পরিবর্তন না হলে আরব সাগরে আসবে তীব্র জোয়ার। আসবে বড় বড় ঢেউ। মুম্বই পুলিশের ট্যুইটারে সতর্কতা, আগামী ২৪ ঘণ্টায় তীব্র বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। আমরা মুম্বইয়ের বাসিন্দাদের যথেষ্ট সতর্ক থাকতে এবং সুরক্ষা নেবার জন্য অনুরোধ করেছে।

সরকার নির্ধারিত দৈনিক মজুরির দাবিতে দিদি বলো নম্বরে ফোন ঝাড়গ্রামের শতাধিক শ্রমিকের

ঝাড়গ্রাম, ৪ আগস্ট (হি.স.) : সরকার নির্ধারিত দৈনিক মজুরির দাবিতে দিদি বলো টোল ফ্রি নম্বরে ফোন ঊসমস্যা সমাধানের আশায় ঝাড়গ্রামে বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে দৈনিক মজুরির চুক্তিভিত্তিক কাজ করা শতাধিক শ্রমিক ঊ এদিন তাঁরা এবিষয়ে এলাকায় একটি মিছিলও করেন ।

ঝাড়গ্রামে মিছিল করল শতাধিক দৈনিক চুক্তিভিত্তিক মজুর। রবিবার ঝাড়গ্রাম জেলার বিনপুর, ঝাড়গ্রাম, লালগড়, বেলপাহাড়ি, রামগড় সহ বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে কাজ করা শ্রমিকরাই তাঁদের প্রাপ্য মজুরি যথাযথভাবে দেওয়ার দাবি জানিয়ে মিছিল করেন ঊমিছিলের পাশাপাশি এদিন তাঁরা দিদি বলো টোল ফ্রি নম্বরেও ফোন করেন। তাদের অভিযোগে সরকার নির্ধারিত মূল্য তারা আদৌও পান না। রবিবার দিদি বলো টোল ফ্রি নম্বরে ফোন করার পর নতুন করে আশায় বুক বেঁধেছে তারা।

তাঁদের অভিযোগ তারা সাফাই এর কাজ ওয়ার্ড বয়ের কাজ সহ আট ঘন্টা বিভিন্ন ধরনের কাজ করেন ।কিন্তু তাদের মজুরি হিসেবে দেওয়া হয় কাউকে একশো টাকা, ষাট টাকা এমন কি চল্লিশ টাকাও দেওয়া হয়। অভিযোগ সেই টাকাও তারা নিয়মিত পান না ।তাঁদের দাবি সরকার নির্ধারিত মজুরি তাদের দেওয়া হোক এবং তাদের মাসিক বেতনের আওতায় আনা হোক। তবে এদিন তাঁরা ফোন করে আশাবাদি তাঁদের সমস্যার কথা নিশ্চয় পৌছাবে দিদির কাছে। এদিন তাঁরা ফোন করলেও কথা হয় নি ।তাদের নম্বর রেজিস্টার হয়েছে। এদিন ঝাড়গ্রামে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত মহিলা, পুরুষেরা একত্রিত হয়ে দিদিকে বলো টোল ফ্রি নম্বরে ফোন করে। এই বিষয়ে বিভিন্ন হাসপাতালে দৈনিক মজুরিতে কর্মরত হিমাংশু শেখর দাস, অঞ্চনা চলাক, খোকন চক্রবর্তীরা বলেন, "ওয়ার্ড বয় থেকে ধবি সব ধরনের কাজ আমাদের করতে হয়। আট ঘন্টা কাজ করতে হয় ।অথচ আমরা মজুরি পাই কেউ একশো তো কেউ ষাট টাকা তো কেউ চল্লিশ টাকা। আমাদের সরকার নির্ধরিত মজুরি দেওয়া হোক। আমরা এদিন সেই আশাতে নম্বরে ফোন করেছিলাম। ফোন নম্বর আমাদের রেজিস্টার হয়েছে ।বলেছে আমাদের ফোন করে কথা শোনা হবে ।আমাদের আশা এবার আমাদের সমস্যার সুরাহা হবে।"

এই বিষয়ে ঝাড়গ্রাম জেলা তৃণমূল কোর কমিটির সদস্য প্রসুন ষড়ঙ্গী বলেন, "আমাদের এই কর্মীরা দিদির প্রতি আস্থাশীল। দিদি এই মুহুর্তে সারা পশ্চিম বাংলায় একটা সুযোগ করে দিয়েছেন ফোন নম্বর দিয়ে ।ডেলি রেটেড কর্মীদের নিয়ে

ছয়ের পাতায় দেখুন

হাসপাতাল থেকে ৩৪ দিন পর বোলপুরে ফিরলেন অনুব্রত মন্ডল

মহম্মদবাজার, ৪ আগস্ট (হি.স.) : 'শারীরিক অবস্থা খুব ভাল। মারামারি করতে হলে ফাস্ট হব।' দীর্ঘ রোগ ভোগের পর বোলপুরে ফিরে এসে ফের স্বমহিমায় কেষ্ট। শুধু তাই নয় সম্পূর্ন নিউ লুকে জেলায় ফিরলেন তৃণমূলের ডাকসাইটে নেতা অনুব্রত মন্ডল।

রবিবার বিকালে কলকাতা থেকে গাড়িতে করে ফিরলেন তিনি।৩৪ দিন পর আজ বোলপুর পার্টি অফিসে এলেন কেষ্ট। অসুস্থ হয়ে দীর্ঘদিন কলকাতা এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন তিনি। তবে সুস্থ হয়ে একে বারে নিউ লুক। গাড়ি থেকে নামতেই অনেকেই চমকে উঠেছেন তাকে দেখে। এখন মেদ ঝড়িয়ে অনেক রোগা। শুধু তাই নয় যে কেষ্ট সব সময় পা-জামা পাঞ্জাবী পোষাকেই দেখতে অভ্যস্ত জেলাবাসী সেই কেষ্ট গাড়ি থেকে নামছেন স্কাই টি সার্ট আর ব্ল্যাক প্যাট পরে। প্রবল বৃষ্টির মধ্যেই বোলপুর পার্টি অফিসে দরজায় গাড়ি দাঁড়াতেই দলের ছেলেরা ছাতা মাথায় ধরলেন তার। গাড়ি থেকে নেমে স্মার্ট বয়ের মত প্যান্টের দুই পকেটে হাত ভরে গড গড করে পার্টি অফিসে দোতলার ঘরে উঠে গেলেন তিনি।

কেমন আছে জিজ্ঞাসা করতে উত্তর দিলেন কেষ্ট। বললেন, ' পুরোপুরি ফিট।'শরীর কেমন বলতেই ফের স্বমহিমায় কেষ্ট বললেন, 'শারীরিক অবস্থা খুব ভালো। মারামারি করতে হলে ফাস্ট হব। সকলকে ধন্যবাদ। সকলের শুভেচ্ছা সুস্থ আছি ভালো আছি। ৩৪ দিন পর বোলপুর পার্টি অফিসে এলাম বেশ ভালো লাগছে। '

এদিকে জেলায় পৌঁছানোর আগেই জরুরী ভিত্তিতে জেলা কমিটির বৈঠক ডাকলেন তৃণমূলের এই নেতা।সময় নষ্ট না করে ফের পুরোদমে দলের কাজে নামতে চাইছেন তিনি তাই সোমবার বোলপুর পার্টি অফিসে জরুরি জেলা কমিটির বৈঠক ডেকেছেন তিনি। এই প্রসঙ্গে কেষ্ট বলেন, ' খুব তাড়াতাড়ি দলের কাজে নামতে চাই। কাল মিটিং ডাকা হয়েছে। সবার সঙ্গে কথা বলব।

বরপেটায় গৃহস্থের বাড়ি থেকে উদ্ধার হাত-বোমা

বরপেটা (অসম), ৪ আগস্ট (হি.স.) : গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে ৭৩-তম স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে নিম্ন অসমের বিভিন্ন জেলায় জেহাদি বিরোধী অভিযানে নেমে একের পর এক সাফল্য অর্জন করছে রাজ্য পুলিশ। গত ৪৮ ঘণ্টায় তিন-তিন জেহাদিকে আটক করার পর রবিবার বরপেটায় জনৈক গৃহস্থের বাড়িতে হানা দিয়ে একটি হাতে তৈরি বোমা উদ্ধার করেছে জেলা পুলিশ।

জেলা পুলিশের সদর দফতর সূত্রে প্রাপ্ত খবরে জানা গেছে, রবিবার বিকেলে বরপেটার সুখওয়ারঝাড় গ্রামের বাসিন্দা জনৈক কামাল উদ্দিনের বাড়ি থেকে ওই হাত বোমাটি উদ্ধার করা হয়েছে। বোমাটি কামাল উদ্দিনের বাড়ির খড়ের গাদায় লুকিয়ে রাখা ছিল।

প্রসঙ্গত, গতকাল রাতের পর রবিবার আরও দুই সন্দেভাজন জামাত-উল মুজাহিদিন বাংলাদেশ (জেএমবি)-এর জেহাদিকে আটক করেছে বরপেটা পুলিশ। আসন্ন স্বাধীনতা দিবসের আগে, ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তিন-তিনজন জেহাদিকে পাকড়াওয়ের ঘটনা রাজ্য পুলিশের বিরাট সাফল্য বলে মনে করা হচ্ছে।

জেহাদি সন্দেহে নিম্ন অসমের নলবাড়ি এবং হাউলি থেকে আজ আরও যে দুজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে তাদের নাম সফিকুল ইসলাম এবং দানেশ আলি। নলবাড়ির কাপলবাড়ি ভেবলা বড়ো চকে একটি নার্সারি রয়েছে সফিকুলের। অন্যজন দানেশকে হাউলির ইটারভিটা গ্রামের বাড়ি থেকে পুলিশ আটক করেছে বলে জানা গেছে।

প্রসঙ্গত শনিবার রাতে মুস্তাফির রহমান নামের এক জেহাদিকে বরপেটা জেলার অন্তর্গত সরুক্ষেত্রী বিধানসভা এলাকার চতলা এলাকা থেকে আটক করা হয়েছিল।

তৃণমূল কাউন্সিলরের গাড়ি পুড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ, উত্তেজনা

কালনা, ৪ আগস্ট (হি.স.) : তৃণমূল কাউন্সিলরের গাড়ি পুড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল পূর্ব বর্ধমানের কালনার কাঠিগঙ্গা এলাকায়। একইসঙ্গে দলনেত্রীর ছবি ও ব্যানার পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে। বিজেপির লোকেরা ঘটনাটি ঘটিয়েছে বলে অভিযোগ কালনা পুরসভার তৃণমূল কাউন্সিলার সমরজিৎ হালদারের। যদিও সমস্ত অভিযোগ মিথ্যে বলে দাবি করেছেন জেলা বিজেপির সহ সভাপতি ধনঞ্জয় হালদার। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। জানা গিয়েছে, কালনা শহরের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাঠিগঙ্গায় রয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয়। সেই কার্যালয়ের সামনেই ছিল তৃণমূল কাউন্সিলর সমরজিৎ হালদারের গাড়িটি। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, রবিবার ভোরে কাউন্সিলরের গাড়িটিতে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলতে দেখেন তাঁরা। আগুনের গ্রাসে পুড়ে ছাই হয়ে যায় তৃণমূল নেত্রীর ছবি, ব্যানার ও ফেস্টুন। এরপরই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ ও দমকলের একটি ইঞ্জিন। সেখানে পৌঁছান কাউন্সিলার সমরজিৎ হালদার। কিছুক্ষণের চেষ্টার পর দমকল কর্মীরা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। এই ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা দেখা দিলে পুলিশ পরিস্থিতি সামাল দিয়ে তদন্তে নেমেছে।

গুয়াহাটির খানাপাড়ায় উদ্ধার ১২৭ প্যাকেট নিষিদ্ধ গাঁজা

গুয়াহাটি, ৪ আগস্ট (হি.স.) : গুয়াহাটি মহানগরের খানাপাড়ায় অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণের নিষিদ্ধ গাঁজা উদ্ধার করেছে দিশপুর পুলিশ। গাঁজাগুলির সঙ্গে এক নেশা কারবারিকেও আটক করা হয়েছে। ধৃতকে জনৈক রাজ দেউরি বলে শনাক্ত করেছে পুলিশ। ছয়ের পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।